জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

অষ্টম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

তৃতীয় খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

শোকের রং লাল
"নাটক কম করো পিও"
আমি ৭১ দেখিনি কিন্তু ২৪ দেখেছি
Gen Z
দেশটা আমাদের কারো বাপের না!!
তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার!
পানি লাগবে?
দিনে নাটক রাতে আটক
আমার একটা ছোট বোন আছে স্যার!!
জুলাই বিজয় মাস...
ঠক! ঠক! বাসায় ছাত্র আছে?
সবুজ কই
আবু সাঈদ
আমরা ছাত্র
ARMY-IBA BNMPC, BRAC HFRCMC
বন্ধ করিনাই একা একা বন্ধ হয়ে গেছে
Public × Private
১ দফা ১ দাবি
Silence—Loud
"আমার বিচার তুমি কর, তোমার বিচার করবে কে?"
শোন মহাজন! আমি নই তো একজন...

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং “দেখামাত্র গুলি” নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৮ম খন্ড (চট্টগ্রাম বিভাগ)	
৪৭৭	শহীদ পারভেজ বেপারী	৭-১০
৪৭৮	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১১-১৩
৪৭৯	শহীদ রাব্বি আলম	১৪-১৬
৪৮০	শহীদ রাসেল বকাউল	১৭-১৯
৪৮১	শহীদ সাহাদাত হোসেন	২০-২২
৪৮২	শহীদ নাঈমা সুলতানা	২৩-২৬
৪৮৩	শহীদ আরিফ বেপারী	২৭-২৯
৪৮৪	শহীদ জসিম উদ্দিন	৩০-৩২
৪৮৫	শহীদ ফয়েজ বেপারী	৩৩-৩৪
৪৮৬	শহীদ মাহমুদুল হাসান	৩৫-৩৮
৪৮৭	শহীদ আলাউদ্দিন	৩৯-৪১
৪৮৮	শহীদ জুয়েল	৪২-৪৪
৪৮৯	শহীদ আশিক মিয়া	৪৫-৪৮
৪৯০	শহীদ মো: তুহিন আহমেদ	৪৯-৫২
৪৯১	শহীদ রফিকুল ইসলাম	৫৩-৫৬
৪৯২	শহীদ কামরুল মিয়া	৫৭-৫৯
৪৯৩	শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয়	৬০-৬৩
৪৯৪	শহীদ মোহাম্মদ ইশমামুল হক	৬৪-৬৬
৪৯৫	শহীদ আহসান হাবিব	৬৭-৬৯
৪৯৬	শহীদ নূর মোস্তফা	৭০-৭২
৪৯৭	শহীদ তানভীর সিদ্দিকী	৭৩-৭৫
৪৯৮	শহীদ ওয়াসিম আকরাম	৭৬-৭৯
৪৯৯	শহীদ আমিনুল ইসলাম সাব্বির	৮০-৮২
৫০০	শহীদ পারভেজ	৮৩-৮৬
৫০১	শহীদ শহীদুল ইসলাম	৮৭-৮৯
৫০২	শহীদ সাদ আল আফনান	৯০-৯৩
৫০৩	শহীদ মো: ওসমান পাটওয়ারী	৯৪-৯৬
৫০৪	শহীদ শাব্বির হোসেন	৯৭-১০০
৫০৫	শহীদ কাউসার হোসেন	১০১-১০৪
৫০৬	শহীদ ইউনুছ আলী শাওন	১০৫-১০৮
৫০৭	শহীদ মো: মাযহারুল ইসলাম	১০৯-১১২
৫০৮	শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ	১১৩-১১৭
৫০৯	শহীদ ছাইদুল ইসলাম	১১৮-১২১

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৫১০	শহীদ ওয়াকিল আহমেদ শিহাব	১২২-১২৪
৫১১	শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদ	১২৫-১২৭
৫১২	শহীদ মো: মাহবুবুল হাসান	১২৮-১৩২
৫১৩	শহীদ মো: সবুজ	১৩৩-১৩৬
৫১৪	শহীদ জাকির হসেন (শাকিব)	১৩৭-১৪০
৫১৫	শহীদ একরাম হোসেন কাউছার	১৪১-১৪৬
৫১৬	শহীদ আবদুল গনি	১৪৭-১৪৯
৫১৭	শহীদ মো: আবু বকর সিদ্দিক	১৫০-১৫২
৫১৮	শহীদ জাফর আহম্মদ	১৫৩-১৫৫
৫১৯	শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ	১৫৬-১৫৮
৫২০	শহীদ ইফাত হাসান খন্দকার	১৫৯-১৬১
৫২১	শহীদ নাসিমা আক্তার	১৬২-১৬৪
৫২২	শহীদ নিজাম উদ্দিন ইমন	১৬৫-১৬৭
৫২৩	শহীদ মো: রুবেল	১৬৮-১৭০
৫২৪	শহীদ মো: সজীব	১৭১-১৭৩
৫২৫	শহীদ বেলাল হোসেন	১৭৪-১৭৭
৫২৬	শহীদ আব্দুল কাইয়ুম	১৭৮-১৮০
৫২৭	শহীদ মো: আসিফ হোসেন	১৮১-১৮৫
৫২৮	শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ	১৮৬-১৮৮
৫২৯	শহীদ ইয়াসিন	১৮৯-১৯১
৫৩০	শহীদ মাঈন উদ্দিন	১৯২-১৯৪
৫৩১	শহীদ মো: হাসান	১৯৫-১৯৮
৫৩২	শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী	১৯৯-২০২
৫৩৩	শহীদ মো: রিটন উদ্দিন	২০৩-২০৫
৫৩৪	শহীদ মো: রায়হান	২০৬-২০৮
৫৩৫	শহীদ ফারুক	২০৯-২১১
৫৩৬	শহীদ আরাফাত হোসেন আকাশ	২১২-২১৪
৫৩৭	শহীদ শাহাদাত হোসেন শাওন	২১৫-২১৭
৫৩৮	শহীদ আলমগীর হোসেন	২১৮-২২০
৫৩৯	শহীদ মো: ইমতিয়াজ হোসেন	২২১-২২৩
৫৪০	শহীদ মো: মামুন হোসেন	২২৪-২২৬
৫৪১	শহীদ ওমর বিন নুরুল আবছার	২২৭-২২৯
৫৪২	শহীদ মো: মাহিন	২৩০-২৩২

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ২৮
ঢাকা বিভাগ ১২৭
রাজশাহী বিভাগ ৫৫
বরিশাল বিভাগ ৭৪
খুলনা বিভাগ ৫৯
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৫
রংপুর বিভাগ ৫০
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৫
মোট : ৬৯১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৮ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
৭৫ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
সিলেট ২৮
১৩ সিলেট
মৌলভীবাজার
১৪ হবিগঞ্জ
০৭ টাঙ্গাইল
০৭ কিশোরগঞ্জ
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২০ বরিশাল
বরিশাল ৭৪
০৪ পিরোজপুর
০৫ ঝালকাঠি
২২ ভোলা
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
০৮ লক্ষীপুর
২১ নোয়াখালী
১২ ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।”

-কাজী নজরুল ইসলাম

শহীদ পারভেজ বেপারী
ক্রমিক: ৪৭৭
আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৬

শহীদ পরিচিতি

কীর্তিমানের কখনো মৃত্যু হয় না। কী জাগ্রত কী নিশীথে কীর্তিমানরা চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে ঠিক তেমনি রয়ে যাবে চাঁদপুরের বেপারী পারিবারের পারভেজ বেপারী। তিনি একজন সংগ্রামী ও সাহসী যুবক ছিলেন। পারভেজ ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার অন্তর্ভুক্ত বারহাতিয়া গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: সবুজ বেপারী এবং মাতা শামসুন নাহার।

তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে পারভেজ ছিলেন সবার বড়। পরিবার প্রধান বাবা অসুস্থ থাকায় তিন বোনসহ সমস্ত পরিবারের দায়িত্বও নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। অভাবের সংসারে বড় হওয়া পারভেজ বেশি দুর পড়াশোনা করতে পারেননি। পঞ্চম শ্রেণি অব্দি পড়াশোনা করার পরে দরিদ্রের কষাঘাতে এবং পরিবারের দায়িত্ব নিতে ছুটে চলেন রাজধানীর উদ্দেশ্য। তিনি ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। দরিদ্রতার কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা পারভেজকে তৈরি করেছিল বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের একটি মূর্ত প্রতীক।

শহীদ পারভেজ বেপারীর অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ পারভেজই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একটি আসবাবপত্রের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি। সেই সুবাদে থাকতেন উত্তর বাড্ডা এলাকার একটি ভাড়া বাসায়। কাজ করে যা পেতেন, তা দিয়েই চলত পরিবারটির সংসার খরচ। আগে লঞ্চে শ্রমিকের কাজ করতেন পারভেজের বাবা সবুজ বেপারী। এখন অসুস্থ হয়ে বাসায় বেকার বসে আছেন। ফলে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব পারভেজের কাঁধে ছিল, ছোট তিন বোনের লেখাপড়াসহ সব খরচও তাকে চালাতে হতো। মাস শেষে ৫০০ টাকা নিজের হাতে রেখে, বাকি সব টাকা পরিবারকে পাঠিয়ে দিতেন। অর্থের অভাব থাকলেও তার মনে ছিল না কোনো ক্লান্তি, বরং এক ধরনের শান্তি খুঁজে পেতেন পরিবারের হাসিমুখ দেখে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা তার শান্ত জীবনের সব কিছুকে এক মুহূর্তে উলটপালট করে দিল। একদিন, অপ্রত্যাশিতভাবে শহীদ হয়ে যান পারভেজ। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। এখন পরিবারে ইনকাম করার মত কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট নাই। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। পারভেজের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সংসার কীভাবে চলবে, কীভাবে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ জুটবে–কিছুই বুঝতে পারছেন না পরিবারটি।প্রতিবেশীরা জানান, টিনের একটি বসতঘর ছাড়া পরিবারটির আর কোনো জমিজমা নেই। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাজী মোস্তাক আহম্মেদ বলেন, পরিবারটি এখন খুবই অসহায়। তাদের পাশে সরকার ও বিত্তবানদের দাঁড়ানো উচিত।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহিদ পারভেজ বেপারী শৈশবকাল থেকেই ছিলেন সচেতন ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। ছোটবড় সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন।তিনি পিতামাতার বাধ্যগত সন্তান ছিলেন। সকল সময় সে তার পিতামাতাকে নিয়ে ভাবতেন। তিনি তার ছোট তিন বোনকে অনেক স্নেহ করতেন।

মা শামসুন নাহার বেগম বলেন, "নিরীহ ছেলেডা পুলিশের গুলিতে মরল, এহন আমার সংসার চালাইবো কে? আমার তিন মাইয়ার লেহাপড়ার খরচ কে দিবো? ছেলেডার লাশটাও দেখতে পারলাম না, এই দুঃখ কীভাবে ভুলি? আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।' এইসব কথা বলতে গিয়ে কোনোভাবেই কান্না চেপে রাখতে পারছিলেন না তার মাতা শামসুন্নাহার বেগম। শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন তিনি।

পারভেজের বোন নূপুর জানান, গত ১৭ জুলাই পারভেজের সঙ্গে মুঠোফোনে তাদের সর্বশেষ কথা হয়। কী কথা হয়েছে, তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা কেমন আছেন, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করা হয় কি না, জানতে চান পারভেজ। মাকেও শরীরের যত্ন নিতে বলেছিলেন। এরপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আক্ষেপ করে নূপুর বলেন, 'ভাইয়ের লাশ একটু দেখতে পেলেও শান্তি পেতাম; কিন্তু তা-ও হয়নি।'

কথাগুলো বলার সময়ই গলা ধরে আসছিল নূপুরের। একসময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেন, 'এখনো মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমার ভাই মরে নাই। শুক্রবার আইলেই মনে অয়, এই বুঝি ভাই ঢাকা থেকে ফোন করবে।' নূপুরের কান্না দেখে চোখের পানি আটকাতে পারলেন না পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই বোন ঝুমুর ও খাদিজা। এই কান্না যেন সংক্রমিত হয়ে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল পারভেজের মা-বাবা ও প্রতিবেশীদের চোখে-মুখেও।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই'২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক, পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু একইসাথে স্বামী হারা হচ্ছিলো হাজারো রমণী। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়। পুলিশ ও বিজিবির নৃশংস গুলিতে ১১৯ জন শাহদাতবরণ করেন। এরপরপরই ছাত্র আন্দোলন রুপ নেয় গণআন্দোলনের প্রতীক হিসেবে। এদিন রাস্তায় ছাত্রদের চাইতেও বেশি ছিল নানান শ্রেণির, নানান পেশার মানুষ যাদের একটাই দাবী ছিল স্বৈরাচার হটানো। বলাবাহুল্য সারাদেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকা ছিল বেশি অগ্নিগর্ভ, যেখানে এইদিনে শহীদ হয়েছিল শত

শত মানুষ। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, সায়েন্সল্যাব, মিরপুর ১ ও ১০, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, সাভার ছিল আন্দোলনের মূল হটস্পট। এদিন রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।একইসাথে বিচ্ছিন্ন করা হয় সকল ইন্টারনেট সেবা। ফলে তথ্যহীনতায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সারাদেশ।

এই রক্তক্ষয়ী ১৯ জুলাই পিতামাতার কোল খালি করে শহিদ হন পারভেজ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ১৯ জুলাই রাত ১০টায় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিলে অংশ নিয়ে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন পারভেজ। সেখান থেকে তাঁর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন। পরে মরদেহটি আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কর্মীরা ঢাকার কাকরাইল কিংবা মুগদা এলাকার কবরস্থানে দাফন করেন। সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় কবরটিকে এ পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারেননি স্বজনেরা।

পারভেজের মাতা শামসুন্নাহার বেগম বলেন, দুইদিন পারভেজের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। পরে তার পরিচিত একজন ফোন দিয়ে বলে, পারভেজ গুলি খেয়েছে এবং শহিদের র্মযাদা লাভ করছে।এরই জের ধরে পারভেজের পিতা সবুজ বেপারী গত ২২ জুলাই ঢাকা মেডিকেলের মর্গে যান এবং মৃত মানুষের তালিকায় পারভেজের নাম দেখেন।

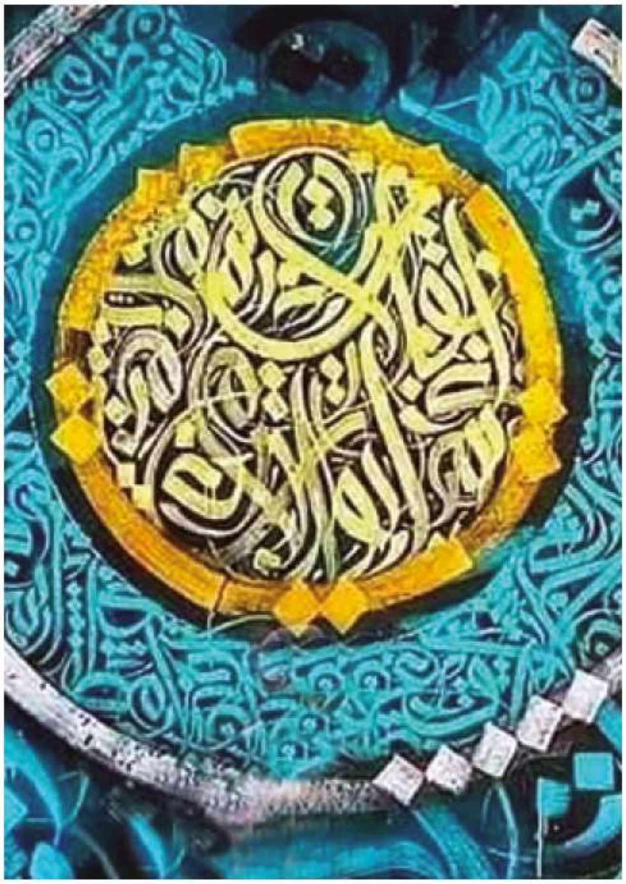

তাঁর মৃত্যুতে সারা এলাকায় এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ পারভেজ শুধু একজন যুবক ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। গত ১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলা স্বৈরাচারী শাসন, ভোটের অধিকার হরণ, দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, খুন, গুম–এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অকুতোভয় এক সৈনিক। তার মতো সাহসী মানুষের মৃত্যু শুধু একটি পরিবারকেই নয়, একটি পুরো সমাজকেই শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আজ পারভেজ নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদী চেতনা, তার আত্মত্যাগ, তার শহীদ হওয়ার বেদনা যেন সবকিছুই থেকে যায় তার পরিবারের চোখের জলে, এলাকার মানুষের হৃদয়ে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এই দোয়াই আজ সকলের মুখে। তাইতো কবির ভাষায়,

দুঃখরা কেন এভাবে মিছিল করে আসে
খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে ?
দুঃখরা কেন বার বার ওদেরকেই ভালোবাসে
ওদের হাসি-কান্নায় ভরপুর জীবনকে স্তব্ধতায় ঢেকে দিয়ে ?

এক নজরে শহীদ পারভেজ বেপারী

নাম	: পারভেজ বেপারী
পেশা	: কাঠমিস্ত্রী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-০১-২০০১
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ জুমাবার, সন্ধ্যা ৭ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: জানা নাই
দাফন করা হয়	: জানা যায়নি। আনজুমানে মফিদুল ইসলাম লাশ দাফন করে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: কবরের স্থান জানা নাই
স্থায়ী ঠিকানা	: বারহাতিয়া, ফতেহপুর পূর্ব , মতলব উত্তর, চাঁদপুর
পিতা	: মোঃ সবুজ বেপারী
মাতা	: শামসুন্নাহার বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে অল্প জমি আছে। একটি ভিটা জমি আছে
ভাই বোনের বিবরণ	: তিন বোন। ভাই নাই। বোনদের সবাই পড়াশোনা করে
বড় বোন	: নুপুর আক্তার (বয়স, ২১ এইস এস সি পাশ)
মেজো বোন	: ঝুমুর আক্তার(বয়স ১৬, শ্রেণি: দশম)
ছোট বোন	: খাদিজা আক্তার (বয়স ১২, শ্রেণি: ষষ্ঠ)

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১ : বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

প্রস্তাবনা-২ : ছোট বোনদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে

প্রস্তাবনা-৩ : মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ মো: মিজানুর রহমান

ক্রমিক : ৪৭৮
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মিজানুর রহমান নদী বিধৌত চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার পিংড়া গ্রামে ১৯৭৬ সালের ০৫ মে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মো: খলিল রহমান ও মায়ের নাম লজ্জতী বেগম। মা বাবা দুজনই পরলোক গমণ করেন বেশ কয়েক বছর আগেই। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে একটি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন শহীদ মিজানুর রহমান। পরিবারের হাল ধরার জন্য তারপর পাড়ি জমান ঢাকা শহরে।

তিনি শাহাদাত বরণকালীন সময় পর্যন্ত ঢাকা শহরের গুলশানে অবস্থিত ওমেন ওয়ার্ল্ড নামক একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। দাম্পত্য জীবনে ঝর্ণা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এখন থেকে বিশ বছর আগে। তাদের ঔরশে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তারা দুজনই এখন পড়াশোনা করেন।

শাহাদতের ঘটনা

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী শাসনের দ্রুত পতনটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের ঐতিহাসিক পতন মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের প্রতিফলন, যা ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল। যখন কর্তৃত্ব বিরোধী বিদ্রোহ এই অঞ্চলে একের পর এক কুখ্যাত স্বৈরশাসকের পতন ঘটায়। তার পদত্যাগের আগে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছাত্র কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া যা কমপক্ষে ১০০০ জন নিহত হয়েছে। তিউনিসিয়ার বেন আলী, মিশরের হোসনি মোবারকের মতো ক্ষমতাচ্যুত আরব নেতাদের আগ্রাসী স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং নৃশংস পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।

"এক দফা" স্টেপ ডাউন স্লোগান-এক দফা, এক দাবি-শনিবার, ৩ আগস্ট দেশব্যাপী বিক্ষোভে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, আরব বসন্তের স্লোগানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, "জনগণ শাসনের পতন ঘটাতে চায়," যেমন ছিল। গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামরত জীবনের সর্বস্তরের মানুষের গণসমাবেশের আশা ও উচ্ছ্বাসের চিত্র। কিন্তু আলোকবিজ্ঞানের বাইরে, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আন্দোলন এবং আরব বসন্তের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল হল তাদের চালিকা শক্তি; ব্যাপক অসমতা ও অবিচারের দিকে ব্যাপক জনগণ, যুবক, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের আর্থ-সামাজিক ক্ষোভ, দুর্নীতিগ্রস্ত, ভয়-ভীতি সৃষ্টিকারী একনায়কতন্ত্র দ্বারা লালিত। গণহত্যাকারী স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন হলো ঠিকই কিন্তু হাজার হাজার পরিবারকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল।

যেভাবে শহীদ হলেন

২১ জুলাই ২০২৪ শনিবার। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা তৃতীয় দিনের মত 'কমপ্লিট শাট ডাউন' কর্মসূচি চলছিল। সরকার আন্দোলন দমানোর জন্য ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউট করার পাশাপাশি কার্ফিও ভারি করে আর সকল অফিস আদালত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। গুলশান ওমেন ওয়ার্ড নামে একটি কোম্পানির কর্মচারী শহীদ মিজানুর রহমান অফিস বন্ধ থাকায় তার নদী এলাকায় নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন। আসরের নামাজ পড়ার জন্য বের হয়ে নামাজ পড়ে বাসায় আসার পথে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে যান। পুলিশ তখন আন্দোলনকারীদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছড়ে। এক পর্যায়ে একটি গুলি এসে শহীদ মিজানুর রহমানকে বিদ্ধ করে। পথচারীরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত ঘোষণা করে। এভাবে জান্নাতের পথে পা বাড়ান সদ্য আসরের নামাজ সমাপ্তকারী শহীদ মিজানুর রহমান।

পরিবারে শোকের মাতম

পরিবারের একমাত্র অভিভাবকের তিরোধানে শোকের মাতম চলছে। একমাত্র ছেলে ও একমাত্র মেয়ে বাবার শোকে মুহ্যমান। তারা এখনো রক্তমাখা শহীদী বাবার কফিনকে ভুলতে পারছেনা। এদিকে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পুরো পরিবার এখন চোখে অন্ধকার দেখছে। অভাব অনটন চলছে প্রতিনিয়ত পরিবারের দুইজন সন্তান এখনো শিক্ষার্থী তাদের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার পথে তাদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন শহীদের স্ত্রী। তিনি বলেন, "আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেলা এখন আমি কি করবো। এক টাকা আয় করার মত কেউ নাই আমার পরিবারে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় অনুভূতি

মেয়ে ফারজানা আক্তার মাহি: আমার বাবা ছিলেন আমাদের একমাত্র অভিভাবক। আমরা আমাদের বাবাকে হারিয়ে পুরো দুনিয়াটাই হারিয়েছি। আমরা ওনাকে খুব মিস করছি। আমার বাবার কোন দোষ ছিলনা। কেন তাকে মারা হলো? আমরা এর জবাব চাই। আমরা খুনিদের ফাঁসি চাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ মিজানুর রহমান
Name: Md. Mizanur Rahman
পিতা: মোঃ খলিল রহমান
মাতা: মৃত লজ্জতী বেগম
Date of Birth: 05 May 1976
ID NO: 2692619581702

একনজরে শহীদ মো: মিজানুর রহমান

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: মিজানুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ০৫-০৫-১৯৭৬
জন্মস্থান	: পিংড়া ,মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
পেশা	: বিউটি পার্লার কেমিক্যাল কোম্পানির চাকরি, ওমেনস ওয়ার্ল্ড গুলশান,
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পিংড়া, ইউনিয়ন: ৬ নং উপাদি দক্ষিণ, থানা: মতলব দক্ষিণ, জেলা : চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পিংড়া, ইউনিয়ন: ৬ নং উপাদি দক্ষিণ, থানা: মতলব দক্ষিণ, জেলা : চাঁদপুর
পরিবার	:
পিতার নাম	: মো: খলিল রহমান
মাতার নাম	: মৃত লজ্জতী বেগম
স্ত্রী	: ঝর্ণা বেগম, গৃহিণী
ছেলে মেয়ে	: ১. রবিউল আলম পিয়াশ(১৮) দ্বাদশ শ্রেণী পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ
	: ২. ফারজানা আক্তার মাহি (১৬) দশম শ্রেণী হযরত শাহজালাল উচ্চ বিদ্যালয়
আঘাতকারী	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: নর্দা আজিজ সড়ক ঢাকা ২১-০৭-২০২৪ বিকাল ৫:৩০ টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২১-০৭-২০২৪, সন্ধ্যা ৭:৩০ টায়, বারিধারা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা
জানাজা	: ২২-০৭-২০২৪ সকাল ১০ টায়
কবরস্থান	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

২. গরুর ফার্ম করে দেওয়া

শহীদ রাব্বি আলম

ক্রমিক: ৪৭৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রাব্বি আলম ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার ২১ নং ওপাদি ইউনিয়ন এর নওগাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বাবুল পাটোয়ারী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মা পারভীন বেগম গৃহিণী। ২ ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি ভাইদের মাঝে সবার বড়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে বাবার ব্যবসায় সহযোগিতা করার জন্য ঢাকায় পাড়ি জমান রাব্বি। ঢাকায় তাদের কয়েক ধরনের ব্যবসা আছে। জীবনে অনেক স্বপ্ন এঁকেছিলেন তিনি, যে ঢাকায় অনেক বড় বাড়ি করবেন এবং বড় ব্যবসায়ী হবেন।

আর তার স্বপ্নগুলো শুধু নিজেকে নিয়ে নয় গরিব দুঃখী মানুষকে নিয়েও ছিল। তিনি বলতেন আমাদের জীবনের সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন এজন্য যে আমরা যেন এগুলো ভালোভাবে বন্টন করতে পারি। আমাদের সম্পদ শুধু আমরা ভোগ করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে পারবোনা ।আমাদের সম্পদের ভিতরে গরিব-দুঃখীদের হক আছে সেই হক আমাদের সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী স্বপ্নগুলো সব ভেঙে চুরমার করে দিল ২১ জুলাই ২০২৪। শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

কিভাবে শহীদ হলেন তিনি

প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু এক অনিবার্য বাস্তবতা। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু একদিন সবাইকে মরতে হবে-সে বিষয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন মতপার্থক্য নেই। 'মৃত্যু' পৃথিবীর মায়ামোহ ধন-দৌলত থেকে সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা কিংবা বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের মাঝে ফারাক তৈরি করে। প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে। এমনকি এক পর্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে তাদের স্বজন কিংবা পরিচিত জনের হৃদয় থেকে ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু মৃতকে বাঁচিয়ে রাখে একটি মৃত্যু। সেই মৃত্যু সৌভাগ্যের, সেই মৃত্যু শাহাদাতের। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।'

সত্য মুক্ত স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের/খোদার রাহে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।' কি অপরাধ ছিলো শহীদ রাব্বি আলমের? কেন সন্তানের কফিন পিতার কাঁধে বহন করতে হলো? কেন মা আর বোনের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছিলো? কেন স্বজন আর দ্বীনি ভাইদের বুকফাটা আর্তনাদ শুনতে হলো? অপরাধ একটাই! 'তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে। আর তা হচ্ছে তারা সেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের অধিকারী

মূল ঘটনা

শহীদ রাব্বি আলম প্রতিদিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তার ফেসবুক প্রোফাইলের একটি পোস্টে তাকে মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। ১৯ জুলাই ২০২৪ এ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা দ্বিতীয় দিনের মত শাট ডাউন কর্মসূচি চলছিল। হাসিনার সরকার আন্দোলন দমানোর জন্য এদিন ইন্টারনেট শাট ডাউন করে দেয়। জুমার নামাজের পর পল্টন এলাকায় ছাত্র জনতা মিছিল বের করে। এতে যোগ দেন তিনি। উন্মাদ পুলিশ সদস্যরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর সরাসরি গুলি চালায়। পুলিশের একটি গুলি এসে শহীদ রাব্বি আলমের মাথা বিদ্ধ করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। সহযোদ্ধারা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কে থাকবে ডুপ্লেক্স বাড়িতে

শহীদের গ্রামের ভিটা জমিতে নির্মাণ হচ্ছিল একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি। এই বাড়িতেই অল্পদিন পরে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। পুলিশের বুলেট তার এবং তার পরিবারের সকল স্বপ্ন মাটি করে দিলো নিমিষেই। পরিবারে এখন শুধু হাহাকার আর হাহাকার। কান্না আর কান্নার মাতম চলছে। মা বিলাপ করে বলে, এই যুগে আমার ছেলের মত একটা ছেলেও খোঁজে পাবেননা আপনারা, একদিনের জন্যও সে মা বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। কি অপরাধ ছিল আমার ছেলের?

পরিবার থেকে চাঁদা দাবী করে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা

শহীদ রাব্বি আলমকে মেরে ফেলার পর তার পরিবারকে বিভিন্ন হুমকি ধমকি দেয় আওয়ামিলীগ এর সন্ত্রাসীরা। পরিবারে এসে চাঁদা আদায়ের খবর পাওয়া যায় এলাকাবাসীর মাধ্যমে। কি পরিমাণ সন্ত্রাসী হলে একটি শহীদ পরিবারের সাথে এমন আচরণ করতে পারে এরা?

শহীদ সম্পর্কে মায়ের কথা

এই যুগে আমার ছেলের মত একটা ছেলেও খোঁজে পাবেননা আপনারা, একদিনের জন্যও সে মা বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। কি অপরাধ ছিল আমার ছেলের? আমার ছেলে সকল সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে চলেছে। সে কখনো খারাপ কাজ করত না। ভালো কাজে সকল সময় অংশগ্রহণ করতো। সেই ইসলাম প্রিয় ছিল। এই ভালো হওয়াই আমার ছেলের অপরাধ, তা ছাড়া আর কোন অপরাধ নেই।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

ঢাকায় বাবার কয়েক ধরনের ব্যবসা আছে। মুদির দোকান ও মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট এর ব্যবসা আছে। গ্রামে একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি নির্মানাধীন। অল্প জায়গা জমি আছে। অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল তার পরিবার।

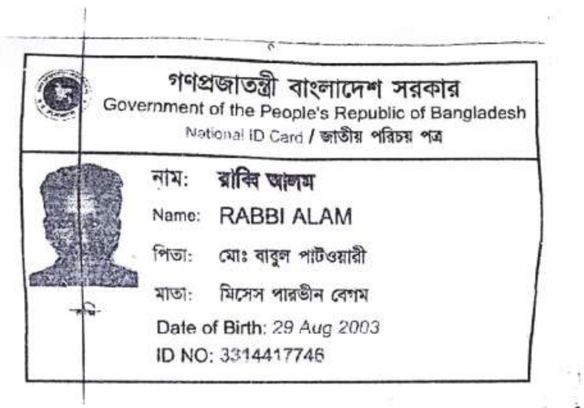

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: রাব্বি আলম
Name: RABBI ALAM
পিতা: মোঃ বাবুল পাটওয়ারী
মাতা: মিসেস পারভীন বেগম
Date of Birth: 29 Aug 2003
ID NO: 3314417746

একনজরে শহীদ রাব্বি আলম

শহীদের পূর্ণ নাম	: রাব্বি আলম
জন্ম তারিখ	: ২৯-০৮-২০০৩
জন্মস্থান	: নওগাঁ, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পিংড়া, ইউনিয়ন: ২১নং উপাদি দক্ষিণ, থানা: মতলব দক্ষিণ, জেলা : চাঁদপুর
বর্তমান ঠিকানা	: পিজি হাসপাতাল গলি, শাহবাগ, ঢাকা
পিতার নাম	: বাবুল পাটোয়ারী(৫২)
মাতার নাম	: পারভিন বেগম (৪৫)
এক ভাই	: ১. রাহিম (১৯), ব্যবসা (তিন বোন সবাই বিবাহিতা)
আঘাতকারী	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ২১-০৭-২০২৪ বিকেল ৩টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২১-০৭-২০২৪, বিকেল ৪:০০ টায়, ঢামেক
জানাজা	: ২২-০৭-২০২৪ সকাল ১০টায়
কবরস্থান	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ রাসেল বকাউল

ক্রমিক : ৪৮০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৩৯

শহীদ পরিচিতি

রাসেল বকাউল, ১০ জুন ২০০২ সালে চাঁদপুর জেলার পূর্ব রাজারগাঁও গ্রামের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম বকাউল (৫০) ও নীলু আক্তার (৪২) দম্পতির কোল জুড়ে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে তার জন্ম যেন পরিবারের জন্য এক আশীর্বাদ হয়ে আসে। ছোটবেলা থেকেই রাসেল ছিলেন নম্র, বিনয়ী এবং মায়াময় এক চরিত্রের অধিকারী, যিনি শুধু পরিবারের নয়, পুরো গ্রামের সবার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ফুটে উঠেছিল এক সৎ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।

থাই গ্লাস কোম্পানিতে কাজ করার মধ্য দিয়ে পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করলেও, রাসেলের অন্তরে ছিল দেশের জন্য গভীর ভালোবাসা। বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ সেই ভালোবাসারই প্রকাশ। দেশের জন্য, সমাজের জন্য ন্যায় ও সমতার সংগ্রামে তিনি ছিলেন এক নির্ভীক যোদ্ধা, যিনি শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যেতেন। রাসেল বকাউল তার জীবনের স্বল্প সময়েই যে ত্যাগ ও সাহসিকতার নজির রেখে গেছেন, তা আজীবন তার গ্রাম, পরিবার ও দেশবাসীর হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

রাসেল বাকাউল, যিনি শহীদ তানভীর সিদ্দিকীর মতই ন্যায়ের পথের এক সংগ্রামী যোদ্ধা ছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। রাসেলের পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র চাষী। যিনি জমির অভাবে অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে তার কাঁধে ছিল সংসারের ভার, অথচ তার উপার্জন কখনোই পর্যাপ্ত ছিল না। প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে রাসেলের মা, একজন গৃহিণী, সংসারের সামান্য যা কিছু ছিল, তা দিয়ে সন্তানদের মুখে আহার তুলে দিতেন। তারা নিজেদের ছোট্ট কুটিরে বসবাস করত, যা বর্ষাকালে প্রায় ডুবে যেত, আর শীতকালে ঠাণ্ডায় কাঁপত।

অভাব রাসেলের জীবন থেকে শৈশবের সুখ কেড়ে নিয়েছিল। তার বয়সী অন্য শিশুরা যখন স্কুলের পথে হেসে-খেলে যেত, রাসেল তখন মায়ের পাশে বসে কষ্টের মলিন মুখ দেখে ভাবত, কীভাবে এই দুঃখের সমাপ্তি ঘটানো যায়। বয়সের তুলনায় তার কাঁধে ছিল অনেক ভারী দায়িত্ব, তবুও তার মনে ছিল এক অটল বিশ্বাস একদিন এই দারিদ্রের শৃঙ্খল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসবে। তার স্বপ্ন ছিল তানভীরের মত হয়ে ওঠা ন্যায়বিচারের প্রতীক, অসহায়দের কণ্ঠস্বর।

তানভীরের মৃত্যুর পর রাসেল আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার নিজের জীবনও ছিল বৈষম্য আর বঞ্চনার গল্পে ঘেরা। পরিবারের মাসিক আয় ছিল অত্যন্ত সামান্য, আর অর্ধপেটে খেয়ে দিন কাটানোর দিনগুলি যেন তাদের নিয়তির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাসেল জানত, সংগ্রাম ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, যদিও অনেক সময় বই কেনার টাকাও তাদের হাতে থাকত না।

রাসেলের মা প্রায়ই বলতেন, "রাসেল, তুই বড় হবি, আমাদের সব কষ্ট মিটিয়ে দিবি।" তার মায়ের এই আশার কথাগুলো রাসেলের মনকে শক্তি যোগাত, যদিও তার সামনে ছিল দারিদ্রের কঠিন বাস্তবতা।

শাহাদাতের ঘটনা

৫ আগস্ট সকালের সূর্যটা একটু অন্যরকম। কেমন যেনো রক্তিম। লাল আবরণ যেনো ছাড়ছেই না। হঠাৎ করেই চারিদিকে অন্ধকার করে মেঘের ঘনঘটা। অঝোর ধারায় নামলো অবারিত ধারা। কেইবা জানতো এই বৃষ্টি স্বৈরাচারির বিদায়ের শুভলক্ষণ হিসেবে পরিণত হবে। সারা দেশের ছাত্রজনতা ঢাকার দিকে রোড টু ঢাকার কর্মসূচিতে রওনা হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে। রাসেল বকাউলও ছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম একজন যোদ্ধা। রাজধানীর যাত্রাবাড়ি ছিলো অন্যতম কুরুক্ষেত্র। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, সকালে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেন রাসেল বকাউল। তিনি তার চার বন্ধুর সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে মিছিলটি যাত্রাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে, সেখানে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ হঠাৎ লাঠিচার্জ ও গুলি চালায়। পুলিশের একটি গুলি রাসেলের শরীরের ডান পাশ দিয়ে প্রবেশ করে এবং বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আহত অবস্থায় রাসেলের বন্ধুরা তাকে দ্রুত ঢাকার মাতুয়াইল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সকাল ১০:৩৩ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর, চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই নির্মম ঘটনায় রাসেল শহীদ হন এবং তার মৃত্যু কোটা সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি হৃদয়বিদারক অধ্যায় হয়ে ওঠে।

শহীদ রাসেল সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ রাসেল বকাউলকে নিয়ে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। রাসেল ছিলেন একজন শান্ত, সদালাপী ও পরিশ্রমী যুবক। পরিবারের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাকে সবার প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি ঢাকায় থাই গ্লাস কারখানায় কাজ করতেন, কিন্তু দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে তিনি কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেন। রাসেলের মা নীলু বেগম জানিয়েছেন, রাসেল পরিবারের ছোট সন্তান হলেও সবার দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করতেন। তার বাবা নুরুল ইসলামও বলেছিলেন, রাসেল তার পরিবারের গর্ব ছিল এবং তার মৃত্যু তাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। রাসেলের সহপাঠী এবং বন্ধুরা বলেছে, তিনি একজন আদর্শবান মানুষ ছিলেন এবং তার আত্মত্যাগ তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এলাকার মানুষ রাসেলের এই আত্মত্যাগকে দেশের জন্য বিরাট ত্যাগ হিসেবে দেখছে এবং তারা মনে করেন, রাসেলের মতো যুবকরা সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করেন. প্রতিবেশী সোহাগ বকাউল বলেন, বকাউল নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। সকলকে নামাযে ডাকতেন। শান্ত ও ভদ্র ছিলেন। কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না।

এক নজরে শহীদ রাসেল বকাউল

নাম	: রাসেল বকাউল
জন্ম তারিখ	: ১০ জুন ২০০২
পেশা	: থাই গ্লাস কর্মচারী
স্থায়ী ঠিকানা	: পূর্ব রাজারগাঁও, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
পিতা	: নুরুল ইসলাম বকাউল, পেশা-কৃষি,বয়স-৫০
মাতা	: নীলু আক্তার, পেশা-গৃহিনী, বয়স-৪২

পরিবারের সদস্য সংখ্যা-০৮

বড় বোন	: মিসেস হাসিনা (২৮), বিবাহিত
বড় ভাই	: হাসান বকাউল (২৫), দোকানদার
ছোট ভাই	: কাউসার বকাউল (১৮), দিনমজুর
ছোট ভাই	: রুহুল আমিন (২২), মৌলভী
ছোট বোন	: রেখা (২৭), বিবাহিত
ছোট বোন	: রেহেনা আক্তার (১৬), বাহারগাঁও ফাজিল মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী
ব্যক্তিত্ব	: শান্ত স্বভাবের ও ভালো মনের মানুষ-নিয়মিত নামাজ পড়তেন-ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করতেন
মৃত্যুর স্থান	: যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
মৃত্যুর তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
মৃত্যুর কারণ	: বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পুলিশের গুলিতে নিহত
জানাজার স্থান	: রাজারগাঁও বাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ
দাফন	: নিজ বাড়িতে

প্রস্তাবনাসমূহ

১ : আর্থিক সহায়তা: পরিবারের দৈনন্দিন খরচ, চিকিৎসা ব্যয়, এবং শিক্ষার জন্য সহায়তা

২ : বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

৩ : ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সগযোগীতা করা যেতে পারে

শহীদ সাহাদাত হোসেন

ক্রমিক : ৪৮১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪০

শহীদ পরিচিতি

পৃথিবীর বুকে সবাই সমানভাবে জন্ম নেয় না। কেউ সুখের ভিতরে কেউ দুঃখের ভিতরে জন্ম নেয়। পিতা মাতার আদর যত্ন পেয়ে অনেকে বেড়ে ওঠে আবার কেউ বেড়ে ওঠে পিতা মাতার আদর যত্ন ছাড়া দুঃখ কষ্টের মধ্যে। শহীদ শাহাদাত এরকমই একজন ছেলে ছিলেন তিনি ছোটকাল থেকেই অনেক কষ্ট করে বেড়ে উঠেছিলেন। ২০০৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বাবা খলিলুর রহমান ও মা শিরতাজের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় শহীদ সাহাদাত হোসেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে বড়। চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার বালিথুবা গ্রামে তার জন্ম ও বেড়ে উঠা। ছোট বেলায় বাবা মার বিচ্ছেদের দরুন নানা নানীর কাছেই বড় হয় সে। অভাবের সংসারে জীবিকার তাগিদে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করত। নানা কৃষি কাজ করেন।

পরিবার বলতে এই নানা নানিই ছিলো। তারা অভাবের কারণে ছোটভাইকে দত্তক দিয়ে দেয় নানি। অবশেষে সবাই দুনিয়াতে থাকলো, সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলো। অনেকেই হয়তো ভাবছে ছেলেটা অনেক কষ্ট করেছিল আবার কষ্টের মধ্যেই মরতে হলো কিন্তু না শাহাদাতের মৃত্যু কষ্টের না শাহাদাতের মৃত্যু সৌভাগ্যের। আর সেই মৃত্যুই তিনি পেয়েছেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, "এই ১৫ বছরে বেশিরভাগ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তারা নিজেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতার ভিত্তি, তার কোনটাই টেকসই ছিল না। কারণ তারা জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।"ফলে মানুষের একটা ক্যাটালিস্ট বা স্ফুলিংগের দরকার ছিল। সেটাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে, তিনি বলছেন।ফলে সরকার বিরোধী একটা আন্দোলন যখন জোরালো হয়ে ওঠে, সেই আন্দোলন ঘিরেও মানুষের ক্ষোভের জন্ম হয়, তখন সেনাবাহিনী, কারফিউ বা পুলিশের পরোয়া না করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার হাজার মানুষ গণভবনের উদ্দেশ্যে পথে নেমে এসেছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, "১৫ বছরের একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, জিনিসপত্রের দাম, গণপরিবহনের অব্যবস্থাপনা, লুটপাট, ব্যাংকিংয়ের অনিয়ম সব কিছু নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ কোটা আন্দোলনের একটা উপলক্ষ্য করে একটা পরিবর্তনের আশায় নেমে এসেছে।"

সেই আন্দোলনে অংশ নেয়া তাহমিনা আক্তার বিবিসিকে বলেছিলেন, "আমার সরকারি চাকরির দরকার নেই, চাকরির আবেদন করার মতো বয়সও নেই। কিন্তু আমাদের সাথে যে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, আমাদের যে ভয়ভীতির মধ্যে রাখা হচ্ছে, সেটার অবসান চাই। সেটার জন্যই আজ আমি পথে নেমে এসেছি।" অবশেষে আন্দোলন সফল হল কিন্তু কিছু নিষ্পাপ সাধারণ মানুষের জীবন কেড়ে নিল আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী সংগঠন ও তার দোসররা।

আগস্টের ৫ তারিখে খুনি হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পর যখন পুরো দেশ আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত তখন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার সামনে রেস্টুরেন্টের কর্মচারী সাহাদাত কপালে গুলিবিদ্ধ হয়। সে প্রতিদিনের মত দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখতেছিল দীর্ঘ ১৫ বছর জোর করে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকার কিভাবে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে, ভারত থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে গণহত্যা চালিয়েও মানুষের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা গেল না। সে ভেবেছিল নিমিষেই আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকে রাজা থেকে ফকির বানাতে পারেন এবং ফকির থেকে রাজা বানাতে পারেন, শেখ হাসিনার পতন সেটাই প্রমাণ করে। উন্মত্ত জনগণ থানার সামনে গেলে খুনি পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। বিজয়ের পরেও সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী এভাবে গুলি করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে সেটা কেউ কল্পনা করেনি। পুলিশ যখন সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছিল ছিল হঠাৎ একটা বুলেট এসে বিদ্ধ হয় সাহাদাতের কপালে। ওখানেই শাহাদাত বরন করে সে।পুলিশের ঘাতক বুলেট কপাল ভেদ করে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বের হয়ে যায়। মৃত্যুর কাছে হেরে যান সাহাদাত। অকালে ঝরে পড়ে তাজা প্রাণ।

কেমন আছে সাহাদাতকে হারিয়ে তার পরিবার

পরিবার বলতে তার নানীর পরিবার। নানা কৃষিকাজ করেন। সে নিজে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতো। ছোটবেলায় মা-বাবার বিচ্ছেদ ঘটে। নানীর কাছেই মানুষ হয়। আন্দোলনে শহীদ হবার পর তার পরিবারে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অভাবে দিনাতিপাত করছেন তার বৃদ্ধা নানা-নানী। একমাত্র নাতিকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েন তারা।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় অনুভূতি

মামার বক্তব্য : শাহাদাতের মত ছেলেই হয় না। সে নামাজ-কালাম পড়তো মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করত এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। সত্যের পথে থাকার চেষ্টা করত। ছোটবেলায় বাবা মায়ের বিচ্ছেদ ঘটে। তারা দুই ভাই ছিলো। অভাবের তাড়নায় ছোটভাইকে দত্তক দিয়ে দেন নানী। সে নিজে বড় হয় নানীর কাছে। মামা একটা গ্যারেজে কাজ করে। তার বাবা বরিশালে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে ছেলেদের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নাই। যে কারণে বাবা জানেও না যে তার সন্তান শহীদ হয়েছে।

শাহাদাতকে হারিয়ে নানী বলেন, আমার নাতি ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে মানুষ হয়েছে। মা-বাবার ভালোবাসা পায়নি কখনো। আমি কষ্ট করে বড় করেছি। সে খুবই শান্ত প্রকৃতির, সে নিয়মিত নামাজ পড়ত। নানি শোকাহত হয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে বলেন "সবাই আসে শুধু আমার নানাভাই আসে না"

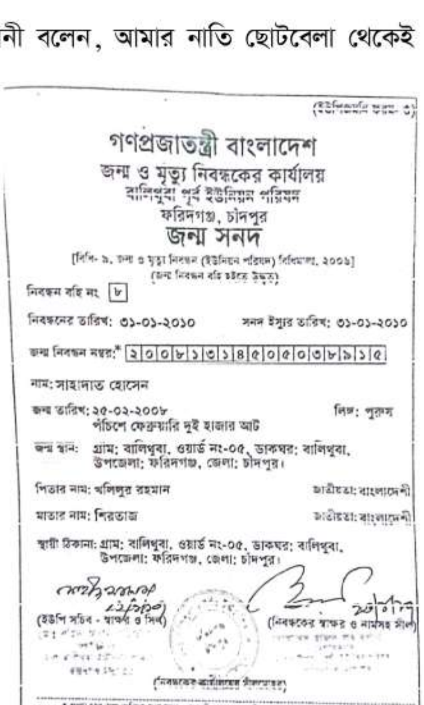

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
বালিথুবা পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং ৮

নিবন্ধনের তারিখ: ৩১-০১-২০১০ সনদ ইস্যুর তারিখ: ৩১-০১-২০১০

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৮১৩১৪৫০৫০৩৮৯১৫

নাম: সাহাদাত হোসেন

জন্ম তারিখ: ২৫-০২-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ
পঁচিশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: গ্রাম: বালিথুবা, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: বালিথুবা, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর।

পিতার নাম: খলিলুর রহমান জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: শিরতাজ জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বালিথুবা, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: বালিথুবা, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

একনজরে শহীদ সাহাদাত হোসেন

শহীদের পূর্ণ নাম	: সাহাদাত হোসেন
জন্ম তারিখ	: ২৫-০২-২০০৮
জন্মস্থান	: বালিথুবা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
পেশা	: হোটেল কর্মচারী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বালিথুবা ইউনিয়ন, বালিথুবা, থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বালিথুবা ইউনিয়ন, বালিথুবা, থানা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর
পরিবার	: পিতার নাম- : খলিলুর রহমান
	: মাতার নাম- : মোসা: শিরতাজ
	: নানা ও নানী
আঘাতকারী	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ার স্থান ও সময়	: ফরিদগঞ্জ থানার সামনে ০৫-০৮-২০২৪ সন্ধ্যা ৭ টায়
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, সন্ধ্যা ৭ টায়, ফরিদগঞ্জ থানার সামনে
জানাজা	: ০৬-০৮-২০২৪, সকাল ১০ টায়
কবরস্থান	: নিজে গ্রামের কবরস্থান

"আম্মু আমি শহীদ হলে তুমি কান্না করিওনা। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলিও"

শহীদ নাঈমা সুলতানা

ক্রমিক: ৪৮২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪১

শহীদি বাগানের তরুতাজা ফুল

শহীদ পরিচিতি

সুজলা সুফলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মিলনস্থল চাঁদপুর জেলা। চারিদিকে সবুজের সমারোহে ঘেরা মতলব উত্তর থানার সুলতানাবাদ ইউনিয়নের আমুয়াকান্দা গ্রামে ২৫ জুলাই ২০০৯ সালে গোলাম মোস্তাফা ও আইনুন নাহারের পরিবার আলোকিত করে দুনিয়াতে আসেন শহীদ নাঈমা সুলতানা। বাবা গোলাম মোস্তফা পেশায় একজন জনপ্রিয় হোমিও চিকিৎসক। তিনি চাঁদপুর মতলব দক্ষিণ নারায়ণপুর বাজারে নিয়মিত রোগীদের সেবা দিয়ে থাকেন। মা একজন আদর্শ গৃহিণী। তিনি তার সন্তানদের নিয়ে তাদের পড়াশোনার সুবিধার্থে উত্তরা ৯ নং সেক্টরের একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। আদরের মেয়েকে হারিয়ে এখন শোকে মূহ্যমান তিনি।

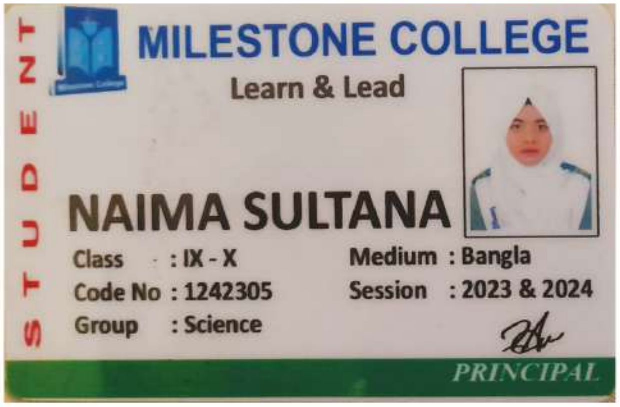

তীক্ষ্ণ মেধাবী শহীদ নাঈমা

শহীদ নাঈমা সুলতানা ছোট বেলা থেকে তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিল। বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল সে। শিক্ষক ও সহপাঠীরা তার মেধার উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। নাঈমার পড়ালেখার হাতে খড়ি হয় নিজ গ্রামেই। সে ২০১৯ সালে ১৫৫, নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫ অর্জন করে প্রথমবারের মত মা বাবার মুখ উজ্জ্বল করে । এরপর ভর্তি হয় আলহাজ্ব তোফাজ্জল হোসেন ঢালী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখানে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে সে বরাবরের মত প্রথম স্থান অধিকার করে মেধার স্বাক্ষর রাখে। গ্রাম থেকে ৭ম শ্রেণির পাঠ চুকিয়ে ২০২২ সালে এক বুক স্বপ্ন ধারণ করে মায়ের সাথে পাড়ি জমান ঢাকায়। ভর্তি হন ঢাকার স্বনামধন্য মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে। ২০২২ সালে সরকার করোনা মহামারির কারণে জেএসসি পরীক্ষা নেয়নি। ২০২৩ সালে নাঈমারা অটো নবম শ্রেণিতে উন্নিত হয়। শাহাদাত বরণের আগ পর্যন্ত সে এই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন মাটি করে দিল পুলিশ

কিশোরী মেধাবী শহীদ নাঈমা সুলতানার স্বপ্ন ছিল পাহাড়সম। বড় হয়ে দেশের মানুষের সেবা করার ব্রতী ছিল সবসময়। তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন মানবিক ডাক্তার হবে আর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে। এই অনুপ্রেরণা সে মূলত তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিল। সে ছোট বেলা থেকে তার বাবার মানুষকে সেবা করার দৃশ্য দেখেছে। কিন্তু পুলিশ বুলেটের আঘাতে তার সেই স্বপ্ন মাটি করে দিল। তার বাবা কান্না করতে করতে বলেন, "আমার স্বপ্ন ছিল আমার মেয়েকে ডাক্তার বানাবো। সে দেশের মানুষের সেবা করবে। কিন্তু এখন আমি কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবো?"

যেভাবে শহীদ হলেন নাঈমা সুলতানা

আওয়ামী পৈশাচিক সরকার ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে অঘোষিতভাবে যুদ্ধে নেমে পড়ে। পুলিশের পেটোয়া বাহিনী ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলন দমানোর জন্য কোন ধরণের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে। পুলিশেরে গুলি থেকে রেহায় পায়নি পথচারী, দোকানদার, ঝালমুড়ি বিক্রেতা, হকার, এমনকি মায়ের কোলের শিশুও। এই নারকীয় হত্যাকান্ডের বলি হন মাইলস্টোন স্কুলের মেধাবী ছাত্রী শহীদ নাঈমা সুলতানা। ১৯ জুলাই ২০২৪ সাল। দিনটি জুমাবার। ছাত্র জনতার দ্বিতীয় দিনের মত কমপ্লিট শাট ডাউন চলছিল। সরকার সারা দেশে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট করে পৃথিবী থেকে পুরো বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে ছাত্র জনতার উপর হামলা চালায়। উত্তরায় জুমার নামাজের পর ছাত্র জনতা মিছিল বের করলে মিছিলে পুলিশ সরাসরি গুলি চালায় । ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় অনেকের। আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে উত্তরার বিভিন্ন সেক্টরের অলিতে গলিতে ঢুকে পড়ে। উত্তরা ৯ নং সেক্টরের ৫ নং রোডে ১৫ নং বাসায় থাকে শহীদ নাঈমা সুলতানার পরিবার। নাঈমা তখন বাসায় বিশ্রাম করছিল। বাইরে হট্টগোল শুনে বেলকনিতে আসে দেখার জন্য। নিজ চোখে দেখতে পেল পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি করার দৃশ্য। তখনো সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, কয়েক সেকেন্ড পরেই পুলিশের বুলেট তার কপাল বিদ্ধ করবে। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি গুলি এসে লাগলো তার মাথায়।

বেলকনিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তার এই অবস্থা দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। রক্তে লাল হয়ে উঠলো বেলকনির সাদা টাইলস। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে যায় উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে। নেওয়া হলো আইসিইউতে। কিছুক্ষণ পরেই খবর এলো মেধাবী ছাত্রী নাঈমা সুলতানা শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন। চিকিৎসকরা তাকে একটি জাতীয় পতাকায় মুড়িয়ে দিলেন আর বললেন শহীদ নাঈমা আমাদের প্রেরণা। আমরা নাঈমা সুলতানার কাছে চিরঋণী হয়ে রইবো।

লাশ বাড়িতে নিতে নাটকিয়তা

লাশ বাড়িতে নিতে বাধে বিপত্তি। কোন এ্যাম্বুলেন্সকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে যেতে দেয় না খুনি হাসিনার ক্যাডার বাহিনী। শহীদ নাঈমার লাশ পতাকা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বারবার হাসিনার পেটুয়া বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকে শহীদ পিতা ও তাঁর পরিবার। একপর্যায়ে কোন উপায় না পেয়ে শহীদের চাচা নিজেকে মুমূর্ষু রোগী সাজিয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে উত্তরার পথে রওনা করেন। রাস্তায় কয়েকবার ঘাতকদের রোষানলে পড়েন তিনি। মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে ধড়ফড় করে বুঝান তিনি শারীরিক ভাবে ভীষণ অসুস্থ। অতঃপর অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে শহীদের লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌছে। খুনি হাসিনার বর্বরতার আসলে শেষ কোথায়! সামান্য মতের অমিল হলে, ভিন্নমতাবলম্বী হলে, অভিযুক্ত মানুষটিকে সুযোগ পেলেই এই পিশাচ পেটুয়া বাহিনী দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে। এ যেন মানুষ রূপি রক্ত খেকো হায়েনার চেয়েও হিংস্র।

আন্দোলনের অগ্র সেনানী শহীদ নাঈমা সুলতানা

আন্দোলনের অগ্রসেনানী ছিল শহীদ নাঈমা সুলতানা। ছাত্রদের অধিকার আদায়ে, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। শাহাদাত বরণের আগের দিনও সহপাঠীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে । সে ছিল অংকনশিল্পী । তার অংকনের হাত ছিল অনেক সমৃদ্ধ । ডায়েরীতে সে আন্দোলনের দাবী দাওয়া নিয়ে একটি পোস্টার আঁকে যেখানে লেখা ছিল, চেয়েছিলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন স্লোগান। সে এই পোস্টার তার ফেসবুক ওয়ালে দিয়ে সেখানে লিখে- আন্দোলন হবে এবার রংতুলিতে। কোটা প্রথা নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক। ১৮ জুলাই আন্দোলন থেকে ফিরে সে তার মাকে বলেছিল, "আম্মু আমি শহীদ হলে তুমি কান্না করিওনা। শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলিও।" নাঈমা সুলতানা ঠিকই শাহাদাত বরণ করেছেন, কিন্তু ,মা তার কথা রাখতে পারেননি। মা আইনুন নাহার আজও প্রতিনিয়ত তার মেয়ের জন্য কান্না করছে, তার আর্তনাদ যেন থামছেইনা।

কেমন আছে নাঈমার পরিবার

নাঈমারা দুই বোন এক ভাই। সে দুনিয়াতে আসার পর সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল তার বড় বোন তাসফিয়া। কারণ সে অনেকদিন পর তার একজন খেলার সাথী পেয়েছিল। এখন একমাত্র বোনকে হারিয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে এখন খাবার টেবিলে, পড়ার টেবিলে সবসময় নাঈমাকে মিস করে। একমাত্র ভাই আব্দুর রহমান এর বয়স এখন নয় বছর । সে তার বোনের রক্তমাখা কফিন দেখেছে। তার মাঝে এক ধরণের ভয় ও আতংক কাজ করছে এখনো। একমাত্র ভাই হিসেবে তাকে খুবই আদর করতো নাঈমা। নাঈমাকে তার মনে পড়ে খুব। মাঝেমধ্যে মায়ের সাথে সেও কান্না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বড় বোন তাসফিয়া বলেন, "আমার ছোট বোন হলেও সে আমার বন্ধুর মত ছিল। আমরা মিলেমিশে থাকতাম খুব। মাঝেমধ্যে ঝগড়া দিতাম। একসাথে বাইরে ঘুরতে যেতাম। এখন সবকিছুতেই তাকে মিস করছি। কেন পুলিশ আমার বোনকে আমাদের মাঝ থেকে কেড়ে নিল? আমি এর বিচার আল্লাহকে দিলাম।"

ক্লাসে নাই নাঈমা

নাঈমা এখন আর ক্লাসে যায়না। আর কোনদিন তাকে ক্লাসে দেখা যাবেনা। দেখা যাবেনা এসেম্বলিতেও। সহপাঠীদের সাথে প্র্যাক্টিকেল ক্লাসে বা করিডোরে দেখা হবেনা আর। রঙতুলিতে আঁকবেনা আর মুক্তির স্লোগান। তার হাতে অঙ্কিত হবেনা বৈষম্য বিরোধী দৃশ্যপট। মুক্তির আন্দোলনে লড়াকু অবস্থান চোখে পড়বেনা আর। তার সহপাঠীদের চোখে মুখে কষ্টের ছোঁয়া। প্রিয় বন্ধুর জন্য তাদের মন কাঁদে খুব। এইতো অল্প কিছুদিন আগেও ক্লাসে ছিল সে, অথচ আজ নাই । আওয়ামী হায়েনার দল বন্ধুদের মাঝ থেকে তাকে কেড়ে নিল। শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত তাকে স্মরণ করছে আর তার জন্য দোয়া করছে, আল্লাহ তায়ালা যেন শহীদ নাঈমা সুলতানাকে জান্নাতবাসী করেন।

এক নজরে শহীদ নাঈমা সুলতানা

নাম	: নাঈমা সুলতানা
পেশা	: ছাত্রী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৫ জুলাই ২০০৯, ১৫ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার, আনুমানিক বিকেল ৩.৪০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: উত্তরা আধুনিক হসপিটাল
দাফন করা হয়	: দেওয়াবাড়ী, আমুয়াকান্দা, সুলতানাবাদ, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°23'24.6"N 90°44'28.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: দেওয়াবাড়ী, আমুয়াকান্দা, সুলতানাবাদ, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
পিতা	: গোলাম মোস্তাফা দেওয়ান
মাতা	: আইনুন নাহার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: অল্প জমি আছে। একটি সেমিপাকা বাড়ি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: একবোন এইবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। একমাত্র ভাই ২য় শ্রেণীতে পড়ে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ ভাই বোনের লেখা পড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

২. পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ আরিফ বেপারী

ক্রমিক : ৪৮৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আরিফন বেপারীর ডাক নাম রাজিব মিয়া। তিনি ১৯৯৫ সালে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত মো: রজব আলী ব্যাপারী এবং মাতার নাম আমেনা বেগম। তাঁর পিতা একজন কৃষক। কৃষি কাজ করেই সংসার চালান। দরিদ্রতার কারনে আরিফ পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি। ছোট থেকেই কাজে নেমে পড়তে হয়েছে। কখনো টোকাইয়ের কাজ করতেন। এক সময় ভাঙ্গারির ব্যবসা শুরু করেন। স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ বাহিনী তাঁকেও ছাড়ল না। বুলেটের আঘাতে অকালে ঝড়ে গেল শহীদ আরিফ ব্যাপারীর জীবন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আরিফ বেপারীর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সাত ভাইবোনের পরিবারে বটবৃক্ষ বাবা অনুপস্থিত। তাদের বাড়িতে একটা দুচালা ভাঙ্গা টিনের ঘর আছে। আরিফের একটি ছেলে সন্তান আছে। শহীদ আরিফ ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। এতিম ছেলেকে দেখার কেউ নেই।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ আরিফ ছিলেন একজন সংগ্রামী মানুষ। জীবন যুদ্ধে প্রতিনিয়ত তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। কখনও করতে হয়েছে বোতল টোকানোর কাজ আবার কখনো বা করতে হয়েছে ভাঙ্গারির দোকানের কাজ। স্বৈরাচারের দোসররা এই নিরপরাধ মানুষটাকেও রেহায় দিল না। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরন করতে হয় তাঁকে।

২০২৪ সালের জুলাই মাস ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত মাস। স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। গুম, খুন, নির্যাতন,গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগনকে ভয় দেখানো হয়। সারাদেশে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন দেওয়া হয়। তাতেও আন্দোলন দমাতে না পেরে সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাঙ্গা আরোপ করা হয়। ২০ জুলাই ২০২৪ জনগণ সরকারের দেওয়া কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ ঘটে। একদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা অপরদিকে নিরস্ত্র জনতা। এদিন টংগী বোর্ড বাজার ছিল আন্দোলনের হোস্ট পয়েন্ট। সাধারণ জনতা মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসলে পুলিশ সেখানে বাঁধা প্রদান করে। একপর্যায়ে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি টিয়ারশেল, গ্রেনেড, বোমা, বুলেট, ছররা গুলি নিক্ষেপ করে। এলোপাতাড়ি গুলি আর টিয়ারশেলের ধোঁয়ায় সবাই দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। গুলি বিদ্ধ হয়ে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা। শহীদ আরিফ বেপারী এ সময় সেখানেই ছিলেন। হঠাৎ একটি গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। মুহুর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এভাবেই জালিম সরকার শহীদ আরিফের মত একজন নিষ্পাপ ছেলের প্রাণ কেড়ে নেয়। তাঁকে রাঢ়িকান্দি গোরস্থান চাঁদপুরে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের চাচা বলেন, আরিফ খুব নম্র-ভদ্র স্বভাবের একজন মানুষ ছিল। ভাঙারির ব্যবসা করে সংসার চালাত। তাঁর কোন বসতভিটা নেই। দিন আনে দিন খায়। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি বিপাকে পড়েছে।

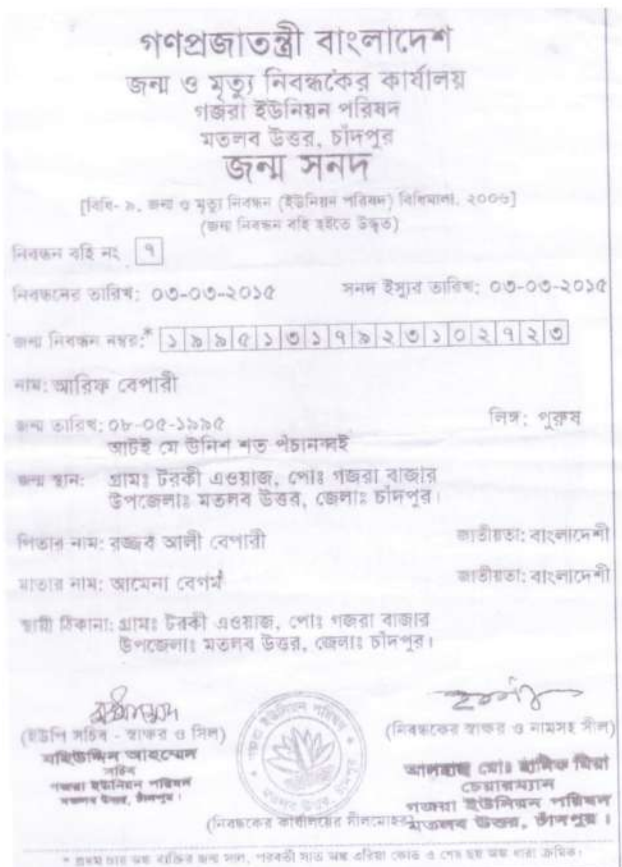

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
গজরা ইউনিয়ন পরিষদ
মতলব উত্তর, চাঁদপুর
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৭

নিবন্ধনের তারিখ: ০৩-০৩-২০১৫ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৩-০৩-২০১৫

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৯৫১৩১৭৯২৩১০২৭২৩

নাম: আরিফ বেপারী

জন্ম তারিখ: ০৮-০৫-১৯৯৫ লিঙ্গ: পুরুষ
আটই মে উনিশ শত পঁচানব্বই

জন্ম স্থান: গ্রামঃ টরকী এওয়াজ, পোঃ গজরা বাজার
উপজেলাঃ মতলব উত্তর, জেলাঃ চাঁদপুর।

পিতার নাম: রজ্জব আলী বেপারী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: আমেনা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ টরকী এওয়াজ, পোঃ গজরা বাজার
উপজেলাঃ মতলব উত্তর, জেলাঃ চাঁদপুর।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল)
সচিব
গজরা ইউনিয়ন পরিষদ
মতলব উত্তর, চাঁদপুর।

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
চেয়ারম্যান
গজরা ইউনিয়ন পরিষদ
মতলব উত্তর, চাঁদপুর।

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

একনজরে শহীদ মো: আরিফ বেপারী

নাম	: মো: আরিফ বেপারী
পিতা	: জনাব রজ্জব আলী
মাতা	: আমেনা বেগম
জন্ম	: ০৮-০৫-১৯৯৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: টরকী এওয়াজ, পোস্ট: গজরা বাজার, উপজেলা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪, টংগী বোর্ড বাজার

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদ পরিবারে স্থায়ী বাসস্থান প্রয়োজন

শহীদ জসিম উদ্দিন

ক্রমিক : ৪৮৪

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৩

“আমার আব্বুর কথা খুব মনে পড়ে”

শহীদ পরিচিতি

জরুন মিয়া ও জাহেরা খাতুন দম্পতি সংসার পেতেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার পাইকা গ্রামের উত্তর পাড়ায়। কিছুদিন পর তাঁদের ঘর আলোকিত করে ১৯৮৮ সালের ১ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শহীদ জসিম উদ্দিন। বাল্যকাল থেকে সংসারে অভাব অনটন দেখে বড় হন তিনি। বাবা মায়ের টানাপড়েনের সংসারে ইচ্ছে থাকলেও লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। কৈশোরেই সংসারের দায়িত্ব বর্তায় শহীদের উপর। শুরু হয় জীবন যুদ্ধের অবিরত সংগ্রাম।

রাজধানীর জীবন

কিছুদিন পর নিজ এলাকা ছেড়ে রাজধানী শহরে আসেন শহীদ জসিম উদ্দিন। দিনমজুরীর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে সংসারের হাল ধরা শুরু করেন তিনি। নতুন শহরের জনজীবনে বিশাল অট্টালিকার ভিড়ে পরিবারের সুখ খুঁজতে মরিয়া এক যুবক। দিনরাত পরিশ্রম করে বাবা-মা'কে নিজের ঘাম ঝরানো অর্থ পাঠাতে দেরী করে না জসিম। ধীরেধীরে পরিবারের বুভুক্ষ জীবনের অবসান ঘটে। এভাবেই চলতে থাকে উদ্যমী এক যুবকের পরিশ্রমী জীবন। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ধীরেধীরে পরিবারের দায়িত্ব পালনে যেন এক অদম্য অভিভাবক হয়ে ওঠেন জসীম উদ্দিন।

রঙিন জীবনে পদার্পণ

নিজের একাকীত্বকে দূর করতে সোনালী জীবনে পদার্পণ করেন শহীদ জসীম উদ্দিন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাজধানীর খিলগাঁও শহরে সংসার পাতেন। সেখানেই একে একে জন্ম নেয় কাউসার (১২), তামান্না (৭), সুমাইয়া (৫), সুরাইয়া (৩), ও ফাতেমা (২)। সংসার যেন চাঁদের হাট হয়ে ওঠে। স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে থাকে জসীম। হঠাৎ তাঁর জীবনে ছন্দ পতন ঘটে। চিরদিনের জন্য তাঁর পিতা জনাব জরুন মিয়া মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। পিতার শোকে একপ্রকার ভেঙ্গে পড়েন তিনি। ধীরে ধীরে শোক কেটে ওঠে জসীমের। আবারও কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন তিনি। বড় ছেলে ও মেয়েকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। এভাবেই রঙ্গিন জীবন কাটতে থাকে শহীদ দম্পতির।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই ২০২৪, রাজধানীর খিলগাঁও এলাকায় শিক্ষার্থীদের মিছিল চলাকালীন পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। আন্দোলনকারীদের উপর হঠাৎ গুলি বর্ষণে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হঠাৎ একটি গুলি জসিম উদ্দিনের পেটে বিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তখন সময় দুপুর ৩:৩০ টা। গোলাগুলির মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে পথচারী বা শিক্ষার্থীদের কেউ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি। ঘটনা স্থলে শাহাদত বরণ করেন শহীদ জসীম উদ্দিন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ জসিম উদ্দিনের পরিবার বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে পরিবারের আয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে শহীদ সন্তানদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শহীদের ছোট মেয়ে প্রতিবন্ধি। তার চিকিৎসা ও বিশেষ যত্ন প্রয়োজন হয়। শহীদ স্ত্রীর স্থায়ী কোন আয় না থাকায় দৈনন্দিন জীবন এবং শিশুদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অভিমত

শহীদ জসিম উদ্দিন সম্পর্কে তার পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্যদের বক্তব্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তাঁর বড় মেয়ে তামান্না বলেন, "আমার আব্বুর কথা খুব মনে পড়ে। আব্বু আমাদের সবার জন্য অনেক কষ্ট করতো।" শহীদের বন্ধু বলেন, "জসিম ছিলেন একজন নীতিবান ও ধার্মিক মানুষ, যিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন এবং সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।"

শহীদের প্রতিবেশী বলেন, "জসিম ছিলেন একজন পরিশ্রমী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যিনি পরিবারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে বহন করতেন।"

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ জসীম উদ্দিন
পিতা	: মৃত জরুন মিয়া
মাতা	: জাহেরা খাতুন
শাহাদতের তারিখ ও স্থান	: ১৯/০৭/২০২৪ বিকাল ৪.০০ টা, খিলগাঁও, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: ব্রাক্ষণবাড়িয়া, উপজেলা সরাইল, গ্রাম: পাইকা, উত্তর পাড়া
সন্তানদের বিবরণ	: ১. মো: কাউসার, বয়স: ১২ বছর, মাদরাসা শিক্ষার্থী
	: ২. মোসা: তামান্না, বয়স: ০৭ বছর, মাদরাসা শিক্ষার্থী
	: ৩. মোসা: সুমাইয়া, বয়স: ০৫ বছর
	: ৪. মোসা: সুরাইয়া, বয়স: ০৩ বছর
	: ৫. মোসা: ফাতেমা, বয়স: ০২ বছর, (প্রতিবন্ধী)

প্রস্তাবনা

১. শহীদ জসিম উদ্দিনের পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। দৈনন্দিন জীবনের খরচ এবং শিশুদের প্রয়োজন মেটাতে আর্থিক অনুদান জরুরি হয়ে পড়েছে

২. শহীদ পরিবারের জন্য মাসিক বা এককালীন ভাতা প্রদান এবং শহীদ কন্যা ফাতেমার বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন।

শহীদ ফয়েজ

ক্রমিক : ৪৮৫

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৪

শহীদ পরিচিতি

জুলাই'২৪ এর মহান আন্দোলনের অন্যতম একজন বীর যোদ্ধা শহীদ ফয়েজ (৩৩)। যার তেজস্বী হুংকারে ভেঙ্গে পড়ে তৎকালীন স্বৈরাচারীর মসনদ। গল্পের অধিকর্তার জন্ম ১৯৯১ সালের ০৭ সেপ্টেম্বর। যুবক ফয়েজ প্রমাণ করে গিয়েছেন সবার আগে নিজের দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। জালিমের খবরদারি থেকে নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার শুধা পান করাতে হবে। ২০০৮ সালে স্বৈরাচার শাসক ক্ষমতায় আসার পর থেকে সুজলা সুফলা স্বাধীন এই দেশটিকে ধাপেধাপে প্রতিবেশী ঘাতক রাষ্ট্র ভারতের কাছে প্রায় বিক্রি করে দিয়েছিল। নিজের পেশিশক্তি ব্যবহার করে ভূরাজনৈতিক অবস্থাকে চরম উত্তাল করে অট্টহাসিতে মেতেছিল খুনি হাসিনা ও তার দোসররা।

জন্ম পরিচয়

শহীদ জনয়িতা জনাব আলা উদ্দিন বেপারি পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। বয়স বাষট্টি হলেও বার্ধক্য তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। অপরদিকে তেজস্বীর জননী বীরমাতা ছবুরা বেগম (৫০) পুরাদস্তুর গৃহিণী। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজ হাতেই পালন করেন। শহীদ পরিবার পূর্ব থেকেই নিম্নবিত্ত। যে কারণে সংসার জুড়ে দীনতা লেগেই থাকে। টানাপড়েনের নিমিত্তে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া হয়নি দেশমাতার অনুপম শহীদ ফয়েজের।

পেশা যখন দায়িত্ব

অভাব-অনটনে শৈশবেই দায়িত্ব বর্তায় শহীদ ফয়েজের উপর। বিদ্যাপীঠকে বিদায় বলায় অন্তরস্থলে পাহাড়সম হতাশা ও ক্ষোভ জমাট বাঁধে। তবুও শহীদ যেন থামতে জানেন না। শিশু বয়সে পরিবারের হাল ধরতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ও বিয়োগের দীক্ষা অর্জন করেন তিনি। ধীরে ধীরে পরিবারে দীপ্তির দেখা মেলে। শহীদের উপার্জিত অর্থকড়ি থেকে একমাত্র বোন তাহমিনার (২৮) বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং একোদর জোবায়েরকে (২৪) পেশাগত ভাবে দর্জির কর্মসাধনেও ফয়েজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

জীবনের একাকীত্ব দূর করতে প্রাণবন্ত ফয়েজ (৩৩) সুহাসিনী নুরুন্নাহার বেগমের (৩৫) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরপর তাঁদের কোল জুড়ে জন্ম নেয় এক দস্যি বালক। পরম আদরে তার নাম রাখা হয় রাফি (২)। সন্তানের উষ্ণতা যেন মুগ্ধ ভাবে অনুভব করেন এই দম্পতি। সংসার জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। বাবা-মায়ের পরম স্নেহে শহীদ পুত্র দ্রুত বড় হতে থাকে। সন্তানকে নিয়ে হাজারও স্বপ্ন বুনতে শুরু করেন শহীদ ফয়েজ। প্রিয়তমা স্ত্রী কে বলেন- 'আর্থিক সংকুলান না থাকায় আমার লেখাপড়া হয়নি। আমি চাই না আমার সন্তানেরও এমন কিছু হোক। রাফিকে আমি মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। পরিবারের কায়ক্লেশ কোনভাবেই যেন তাকে আচ্ছাদিত করতে না পারে।

উপর্যুক্ত কথাগুলো প্রমাণ করে শহীদের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার জ্ঞানভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ ছিল! এতকিছুর পরও দায়িত্ববান পিতা সন্তানকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে মানুষটি এতদিন পরিবারকে একা একহাতে রক্ষণাবেক্ষণ করে গিয়েছেন। বুক চিতিয়ে পরিবার থেকে দীনতা দূরীভূত করেছেন। সেই বাস্তববাদী সত্যের পথে অবিচল থাকা মহাপুরুষটি নিজের জীবনকে পরওয়া না করে ঠিকই দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে গেলেন।

যেভাবে তিনি শহীদ হলেন

শহীদ ফয়েজ স্বৈরাচার সরকার পতনের লক্ষে ২১ জুলাই ২০২৪ ছাত্র জনতার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি রাজধানীর সাইনবোর্ড এলাকায় শুরু হয়ে যাত্রবাড়ী অভিমুখে রওনা করে। সামান্য পথ অতিক্রম করাকালীন হঠাৎ ঘাতক সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার, র‍্যাব, স্বৈরাচার আওয়ামীর দোসর, পেটুয়া বাহিনী মিছিলকে লক্ষ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ক্ষমতার সবচেয়ে অপব্যবহার করে নরপিশাচ খুনি হাসিনার মদদপুষ্ট নরপশু র‍্যাব নামক মানুষখেকো বাহিনী। মিছিলকে উদ্দেশ্য করে উপর থেকে হেলিকপ্টার যোগে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ করে তারা। আকস্মিক কয়েকটি গুলি ফয়েজের মাথা ও ঘাড়ে এসে বিদ্ধ হয়। অবশ নিথর দেহ ও ঘোলাটে চোখে ধীরেধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘাতক সরকারের বলি হয়ে প্রিয় সন্তানের স্বপ্ন পুঞ্জিভূত করে পড়ে থাকে তাঁর নিথর দেহটি। আবছা হয়ে আসা দৃষ্টি শক্তিতে শেষ বারের মত স্নেহের সন্তানের মায়ামুখ কল্পনা করেন। অনুমানে হাত বাড়িয়ে স্ত্রী ও

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: ফয়েজ
Name: Foyaze
পিতা: আলা উদ্দিন বেপারী
মাতা: ছবুরা খাতুন
Date of Birth: 07 Sep 1991
ID NO: 19915115823000229

সন্তানকে ছুঁয়ে দেখার সর্বশেষ চেষ্টা করেন। ঠিক সে মুহূর্তে ঘাতকের আরেকটি গুলি বিকট শব্দে তাঁর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। ফলে ঘটনা স্থলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন দেশমাতার প্রিয় সন্তান শহীদ বীর ফয়েজ। চোখের সামনে এই আত্মত্যাগ দেখে পথচারীরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। শহীদের প্রাণদানে রচনা হয় বাঙ্গালীর নব্য ইতিহাস। যেন শহীদের রক্ত ছুঁয়ে আপামর জনতা শপথ নেয়! বীর দর্পে কণ্ঠ চেপে ধরে খুনি হাসিনার। তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ে সারাদেশের জনতা। একপর্যায়ে ভঁয়ে জড়সড় হয়ে ছাত্র জনতার রোষানলে পড়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করে ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা। তার রেখে যাওয়া মসনদকে পায়ের ধুলিতে পরিণত করে এ দেশের বীর জনতা।

উত্তর চর আবাবিল ইউনিয়ন পরিষদ

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ ফয়েজ
জন্মতারিখ ও বয়স	: ০৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, ৩৩ বছর
পেশা	: ইলেকট্রিশিয়ান
পিতা	: জনাব আলা উদ্দিন বেপারী
মাতা	: ছবুরা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: বেপারিবাড়ি, উত্তরচর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষীপুর
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪, সন্ধ্যা ০৬ টা, সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ ও র‍্যাব
শহীদের কবরস্থান	: নিজ এলাকায়
স্ত্রী	: মোসাঃ নুরুন্নাহার (৩৫)
ছেলে	: মোঃ রাফি, বয়সঃ ০২

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারে মাসিক সহযোগিতা দেওয়া যেতে পারে। ২. শহীদের পুত্রকে এতিম সন্তান লালন-পালন প্রকল্পের আওতাধীন করা যেতে পারে।
৩. শহীদ পত্নীকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে।

শহীদ মাহমুদুল হাসান

ক্রমিক : ৪৮৬

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৫

শহীদ পরিচিতি

মাহমুদুল হাসান। যিনি জন্মেছিলেন ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গকুল নগরে, সমাজের কাছে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য আত্মত্যাগের প্রতীক। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আকর্ষণ ছিল, যা তাঁকে আলোর পথে পরিচালিত করেছিল। চাঁদপুর পাকশিয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা, এবং সেখান থেকে তিনি কওমি মাদ্রাসার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করেন। সেই জ্ঞান তাঁকে পরবর্তীতে চাঁদপুর পাকশিয়া মসজিদের ইমামের দায়িত্ব নিতে উৎসাহিত করে।

মাহদি ভাই শুধু একজন ইমাম ছিলেন না, বরং ছিলেন এক প্রতিশ্রুতিশীল ধর্মীয় বক্তা, যার বক্তৃতায় ছিল সত্তার গভীরতা ও ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকার। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। তিনি সমাজের যেকোনো অন্যায়, অবিচার বা অশান্তির বিরুদ্ধে অবিচল ছিলেন এবং সব সময় সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতেন। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে ধর্মীয় নীতি ও মানবতার প্রতি আহ্বান ফুটে উঠত, যা তাঁর শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করত।

মাহদি ভাই ছিলেন একজন সত্যিকারের আল্লাহভীরু মানুষ। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে মেনে চলতেন। পরহেজগার মাহমুদুল হাসান শুধু নিজেকে ধর্মের পথে পরিচালিত করেননি, বরং তাঁর কাজ ও জীবনের মাধ্যমে সমাজকেও আলোকিত করেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার তাঁকে মানুষের মনে একজন মহৎ চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

অর্থনৈতিক করুণ অবস্থা

শহীদ মাহমুদুল হাসান পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সীমিত, কিন্তু তাদের আত্মার প্রসারতা ছিল উদারতা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। এই পরিবারে কখনও দারিদ্রের চাপ মাথা নত করতে পারেনি মানবিকতার শক্তিকে। মাহমুদুলের বাবা, একজন কওমি আলেম, ইসলামের পথে নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষের হৃদয়ে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার আলো ছড়িয়েছেন। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে যা সামান্য আয় হতো, তা দিয়ে পরিবারের নিত্যপ্রয়োজন মেটানো ছিল এক কঠিন সংগ্রাম।

তাদের ছোট্ট ঘরটি ছিল যতটুকু সরল, ততটাই সম্মানের পূর্ণ। সেখানে দারিদ্রের চাপে কুঁকড়ে থাকা জীবন সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ভরসা ও মানুষের সেবা করার উদ্যম কখনো ম্লান হয়নি। আশিকের বাবা প্রতিদিন মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন, তাঁর শেখানো প্রতিটি শব্দ ছিল মানুষের জীবনের পথপ্রদর্শক, কিন্তু এই পরিশ্রমের বিনিময়ে যে নগণ্য আয় আসত, তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব ছিল।

তবু কখনো এই পরিবার দায়িত্ব বা মানবিক কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসেনি। নিজেরা না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর চেষ্টা, প্রয়োজনের থেকেও বেশি সেবা দেওয়ার মানসিকতা তাদের হৃদয়ে শেকড় গেড়েছিল। এই সীমাবদ্ধ জীবনেই ছিল এক অসীম আত্মত্যাগের শক্তি। মাহদির পরিবারের এই করুণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা তাদের দৈনন্দিন জীবনে কঠিন সংকট তৈরি করলেও, তারা কখনো মানবিকতার পথে আপস করেনি।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪-এর ঘটনাটি শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের এক নির্মম উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন বিকেলে বাড্ডা থানার সামনে সাধারণ মানুষের একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সরকারের বাহিনী নির্মম শক্তি প্রয়োগ করে। শেখ হাসিনার ফ্যাসিজমের অধীনে জনগণের ন্যায্য দাবিগুলোকে দমন করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে অত্যাচারী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ফ্যাসিবাদী শাসনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিবাদের স্বাধীনতাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। শহীদ মাহমুদুল হাসান এবং তার সহপাঠীরা যখন রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন হাসিনার সরকার তাদের সমর্থন না করে বরং ভয় ও নিপীড়নের মাধ্যমে দমন করতে অস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শান্তিপূর্ণ জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ সেই ফ্যাসিস্ট শাসনের নিপীড়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শেখ হাসিনার ফ্যাসিজমের আরেকটি দিক হলো মানুষের কণ্ঠরোধ। সরকার মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং প্রতিবাদ করার ক্ষমতাকে ভয় পেয়ে এ ধরনের সহিংসতা এবং নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছিল। মাহমুদুল হাসানের মতো সাহসী তরুণদের হত্যা করে জনগণকে স্তব্ধ করার এই প্রচেষ্টা ছিল ফ্যাসিস্ট শাসনের একটি সুস্পষ্ট পরিচয়। ফ্যাসিজমের চরম রূপ দেখা যায় যখন মাহমুদুলের মতো একজন নিরীহ এবং ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যার ঘটনা নয়, বরং এটি ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রতি নির্মম অত্যাচারের চিত্র।

শহীদ মাহমুদুল একটি নাম একটি অনুপ্রেরণা

শহীদ মাহমুদুল হাসান ছিলেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যার জীবনে

ক্রমিক নং ২১১৬

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

(বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)

হিফযুল কুরআন পরীক্ষার সনদপত্র

নাহমাদুহূ ওয়া নুসল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম

মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান

পিতা মাওলানা আব্দুস সাত্তার রোল নং ২৫৩৮

মাদ্রাসা জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, প্লট ১/এ,রোড নং-১,ব্লক-জে, বারিধারা আ/এ, বাড্ডা, ঢাকা

হইতে ১৪৩২ হিজরী মুতাবিক ১৪১৮ বাংলা ২০১১ ঈসাব্দে

হিফযুল কুরআন মারহালার কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মুমতায বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তাহার জন্ম তারিখ ২৫/১১/১৯৯৭ ইং

লেখক

তারিখ ০৯/০২/১৪৩৪ হিঃ

নিরীক্ষক

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

দারিদ্রের অন্ধকার কখনো আলোকিত হৃদয়ের প্রসারতা ঢেকে রাখতে পারেনি। তাঁর পরিবার ছিল সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে বাঁধা, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতাকে তাঁরা কখনোই নিজেদের অন্তর, সেবার মনোভাব, কিংবা ধর্মীয় দায়িত্ববোধের পথে বাধা হতে দেননি। মাহমুদুলের বাবা, একজন কওমি আলেম, সারাজীবন ইসলামের সেবা করে গেছেন। তাঁর আয়ের উৎস ছিল ক্ষুদ্র-ছোট মাদ্রাসায় শিক্ষাদান থেকে যা সামান্য উপার্জন করতেন, তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজন মেটানো ছিল যেন প্রতিদিনের সংগ্রাম। তবে এই সংগ্রাম কখনো তাদের আত্মাকে পরাভূত করতে পারেনি। মাহমুদুলের পরিবার দারিদ্রের মাঝে থেকেও উদারতার প্রতীক ছিল। যাদের কিছুই ছিল না, তারা অল্প যা ছিল তা-ও অপরের জন্য বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। মাহমুদুলের বাবা যেমন ইসলামের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তেমনি তাঁর সন্তান মাহমুদুলও জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সত্য, ন্যায় ও ধর্মের আদর্শে। ক্ষুধার্ত পেটে, সংকটপূর্ণ জীবনে বেড়ে উঠেও মাহমুদুলের অন্তরে ছিল এক অদম্য শক্তি–মানবতার জন্য, ধর্মের জন্য, দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।

মাহমুদুলের জীবন ছিল এক মশালের মতো, যা নিজে পুড়ে আলোকিত করেছে অন্যদের পথ। তাঁর মৃত্যুর মধ্যেও সেই আলো ম্লান হয়নি। বরং দারিদ্রের মধ্যে থেকেও এক মহৎ ত্যাগের গল্প হয়ে উঠেছেন তিনি, যা আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত শক্তি সম্পদের মধ্যে নয়, বরং হৃদয়ের গভীরতায়, আত্মত্যাগের ক্ষমতায়।

প্রস্তাবনাসমুহ

১) আর্থিক অনুদান: পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, জরুরি সহায়তা প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি তাদের দৈনন্দিন জীবন ও মূল প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়ক হবে।

২) শিক্ষার ব্যবস্থা: মাহমুদুলের ভাই-বোনদের শিক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা উচিত যাতে তারা ভালো শিক্ষার সুযোগ পায় এবং ভবিষ্যতে তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়

৩) ভাতার ব্যবস্থা: পরিবারের জন্য একটি নিয়মিত ভাতা প্রদান করা উচিত, যা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে।

৪) চিকিৎসা সহায়তা: পরিবারের চিকিৎসা খরচ ফ্রি করা হলে, তা তাদের জন্য একটি বড় সাহায্য হবে, বিশেষ করে মাহমুদুলের মাতা-পিতার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য।

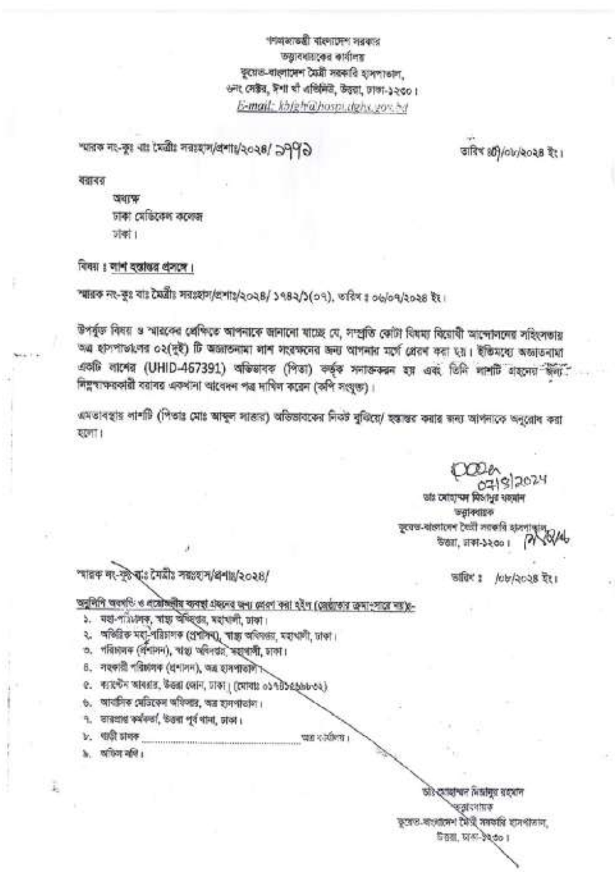

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়
কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল,
৬নং সেক্টর, ঈশা খাঁ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
E-mail: khfgh@hospi.dghs.gov.bd

স্মারক নং-কুঃ বাঃ মৈত্রীঃ সরঃহাসঃ/প্রশাঃ/২০২৪/ ১৭৭৯ — তারিখ ০৭/০৮/২০২৪ ইং।

বরাবর
অধ্যক্ষ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ঢাকা।

বিষয় : লাশ হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

স্মারক নং-কুঃ বাঃ মৈত্রীঃ সরঃহাসঃ/প্রশাঃ/২০২৪/ ১৭৪২/১(০৭), তারিখ : ০৬/০৭/২০২৪ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও স্মারকের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি কোটা বিষয় বিরোধী আন্দোলনের সহিংসতায় অত্র হাসপাতালের ০২(দুই) টি অজ্ঞাতনামা লাশ সংরক্ষনের জন্য আপনার মর্গে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতনামা একটি লাশের (UHID-467391) অভিভাবক (পিতা) কর্তৃক সনাক্তকরন হয় এবং তিনি লাশটি গ্রহনের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর একখানা আবেদন পত্র দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় লাশটি (পিতার মোঃ আব্দুল সাত্তার) অভিভাবকের নিকট বুঝিয়ে/ হস্তান্তর করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

07/8/2024
ডাঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক
কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল,
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

স্মারক নং-কুঃ বাঃ মৈত্রীঃ সরঃহাসঃ/প্রশাঃ/২০২৪/ — তারিখ : /০৮/২০২৪ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-
১. মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত মহা-পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), অত্র হাসপাতাল।
৫. ক্যাপ্টেন আবরার, উত্তরা জোন, ঢাকা। (মোবাঃ [illegible])
৬. আবাসিক মেডিকেল অফিসার, অত্র হাসপাতাল।
৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উত্তরা পূর্ব থানা, ঢাকা।
৮. গাড়ী চালক .... অত্র কার্যালয়।
৯. অফিস নথি।

ডাঃ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক
কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল,
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

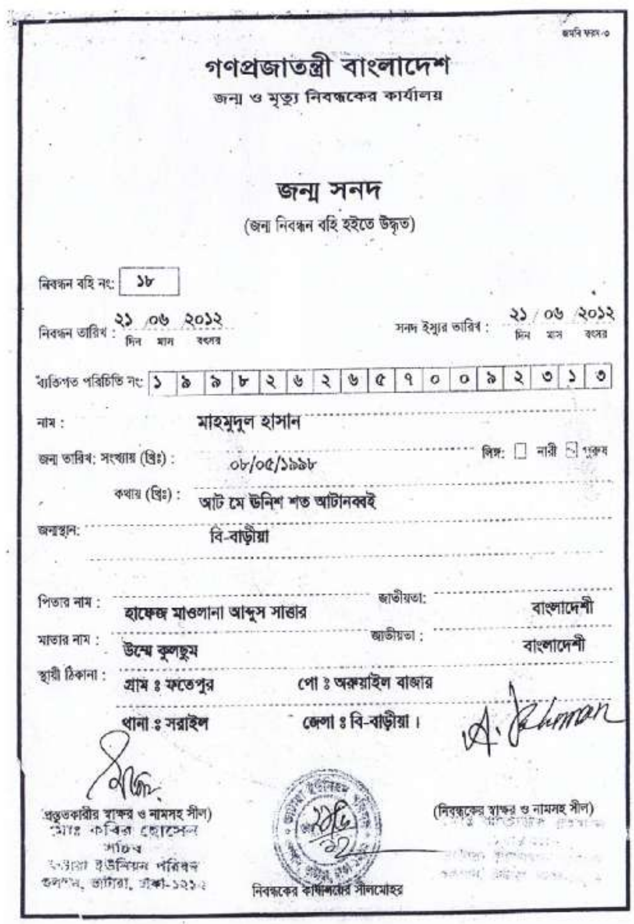

জন্ম ফরম-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ১৮

নিবন্ধন তারিখ : ২১ ০৬ ২০১২ (দিন মাস বৎসর)
সনদ ইস্যুর তারিখ : ২১ / ০৬ / ২০১২ (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ১ ৯ ৯ ৮ ২ ৬ ২ ৬ ৫ ৭ ০ ০ ৯ ২ ৩ ১ ৩

নাম : মাহমুদুল হাসান
জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ) : ০৮/০৫/১৯৯৮ — লিঙ্গ: নারী / পুরুষ
কথায় (খ্রিঃ) : আট মে উনিশ শত আটানব্বই
জন্মস্থান: বি-বাড়ীয়া

পিতার নাম : হাফেজ মাওলানা আব্দুস সাত্তার — জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম : উম্মে কুলছুম — জাতীয়তা : বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ফতেপুর — পো : অরুয়াইল বাজার
থানা : সরাইল — জেলা : বি-বাড়ীয়া।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
মোঃ কবির হোসেন
সচিব
[illegible] ইউনিয়ন পরিষদ
[illegible]

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

এক নজরে শহীদ মাহমুদুল হাসান

নাম	: মাহমুদুল হাসান
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৮ মে ১৯৯৮, ২৬ বছর
পেশা	: ছাত্র, হাফেজ ও মুফতি
স্থায়ী ঠিকানা	: ফাতেহপুর, পাকশিমুল, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: আব্দুস সাত্তার, (মসজিদের ইমাম)
মাতা	: উম্মে কুলসুম (গৃহিণী)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ জন
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই ভাই এক বোন
	: বুশরা-স্ত্রী
	: হুজাইফা, বয়স-৯ মাস, সম্পর্ক-ছেলে
	: নাইম রহমান, বয়স-১৬, ছাত্র-১৬, মেশকাত জামায়াত, সম্পর্ক-ভাই
	: নোমান রহমান, বয়স-১৪, ছাত্র, মেশকাত জামায়াত, সম্পর্ক-ভাই
	: খুশবু আক্তার, বয়স: ১২, সম্পর্ক: বোন
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকেল ৫: ৪০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: বাড্ডা, ঢাকা
দাফন করা হয়	: ফাতেহপুর, পাকশিমুল, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: অল্প জমি আছে। একটি সেমিপাকা বাড়ি আছে

শহীদ আলাউদ্দিন

ক্রমিক : ৪৮৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আলাউদ্দিন ১৯৮৯ সালে চাঁদপুর জেলার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান এবং মাতা মোসা: সালেহা বেগম। শহীদ আলাউদ্দিন অল্প বয়সেই পিতা-মাতা দুজনকেই হারিয়ে এতিম হয়ে যান। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন ছোট। বাবা-মাকে হারিয়ে ভাই-বোনদের কাছেই তিনি মানুষ হতে থাকেন। শুরু হয় সংগ্রামি পথ চলা। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন আর দায়িত্বও বাড়তে থাকেন। বড় ভাইরা সবাই বিয়ে করে আলাদা সংসার বাঁধে। এক সময় শহীদ আলাউদ্দিন জীবিকার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে পলিথিনের ব্যবসার শুরু করেন। যা আয় হয় তা দিয়ে নিজে চলেন। পাশাপাশি বাড়িতে অবিবাহিত ছোট বোনের কাছে পাঠান। সবে মাত্র স্বপ্ন দেখতেছিলেন কিছু টাকা জমিয়ে বিয়ে করে সংসার বাঁধবেন। তা আর হল না। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরাচার সরকারের নির্মমতার বলি হতে হয় তাঁকে। আন্দোলনে সরকার ইজরাইলি কায়দায় হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালায় জনতাকে টার্গেট করে। এই গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরন করেন শহীদ আলাউদ্দিন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আলাউদ্দিন এক দরিদ্র ঘরের সন্তান। তাঁর পিতা-মাতা দুজনেই মারা গেছেন অনেক আগেই। তার ৪ ভাই এক বোন। বড় ভাইরা সবাই বিবাহ করে আলাদা সংসার করছেন। আর ছোট বোনের এখনো বিয়ে হয়নি। ছোট বোনের দায়িত্ব আলাউদ্দিনের উপরেই এসে পড়েছিল। তাদের কোন জায়গা জমি নেই। থাকার জন্য ভালো কোন ঘর নেই। শহীদ আলাউদ্দিন ঢাকার নারায়ণগঞ্জে পলিথিনের ব্যবসা করে তাঁর নিজের এবং বোনের খরচ চালাতেন। বাকি ভাইদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো না। শহীদ আলাউদ্দিনের মৃত্যুতে সকলেই শোকাহত। তাঁর ছোট বোনের দায়িত্ব এখন কে নিবে। ছোট বোনের বিয়ের ব্যবস্থা কে করবে?

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০০৮ সালে এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগ। দলপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। নির্বাচনের আগে সুশাসনের কথা বললেও ক্ষমতায় এসে রুপ বদলায়। ধীরে ধীরে ভালো মানুষের চাদরে ঢাকা স্বৈরাচারের আসল চেহারা বেরিয়ে আসতে থাকে। ক্রমেই দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্বৈরাচারি শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে। দিনের ভোট রাতে, একজনের ভোট আরেকজন দেওয়ার ঘৃণ্য কালচার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় দুর্নীতি, ঘুষ, মাদক, চোরাচালান, অর্থ পাচার, ব্যাংক লুট, উন্নয়নের নামে অর্থ আত্মসাৎ, দলীয় লোকদের দিয়ে জনগনের সম্পদ লুট, দ্রব্য মূল্যের মাত্রাতিরিক্ত উর্দ্ধগতি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশকে একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। সরকারি চাকরিতে দুর্নীতি, ঘোষের মাধ্যমে দলীয় অযোগ্য লোকদের নিয়োগ, কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের বঞ্চিত করাসহ নানাবিধ বৈষম্য তৈরি করা হয়।

বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে জনমনে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। ২০১৮ সালে ছাত্ররা কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। সেখানে আন্দোলনকারীদের উপর সরকার দলের ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনী হামলা চালায়। তাতেও আন্দোলন থামাতে না পেরে এক নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথা বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কার্যত কোন বাস্তবায়ন দেখা যায় না। ২০২৪ সালে আবারও এই বিষয়টা সামনে চলে আসে। আদালতের এক আদেশে সরকারের নির্বাহী আদেশকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। শুরু হয় আন্দোলন। কোটার নামে চরম বৈষম্য এদেশের মুক্তিকামী মানুষ বরদাস্ত করতে পারে না। একদিকে বৈষম্য আর জনগনের মনে চেপে থাকা দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও তা ক্রমেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বশেষ সরকারের পতনের এক দফা আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়। আন্দোলন দমনে সরকার মরিয়া হয়ে উঠে। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, ডিবি, আনসার বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে সরকার আন্দোলনকারীদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। গুলি করে মানুষ হত্যা করে। সরকারের বাহিনীদের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বন্দুকধারী হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বর্বরতা অতীতের সকল শাসককে ছাড়িয়ে যায়। রাতের আধারে ঘুমন্ত মানুষকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ মানুষকে শুধুমাত্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য পিটিয়ে হত্যা করে মৃত লাশের উপর নৃত্য করে স্বৈরাচারের দোসররা। আন্দোলন দমনে হেলিকপ্টার থেকে ভারি অস্ত্র দিয়ে জনতাকে টার্গেট করে গুলি করা হয়। এমনি এক বর্বরতার শিকার শহীদ আলাউদ্দিন। ২০ জুলাই আন্দোলন চলাকালে আলাউদ্দিন যাত্রাবাড়ির চট্টগ্রাম রোডে অবস্থান করছিলেন। সেসময় সেখানে জনতা ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে চরম সংঘর্ষ চলছিল। হেলিকপ্টার থেকেও ভরি অস্ত্র দিয়ে গুলি চালাচ্ছিল। হঠাৎ একটি গুলি এসে আলাউদ্দিনের গায়ে লাগে। মুহুর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আলাউদ্দিনের রক্তাক্ত দেহ। সেখানেই জীবন বায়ু ফুরিয়ে যায় শহীদ আলাউদ্দিনের।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের ভাবি বলেন, আলাউদ্দিন ছিল আমার ছোট দেবর। ওর কেউ নেই। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে আমাদের কাছেই মানুষ হয়েছে। আমরা কখনও তাঁকে পর ভাবতাম না। সবসময় আপন ভাইয়ের মত স্নেহ করতাম। সে খুব ভালো মানুষ ছিল। সবসময় আমাদেরকে সম্মান করতো।

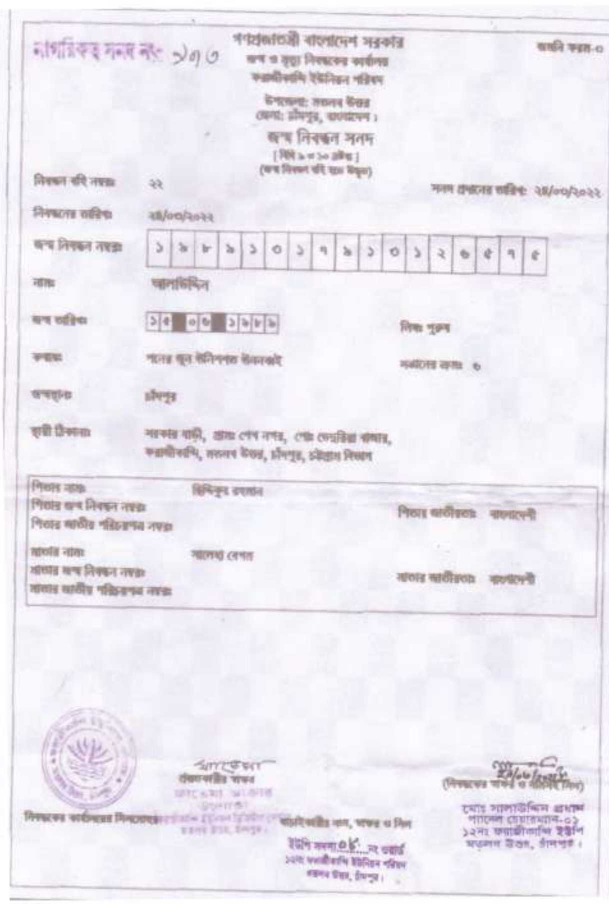
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ২২
সনদ প্রদানের তারিখ: ২৪/০৩/২০২২
নিবন্ধনের তারিখ: ২৪/০৩/২০২২
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১ ৯ ৮ ৯ ১ ০ ১ ৭ ৯ ১ ০ ১ ২ ৬ ৫ ৭ ৫
নাম: আলাউদ্দিন
লিঙ্গ: পুরুষ
জন্মস্থান: চাঁদপুর
পিতার নাম: হাবিবুর রহমান
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: সালেহা বেগম
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

IDII

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Farajikandi Uninon Parishad
Matlab Uttar, Chandpur
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
20/08/2024	19891317913126575	20/08/2024

Date of Birth : 15/06/1989 Sex : Male
Date of Death : 20/07/2024
In Word : Twentieth of July Two Thousand Twenty Four

নাম	: আলাউদ্দিন	Name	: Alauddin
মাতা	: সালেহা বেগম	Mother	: Saleha Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: ছিদ্দিকুর রহমান	Father	: Siddikur Rahaman
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: চাঁদপুর, বাংলাদেশ	Place of Death	: Chandpur, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: সড়ক দুর্ঘটনা জনিত কারণ	Cause of Death	: ROAD TRAFFIC ACCIDENT (RTA)

20.08.2024
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Mohammad Rejaul Karim
Chairman
Farajikandi Union Parishad
Matlab Uttar, Chandpur.

এক নজরে শহীদ আলাউদ্দিন

নাম	:	শহীদ আলাউদ্দিন
জন্ম	:	১৫-০৬-১৯৮৯
পিতা	:	মরহুম মো: সিদ্দিকুর রহমান
মাতা	:	মরহুম মোসা: সালেহা বেগম
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	:	গ্রাম: শেখনগর ইউনিয়ন: ফরাজীকান্দি থানা: মতলবনগর জেলা: চাঁদপুর
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	:	২০ জুলাই ২০২৪, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
শাহাদাতের তারিখ	:	২০ জুলাই ২০২৪

প্রস্তাবনা

১. শহীদের সহোদরকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ জুয়েল

ক্রমিক : ৪৮৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৭

শহীদ পরিচিতি

মো: জুয়েল (৩৪) ছিলেন একজন টেকনিশিয়ান। তার বাবা সিরাজুল ইসলাম ও মাতা নিলুফা বেগম। তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঢাকার ডেমরায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল। একবারের জন্যেও ভোট দিতে পারেননি জুয়েল। কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত জুয়েলের মতো তারুণেরা। ফেইসবুকে অধিকার আদায়ের জন্য সামান্য পোস্ট দেয়ার ফলে আটক-গুম-জেল-জুলুমের স্বীকার হতে হয়েছে প্রতিবাদকারীদের। সর্বত্র বৈষম্য। অদক্ষ লোকেরা চাটুকারিতা করে ক্ষমতার ভাগিদার হতে থাকে। দক্ষদের দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। লুটপাট-অর্থ পাচারের ফলে জনতার মাঝে নিরব দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। জুয়েল একজন সাধারণ টেকনেশিয়ান। ঘরে তার অসুস্থ বাবা। বাবা মা দুজনেই অসুস্থ।

তাদের চিকিৎসা খরচ, পরিবারের মুখে দুবেলা খাবার তুলে দেয়া, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ নেয়া প্রভৃতি কাজ গুলো করতে যেয়ে তাকে রাত-দিন একাকার করে কাজ করতে হয়। তারপরেও আওয়ামীলীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের চাঁদাবাজি, সর্বত্র অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে জুয়েল মাঝে মাঝে থমকে যায়। সর্বত্র অব্যবস্থাপনা দেখে প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও চুপ করে থাকেন। আর অপেক্ষায় থাকেন সুযোগের। ২০২৪ সালে কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে জুয়েল ভাবেন এইতো সুযোগ সর্বত্র বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর। এসময় রুখে না দাঁড়ালে তার সন্তানদের আগামীদিনে কষ্ট করে যেতে হবে। গোলামী করতে হবে স্বৈরাচারী খুনি অবৈধ সরকারের।

এসব চিন্তা থেকে জুয়েল স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। প্রতিদিন বৈষম্য বিরোধী মিছিলে যুক্ত হতেন। ৪ আগস্ট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ছাত্র-জনতা বুঝে ফেলেছে ঘাতক বাহিনীকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এদিন সারাদেশে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভে অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে ছাত্ররা ইটের টুকরো দিয়ে প্রতিরোধ করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার হাতে কিছু আওয়ামী পুলিশ নিহত হয়। ছাত্র-জনতার মধ্য থেকে ১৩০ জন শহীদ হয়। আহত হয় কয়েক হাজার। জুয়েল ছিলেন এই ১৩০ জনের অন্যতম। তিনি সারাদিন রাজপথে সাহসিকতার সাথে আওয়ামী গুন্ডাবাহিনীকে মোকাবেলা করেন। সরকারী সন্ত্রাসীরা বুঝতে পেরেছিল জুয়েলকে নির্মূল করতে পারলে বিজয় তাদের নিশ্চিত। যদিও তারা এটা ভাবেনি যে, এক জুয়েল বিদায় নিলে হাজার জুয়েল রাজপথ কাঁপাতে এগিয়ে আসবে। ৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৬.১৮ মিনিটের দিকে যাত্রাবাড়ি এলাকায় বুকে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। ছাত্র-জনতা ফুঁসে উঠে। ইটের আঘাতে পুলিশ ও যুবলীগের গুন্ডারা বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এমন অবস্থায় আহত জুয়েলকে রিকশায় ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। সেখানে কয়েকটি কথা বলতে পারেন শুধু। তার নাম ও কাকে খবর দিতে হবে এতটুকুই। এরপরে অজ্ঞান হয়ে সন্ধ্যা ৭ টার সময় মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের নাম ও ঠিকানা বলে যেতে পেরেছিলেন বলে তাকে দ্রুত সনাক্ত করা সম্ভব হয়। পরদিন জানাজা শেষে ডগাইর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

৪ আগস্টের ছাত্র-জনতার সাহসীকতা স্বৈরাচারী সরকারের মনে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। রাত থেকে হিসেব পালটে যেতে থাকে। আন্দোলনকারীদের ফেইসবুক প্রোফাইল লাল হয়ে যাওয়া দেখে খুনিরা ভাবতে থাকে তাদের পতন যেকোন সময়ে হতে পারে। সারারাত জেগে উপায় খুঁজতে থাকে। ছাত্রদের মধ্য থেকে ঢাকামুখি লং মার্চের ঘোষণায় অবৈধ সরকার আতংকিত হয়ে পড়ে।

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদের বাবা সিরাজুল ইসলাম (৬৩) অসুস্থ। তার হার্টে রিং বসানো হয়েছে। মা নিলুফা বেগম গৃহিণী। বোন শারমিন সুলতানা হাসপাতালে কাজ করেন। ছোটভাই অনার্স ৩য় বর্ষে পড়ে। শহীদের স্ত্রীর নাম সুমাইয়া আক্তার সুবর্ণা। তার সন্তানেরা যথাক্রমে আবদুল্লাহ ১ বছর বয়সী এবং সিদরাতুল মুনতাহা সাড়ে ৩ বছর বয়সী। মুনতাহা তার বাবাকে খুঁজে। ভাবে সন্ধ্যা হলে অবশ্যই বাসায় ফিরবে। দরজায় সামান্য আওয়াজ হলেই দৌড়ে যায়। কিন্তু বাবা আসেনা। একমাত্র বোন ছাড়া বর্তমানে তার পরিবারে কোন আয় নেই।

আত্মীয়ের বক্তব্য

বোন শারমিন সুলতানা বলেন, চঞ্চল ও হাসিখুশি ছিলেন। ব্যবহারে অমায়িক ও মিশুক ছিলেন। টেকনিশিয়ান কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। বাবা ও মায়ের প্রতি যত্নশীল ছিলেন।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. সন্তানদের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা

এক নজরে শহীদ মো: জুয়েল

নাম	: মো: জুয়েল
পেশা	: টেকনিশিয়ান
জন্ম তারিখ	: ৬ জুন ১৯৯০
পিতা	: মো: সিরাজ
মাতা	: নিলুফা বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: ডগাইর কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ৬৬ নং ওয়ার্ড, ডগাইর নতুন পাড়া, ডেমরা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: জিয়ারকান্দি, গৌরিপুর, তিতাস, কুমিল্লা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ৬ শতাংশ জমি আছে

শহীদ আশিক মিয়া

ক্রমিক : ৪৮৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আশিক মিয়া একটি নাম, একটি সংগ্রামের প্রতীক, এবং এক হৃদয়বিদারক ইতিহাসের অংশ। ১৪ জুলাই ২০০৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার গকুল নগরের শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন আশিক। ছোট্ট গ্রাম, মেঠো পথ, সবুজ মাঠ আর দুরন্ত শৈশব ঘিরে ছিল তার জীবন। কিন্তু শৈশবের আনন্দময় দিনগুলো দ্রুতই পরিণত হয় কঠিন বাস্তবতায়, যখন দারিদ্র তার জীবনকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরতে থাকে।

অভাবের তাড়নায় কৈশোরেই তার কাঁধে ভর করে পরিবারের ভার। নিজেকে হারিয়ে ফেলে না আশিক, বরং এক গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। শৈশবের সেই আকাশ সমান স্বপ্ন, গ্রামের বাতাসে মিশে থাকা মুক্তির গান, তাকে ধীরে ধীরে পরিণত করে একজন সংগ্রামী যুবকে। পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব ছিল বড়, কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতা।

দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও, আশিক থেমে থাকেনি। কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করলেও তার হৃদয়ের গভীরে ছিল স্বাধীনতার তৃষ্ণা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার। দেশের মানুষ যখন নির্যাতিত, ছাত্ররা যখন রাস্তায় নামলো অবিচারের বিরুদ্ধে, আশিকও তাতে সামিল হলো। তার কাজের চাকরী কিংবা দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম তাকে থামাতে পারেনি। প্রতিদিনের কষ্টসাধ্য জীবনেও সে অবিচল ছিল একটি আদর্শের পেছনে দেশের জন্য, মানুষের জন্য।

কিন্তু সেই সংগ্রামের এক পর্যায়ে, তার জীবন থেমে গেলো। পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়লো এই তরুণ, যে শুধুমাত্র একটি ভালো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল। তবে তার মৃত্যু শুধু একটি জীবনের শেষ নয়, এটি একটি আন্দোলনের নতুন শুরুও বটে।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ আশিক মিয়ার পরিবার আজও বেদনা ও হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আশিকের বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। প্রায় এক দশক পূর্বে তিনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন, সন্তানদের এতিম এবং স্ত্রীকে বিধবা করে অনন্তকালের পথে পাড়ি জমান। আশিক শহীদ হওয়ার পর এখন বাড়িতে শুধুমাত্র তার মা ও দাদি রয়েছেন, যাদের জন্য জীবনযুদ্ধ যেন প্রতিদিনের অপরিহার্য নিয়মে পরিণত হয়েছে। পরিবারের ভার এখন ১৯ বছর বয়সী ছোট ভাইটির কাঁধে। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবে শ্রমিকের কাজ করছেন, কিন্তু তার সামান্য আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন পার করছে পরিবারটি। তাদের একমাত্র অবলম্বন হলো পৈতৃক ভিটেমাটি, যা আজ তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। এই বাড়ি ছাড়া তাদের আর কোনো জমি-জমা নেই।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

প্রতিবেশী মুহাম্মদ ইসমাইল স্মৃতিচারণ করে বলেন, "আশিক ছিল সত্যিই এক অনন্য সজ্জন। তার মধ্যে এক সরলতা ও মাধুর্য ছিল যা তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। এমন চরিত্রবান ও সৎ মানুষেরাই আল্লাহর নিকট প্রিয়ভাজন হয়। আশিক কখনও কারো সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়াতো না, সবসময় শান্ত ও নম্র থাকতো। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সে ছিল নিয়মিত ও নিষ্ঠাবান, প্রতিটি নামাজে তার উপস্থিতি ছিল অবিচল।"

শাহাদাতের বর্ণনা

আশিক মিয়া–একটি সাধারণ নাম, কিন্তু তার সংগ্রামী জীবন আমাদের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে অমর হয়ে থাকবে। একদিকে ছিলেন তিনি একজন সরল, অনাড়ম্বর কারখানা শ্রমিক, অন্যদিকে ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অজেয় যোদ্ধা। নারায়ণগঞ্জ জেলার কাচপুর এলাকার একটি কার্টুন ফ্যাক্টরিতে কাজ শিখছিলেন তিনি, সেখানে প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি নীরবে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যে। তার জীবিকার প্রয়োজনে কারখানায় শ্রম দিতে বাধ্য হলেও, তার অন্তরে জ্বলে উঠেছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অগণিত সাহসের প্রদীপ।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে তার অবিচল অংশগ্রহণ ছিলো তার ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতীক। তিনি স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে চলমান দুঃশাসন, অন্যায়, এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ করতেন। হাসিনার স্বৈরাচারী নীতির কারণে সাধারণ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল প্রতিনিয়ত। মানুষ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত হচ্ছিল, তখন সরকার দমননীতির আশ্রয় নিচ্ছিল। শহীদ আশিক নিয়মিত এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে আসছিলেন, যার ফলে সরকার তার প্রতি গভীর শত্রুতা পোষণ করছিল। ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট, তার জীবনের সেই শেষ দিনটিতে, কাচপুর ব্রিজের কাছে পুলিশ যখন নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে, আশিকও সেই আঘাতের মুখোমুখি হন। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে পুলিশের বুলেট তার শরীরে বিদ্ধ হয়, আর সেই মুহূর্তে তার সাহসী হৃদয় তাকে ত্যাগ করলেও তার আত্মা প্রতিরোধ করতে জানতো না। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয় রাত ২টায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে আশিকের জীবন আর রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ৫ আগস্ট সকাল ১০ টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শহীদ আশিকের মৃত্যুতে তার পরিবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তারা জানত, তিনি একটি অনাড়ম্বর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তার অগাধ সাহস এবং ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগ আজ লাখো তরুণের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের বর্বরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে তার মৃত্যু, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনো আত্মত্যাগই বৃথা যায় না।

আশিক মিয়ার চলে যাওয়া যেমন হৃদয়বিদারক, তেমনি তা আমাদের সকলের জন্য এক উদাহরণ। শহীদ আশিক সেই সংগ্রামী তরুণ, যার সাহসী প্রতিবাদ আমাদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় যে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে কেবল ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন অটল সাহস এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ।

শহীদ আশিক একটি প্রেরণার বাতিঘর

আশিক মিয়া একজন সাধারণ কারখানা শ্রমিক হলেও তার সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম তাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার অটল অবস্থান প্রমাণ করেছে যে, জীবিকার প্রয়োজনীয়তা তার মনোবলকে দুর্বল করতে পারেনি। প্রতিদিনের ছোট্ট সেই চাকরি হয়তো তার জীবিকার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আশিকের হৃদয়ে ছিল দেশের জন্য অগাধ ভালোবাসা। তার মধ্যে ছিল না কোনো বড় চাকরি বা উচ্চাভিলাষের বাসনা। শুধু পরিবারকে সহায়তা করার চিন্তা তার মনকে পূর্ণ করেছিল।

কিন্তু যখন দেশের মানুষ বৈষম্যের শিকার হলো, যখন ছাত্ররা রাস্তায় নামলো স্বাধীনতার জন্য, আশিক আর চুপ থাকতে পারেননি। তিনি শ্রমিকের জীবন ছেড়ে যোগ দিলেন আন্দোলনে। প্রতিদিন কাজ শেষে তিনি নেমে পড়তেন ছাত্রদের পাশে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন সাহসিকতার সাথে। এ সংগ্রাম তার কাছে ছিল ব্যক্তিগত নয়, বরং জাতির স্বাধীনতার জন্য এক পবিত্র দায়িত্ব।

একদিন পুলিশের গুলিতে ঝরে গেলো তার প্রাণ। একজন কারখানা শ্রমিককেও ক্ষমতাসীনদের বর্বরতা থেকে রেহাই দেওয়া হলো না। কিন্তু আশিকের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লাখো তরুণের হৃদয়ে জ্বলে উঠলো আন্দোলনের আগুন। তিনি শুধু একজন শহীদ নয়, আমাদের প্রেরণার বাতিঘর হয়ে উঠেছেন। তার সাহসিকতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জাতির প্রয়োজনে কোনো স্বপ্নই তুচ্ছ নয়, আর কোনো আত্মত্যাগই বৃথা যেতে পারে না।

একনজরে শহীদ আশিক মিয়া

নাম	: আশিক মিয়া
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৪/০৭/২০০৭ , ১৭ বছর
পেশা	: ফেক্টরি শ্রমিক
স্থায়ী ঠিকানা	: গকুল নগর, দড়িয়াকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: কামাল মিয়া
মাতা	: কুসুম বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ জন
	১. রেজিনা আক্তার, ২৬ বছর, বিবাহিত, সম্পর্ক-বোন
	২. লিজা আক্তার, ২২ বছর, বিবহিত, সম্পর্ক-বোন
	৩. ইমরান মিয়া-১৯ বছর, প্রবাসী, সম্পর্ক-ভাই
আহত হওয়ার স্হান	: কাচপুর ব্রিজ
আক্রমণকারী	: সশস্ত্রবাহিনী
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান ও তারিখ	: রাত ২ টায় তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ৫/০৮/২৪ তারিখ সকাল ১০ টায় মারা
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন :	

প্রস্তাবনা সমূহ

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. প্রবাসী ভাইটির জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

৩. ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সগযোগীতা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ তুহিন আহমেদ

ক্রমিক : ৪৯০
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৪৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ তুহিন আহমেদ, চব্বিশের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের এক অকুতোভয় যোদ্ধা, ১৯৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সোনারামপুর গ্রামের পবিত্র মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটিয়েছেন একান্ত সরলতায়, মায়ের আদরে ও বাবার স্নেহের আভাসে। তার বাবা ছগির আহমেদ ছিলেন এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যিনি কঠোর পরিশ্রমে জীবনযাপন করতেন, আর মা তাহমিনা বেগম ছিলেন সংসারের আলো, একজন নিবেদিতপ্রাণ গৃহিণী। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তুহিন ছিলেন সকলের বড়, তার মধ্যেই যেনো পরিবারের দায়িত্ববোধ ও সংগ্রামের প্রতিফলন স্পষ্ট ছিল।

যদিও তার শিক্ষাজীবন ছিল সীমিত, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, তবুও তা কখনও তার মননশীলতা কিংবা সংগ্রামী চেতনার প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। পারিবারিক বাধ্যবাধকতা তাকে বিদ্যালয় থেকে দূরে নিয়ে গেলেও, তিনি জীবন সংগ্রামের ময়দানে অসীম সাহসিকতায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। টাইলস মিস্ত্রির কাজ করতেন এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে, তবুও মনের গভীরে ছিল এক আকাশজোড়া স্বপ্ন আর স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তার চার বছরের এক পুত্রসন্তান রয়েছে, যার শৈশব পিতার স্নেহহীনতায় কাটছে, কিন্তু পিতার গৌরবময় আত্মত্যাগের ছায়ায় সে একদিন বড় হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ তুহিন আহমেদ
Name: MD. TOHIN AHMED
পিতা: ছগির আহমেদ
মাতা: তাহমিনা বেগম
Date of Birth: 21 Jan 1993
ID NO: 4657263010

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মো: তুহিন আহমেদ ছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। যার জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। তার বাবা একসময় মালয়েশিয়ায় কাজ করতেন। কিন্তু এখন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বসবাস করেন, যেখানে এক সময় ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে বর্তমানে কোনো কাজ করেন না। এই অবস্থার ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও নাজুক হয়ে উঠেছে। তুহিনের গ্রামে মাত্র একটি অল্প ভিটা জমি এবং তার উপর একটি ছোট্ট টিনের বাড়ি ছাড়া আর কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই।

পরিবারটি এই ভিটা জমির ওপরই টিকে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে যথেষ্ট সুরক্ষা নেই। শহীদ তুহিন আহমেদ একজন বিবাহিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তার একটি চার বছরের সন্তান রয়েছে। বাবার অভাবের ভেতর এই সন্তান এখন ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তুহিন আহমেদের মৃত্যু তাদের পরিবারের জন্য শুধু একজন প্রিয়জনের হারানো নয়, বরং তা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে। তারা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, জীবনের প্রতিটি দিন যেন একটি নতুন যুদ্ধের সূচনা।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০ জুলাই ২০২৪ সাল। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। যেদিন স্বৈরাচারী সরকার সাধারণ জনতার রক্তে হাত রাঙালো। ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন ছিল ন্যায্যতার জন্য ছাত্রসমাজের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লড়াই, যা ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল চাকরির নিয়োগে স্বচ্ছতা এবং বৈষম্যহীন কোটা সংস্কার। কিন্তু ক্ষমতাসীন হাসিনা সরকার এই আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে এক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, যা ইতিহাসে চিরকাল কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক গণতন্ত্রবিরোধী কাজ শুরু করে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার ও গুম, মিডিয়ার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, এবং তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন ভাঙার পাঁয়তারা–এসব ছিল তার শাসনের নিয়মিত কুকর্ম। ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় তার সরকার ইন্টারনেট শাট ডাউন করে জনমত দমন করার ঘৃণ্য পন্থা নেয়। সেদিন যাত্রাবাড়ীর মিছিলে মো: তুহিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রতিদিনের মতো নিজের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশ নেন। কিন্তু সেদিনের পরিবেশ ছিল অন্যরকম। পুলিশ ও র‍্যাব আন্দোলন দমাতে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র জনতার ওপর উপর্যুপরি গুলি চালায়। হাসিনার স্বৈরাচারী বাহিনী সেদিন স্থল অভিযানের পাশাপাশি আকাশ থেকেও হেলিকপ্টার দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। আকাশ থেকে র‍্যাবের ছোড়া গুলি মো: তুহিনের শরীরে বিদ্ধ হয়। আর তার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তুহিনকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থাকায় সহযোদ্ধারা তাকে এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানে অস্ত্রোপচার করা হলেও তুহিনের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। অবশেষে দু'দিন পর, আইসিইউতে তার জীবনাবসান ঘটে।

মো: তুহিনের মৃত্যু শুধু একটি ব্যক্তিগত শোক নয়, এটি ছিল একটি জাতির স্বপ্নকে হত্যা করার প্রচেষ্টা। ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন, যা ন্যায়বিচার ও সমতার দাবিতে গড়ে উঠেছিল, সেটিকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। হাসিনা সরকারের এই নির্মমতা নতুন কিছু নয়। তার শাসনামলে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিরোধী মত দমনের ইতিহাস দীর্ঘ। তিনি বারবার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কোটা আন্দোলনের তরুণরা যখন ন্যায়ের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল, তখন তাদের ওপর এমন অত্যাচার চালানো হয়, যা শুধু দেশের নয়, পুরো বিশ্বের সামনে সরকারের বর্বর রূপটি প্রকাশ করে।

মো: তুহিন আহমেদের আত্মত্যাগ আজ ইতিহাসের পাতা ভরিয়ে রেখেছে। তিনি কেবল নিজের জন্য নয়, সারা বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য জীবন দিয়েছেন, যারা একটি ন্যায্য, সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ চায়। তার রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা রয়ে গেছে।

নির্মমতার স্বীকার শহীদ মোঃ তুহিন

মোঃ তুহিনের শাহাদাতের পরবর্তী ঘটনাগুলো অত্যন্ত নির্মম এবং পাষবিকতার চূড়ান্ত রূপকে তুলে ধরে। একদিকে তার শোকাহত পরিবার ও এলাকাবাসী তাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, অন্যদিকে সরকারী পেটুয়া বাহিনী ও দলীয় ক্যাডারদের বাধা তাদের সেই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। বন্ধুবান্ধব, আত্নীয়-স্বজন, এমনকি পাড়া প্রতিবেশীরাও তুহিনের মৃতদেহ এক নজর দেখার সুযোগ পায়নি।

একজন মানুষের জন্য নিজের জন্মস্থানেই শেষ ঠিকানা পাওয়ার অধিকার যেমন স্বাভাবিক, তেমনই মানবিক। কিন্তু তুহিনের ক্ষেত্রে সেই অধিকারও কেড়ে নেয়া হয়। এ ধরনের আচরণ শুধুমাত্র

পাষবিকতারই প্রমাণ দেয় না, বরং এটি মানবতার প্রতিও চরম অবমাননা। তার নিজ এলাকায় দাফন না করে, তাকে তার নানার বাড়িতে সমাহিত করতে বাধ্য হওয়া–এ এক নির্মম এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা যা মানবাধিকার ও ন্যায়ের চরম লজ্ঘন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

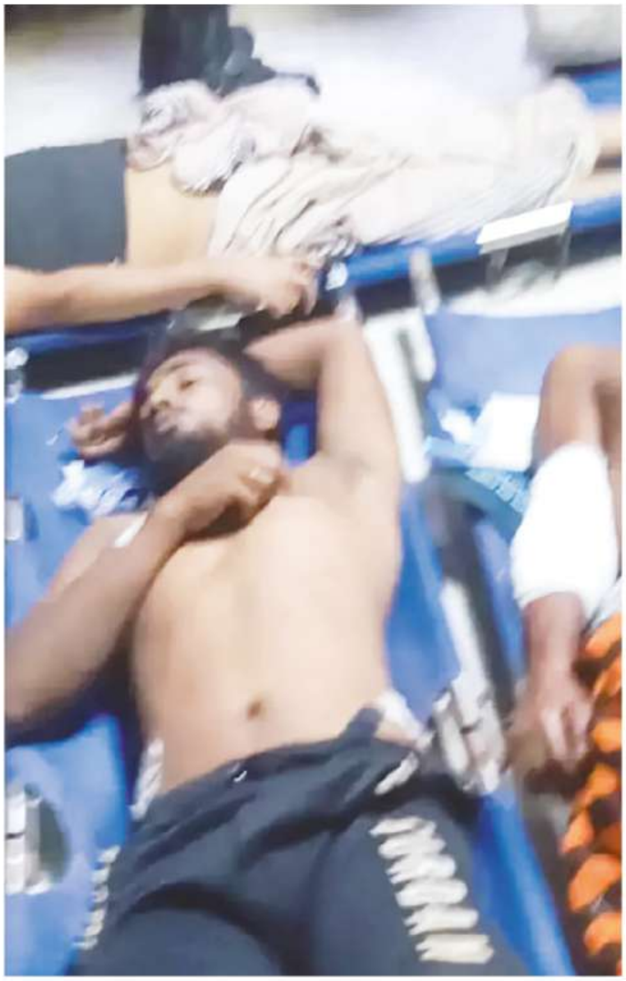

মোঃ তুহিন আহমেদ ছিল এক অনন্য মানুষ। সবসময় হাসিখুশি, সবার সঙ্গে মিশুক এবং তার চারপাশের সবাইকে আনন্দিত রাখার চেষ্টা করত। আমরা তাকে কখনো কারো সাথে ঝগড়া করতে দেখিনি। তার ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের জন্য এলাকাবাসীর কাছে সে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এত কম বয়সেই সে ছিল একজন সাহসী যুবক, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কখনো ভয় পেত না। তাই প্রতিদিনই সে আন্দোলনে যেত, যেন সে সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।

তবে আজ তাকে আর আমাদের মাঝে দেখতে পাই না। এতো সৎ, সাহসী এবং উদার একটা ছেলেকে কেন এভাবে প্রাণ দিতে হলো। সেটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। মোঃ তুহিনের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, আমাদের সবার জন্যই এক অপূরণীয় ক্ষতি। এত তরুণ একজনের জীবনের এত নিষ্ঠুর সমাপ্তি আমাদেরকে বেদনাগ্রস্ত করে তোলে

প্রস্তাবনা : বাবার ব্যবসা পুনরায় চালু করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা যায়।
: আনুমানিক খরচ ১০ লাখ টাকা সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন করা।

এক নজরে শহীদ মোঃ তুহিন আহমেদ

নাম	: মোঃ তুহিন আহমেদ
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২১ জানুয়ারী ১৯৯৩, ৩২ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: সোনারামপুর, বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পেশা	: টাইলস মিস্ত্রি
পিতা	: ছগির আহমেদ, বয়স-৪৫ ক্ষুদ্র ব্যবসী
মাতা	: তাহমিনা বেগম ,বয়স-৩৯, গৃহিনী
মাসিক আয়	: ১০০০০/- আয়ের উৎস- ব্যবসা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
আয়াতুল	: বয়স-৪ বছর, সম্পর্ক-ছেলে
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী
আক্রমনকারী	: সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে
আহত হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক বিকাল ৫:৩০ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২৩ জুলাই ২০২৪, মঙ্গলবার, রাত ১১ টা
দাফন করা হয়	: নানুর বাড়ির গ্রামে, মানিকগঞ্জ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ভিটাজমিতে একটি টিনের বাড়ি আছে, অন্য কোন জায়গা জমি নাই

শহীদ রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক: ৪৯১

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫০

শহীদ পরিচিতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সবুজ শ্যামল গ্রাম থোল্লাকান্দি–যেখানে প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে সবুজের অরণ্য। এই শান্ত গ্রামে ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সালে আলোকিত হয়ে জন্ম নেন শহীদ রফিকুল ইসলাম। বাবা মোহাম্মদ মমিন এবং মা সফিয়া বেগমের ঘরে আগমনের পর, রফিকুল হয়ে উঠলেন তাদের আশার প্রদীপ। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, রফিকুলের জীবন থেকে মাত্র ১১ বছর বয়সে তার বাবার স্নেহময় ছায়া হারিয়ে যায়। এতিম রফিকুল তখন মায়ের আশ্রয়ে থেকে লড়াই করে বেড়ে উঠতে থাকে, অভাব-অনটন আর প্রতিকূলতার মাঝেই তার জীবনযুদ্ধ শুরু হয়। মায়ের সীমিত সামর্থ্যেও রফিকুল থেমে থাকেনি। স্থানীয় থোল্লাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্তি হন তোল্লাকান্দি কেজি স্কুলে। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর, সংসারের ভার বহন করতে বাধ্য হয়ে তিনি কাজের সন্ধানে পাড়ি জমান ঢাকা শহরে।

নিজের স্বপ্নগুলোকে একটু একটু করে বিসর্জন দিয়ে পরিবারের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে থাকেন তিনি। ঢাকায় একটি প্লাস্টিক কোম্পানিতে চাকরি করে জীবনের চাকা সচল রাখার চেষ্টা করছিলেন রফিকুল। মায়ের কষ্ট লাঘব আর দুই ভাই-বোনের জন্য অল্প অল্প করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, তিনি তার তরুণ জীবনকে নিয়োজিত করেছিলেন পরিবার ও দায়িত্বের প্রতি। কিন্তু এ সংগ্রামের মাঝেই জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি এক তরুণ শহীদ, যিনি কখনোই নিজেকে বড় কিছু ভাবেননি, কিন্তু যিনি নিজের ছোট্ট জীবন দিয়ে আমাদের বড় এক শিক্ষা দিয়ে গেছেন। রফিকুলের পরিবারের পরিস্থিতি আজও সেই কষ্টেরই সাক্ষী হয়ে আছে। তার একমাত্র বড় ভাই পঙ্গুপ্রায় অবস্থায় বাড়িতে রয়েছেন, আর তার বোন ও মা সেই একই কষ্টের সংসারেই কাটাচ্ছেন প্রতিটি দিন। শহীদ রফিকুল ইসলাম–যার জীবন ছিল সাধারণ, কিন্তু তার আত্মত্যাগ ছিল অসাধারণ। এ জীবনসংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের জন্য রেখে গেছেন অমূল্য প্রেরণা।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ রফিকুল ইসলামের শাহাদাতের পর তার পরিবারের ওপর যেন নেমে এসেছে এক গভীর অচলাবস্থা। এই পরিবার, যা একসময় সীমিত সামর্থ্যের মাঝেও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, আজ ভেঙে পড়েছে দুর্ভাগ্যের চরম ভারে। রফিকুলের বড় ভাই শফিকুল ইসলাম ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পিকআপ ভ্যান চালিয়ে তিনি কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছিলেন, কিন্তু এক সড়ক দুর্ঘটনা যেন তার জীবনকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে

ঠেলে দিল। দুই পায়ে মারাত্মক আঘাতের কারণে তার পায়ের হাড়গুলো ভেঙে গিয়েছে, ডাক্তারদের মতে তার পায়ে পাঁচটি করে রিং বসানো হয়েছে। একসময়ের কর্মক্ষম শফিকুল আজ পঙ্গুত্বের শিকার। আর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও এখন একেবারেই ক্ষীণ। তিনি প্রতিটি দিন কাটাচ্ছেন গভীর উৎকণ্ঠায় মা, বোন ও স্ত্রীকে নিয়ে কীভাবে চলবেন, কে এখন ধরবে এই ভেঙে পড়া পরিবারের হাল? অন্যদিকে, মা সফিয়া বেগম যেন পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছেন। ছোট ছেলে রফিকুলের অকালে চলে যাওয়ার শোকে তিনি প্রতিনিয়ত কাঁদেন। তিনি বারবার ফুঁপিয়ে বলেন, "আমার ছোট মানিকের কি দোষ ছিল? কেন ওকে মারলো? কে এখন আমাকে খাওয়াবে? কে দেখবে আমাদের?" তার এই প্রশ্নগুলো যেন আকাশে হারিয়ে যায়, কোনো উত্তর নেই। তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বুকের ভেতর শোকের জ্বালাটি নিভে না। পরিবারের অন্য সদস্যদেরও দিন কাটছে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে। এই পরিবারে এখন নেমে এসেছে এক গভীর করুণার চিত্র। শারীরিকভাবে অসুস্থ শফিকুল, পাগলপ্রায় মা, আর দুঃখভারাক্রান্ত পরিবারের অন্য সদস্যরা যেন দিন গুনছে জীবনের যন্ত্রণাময় প্রহরগুলো। শহীদ রফিকুলের শাহাদাত শুধু তার জীবনের নয়, তার পরিবারেরও এক কঠিন বাস্তবতার সূচনা করে গেছে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন এক সাহসী তরুণ, যার বুকের ভেতর দেশপ্রেমের আগুন সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল। প্রতিদিন আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে তিনি সহযোদ্ধাদের সাথে ন্যায়ের পতাকা তুলে ধরতেন। তার সাহসিকতা, অগণিত প্রতিবাদী কণ্ঠের মাঝে এক দৃঢ় উচ্চারণ হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিকভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, যার মর্মে ছিল দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু রফিকুল ছিলেন শুধু একজন সংগ্রামী নয়, তিনি ছিলেন এক দায়িত্বশীল পরিবারের কান্ডারি। ভাই শফিকুল ইসলামের অসুস্থতার পর তিনি কোনো দ্বিধা না করে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। নিজে ঢাকায় কাজ করে পরিবারকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন, যেন সংসারের ঘানি টেনে মায়ের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পারেন। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল পরিবারের ভালো থাকার প্রতি নিবেদিত। একদিকে আন্দোলন, অন্যদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব এই ভারসাম্যের মাঝেও তিনি কখনো বিরতি নেননি।

এলাকাবাসীর কাছে তিনি ছিলেন এক সহজ-সরল, সদালাপী তরুণ। প্রতিবেশী রফিকুল ইসলাম বেদনায় বলেন, "শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন অত্যন্ত সহজ-মনের একজন তরুণ। পরিবারের প্রতি তার দায়িত্বশীলতা ছিল অসীম। ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকাকালীন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। আমরা এই হত্যার বিচার চাই।" রফিকুলের মৃত্যু যেন এক অন্ধকার ছায়া ফেলে দিয়েছে পুরো এলাকায়। তার মৃত্যুতে এলাকাবাসী শোকে মুহ্যমান, তাদের প্রিয় একজন সন্তান হারিয়ে তারা যেন নির্বাক। এ শোক শুধু পরিবারের নয়, বরং পুরো গ্রামের, যারা একজন সাহসী, দায়িত্ববান তরুণকে হারিয়েছে। শহীদ রফিকুল ইসলাম আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার সাহসিকতা, তার সংগ্রাম, তার আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

শাহাদাতের বর্ণনা

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট–এই কয়েকটি দিন যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। প্রতিটি দিন ছিল ভয়, আতঙ্ক, আর অনিশ্চয়তার। ২১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি দেশজুড়ে প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে দয়। এই আন্দোলনের

সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশের সাহসী ছাত্র-যুব সমাজ, আর শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন তাদেরই একজন অকুতোভয় যোদ্ধা। প্রতিদিনের মতো সেদিনও রফিকুল ছাত্রদের সাথে আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিলেন। বিকাল ৪টার দিকে রফিকুল

তার অসুস্থ বড় ভাই শফিকুল ইসলামের চিকিৎসার খরচ যোগাড় করতে চিটাগাং রোডের কাছে বিকাশ থেকে টাকা তুলতে বের হন। সেই মুহূর্তে রাস্তায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছিল। চারদিকে শুধু স্লোগান আর আতঙ্কের শব্দ। রফিকুল, সম্পূর্ণ নিরীহ অবস্থায়, ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী স্বৈরাচার কখনও নীরব থাকে না। কিছু বুঝে উঠার আগেই পেছন থেকে পুলিশের ছোঁড়া গুলি এসে বিদ্ধ করে রফিকুলের শরীর। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায়, আর তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রতিবাদী রফিকুলকে রক্তাক্ত অবস্থায় পথচারীরা উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রফিকুল আর ফিরে আসেননি, কিন্তু তার রক্তের দাগ মুছে যায়নি চিটাগাং রোডের সেই ফুটপাত থেকে। রফিকুল ইসলাম সবসময় শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তিনি কখনও বৈষম্য, দুর্নীতি, বা নির্যাতনের কাছে মাথা নত করেননি। শেখ হাসিনার শাসনামলে একের পর এক ঘটেছে দমন-নিপীড়নের ঘটনা। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ, বিরোধী দলকে নির্মমভাবে দমন করা, আর ছাত্র-জনতাকে গুলি করে হত্যা—এসবই ছিল তার ক্ষমতাকে ধরে রাখার নির্মম কৌশল। রফিকুলও এর

প্রতিবাদ করেছিলেন নির্ভীকভাবে। তিনি ছিলেন বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক মূর্ত প্রতীক। তার প্রতিবাদ ছিল ন্যায়বিচারের জন্য, তার জীবন ছিল এক সাহসী যাত্রা। আজ তার প্রাণ হারানো আমাদের জন্য শোক, কিন্তু তার সাহসিকতা আমাদের চিরকাল প্রেরণা হয়ে থাকবে।

প্রস্তাবনা সমূহ

এই পরিবারে আয় করার মত কেউ নাই। পরিবারের জন্য এমন কিছু করে দেওয়া হোক যেখান থেকে প্রতিমাসে অন্তত ২০০০০ টাকা আসবে। ২ টা সিএনজি বা অটো কিনে দেওয়া যায় যেখান থেকে প্রতিদিন ভাড়া বাবাদ দৈনিক ১০০০ টাকা পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচ ১০ লাখ টাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: রফিকুল ইসলাম
Name: RAFIQUL ISLAM
পিতা: মৃত মোহাম্মদ মমিন
মাতা: সুফিয়া বেগম
Date of Birth: 31 Dec 2000
ID NO: 5568870276

এক নজরে শহীদ রফিকুল ইসলাম

নাম	: রফিকুল ইসলাম
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৩১ ডিসেম্বর ২০০০, ২৩ বছর
পেশা	: প্লাস্টিক কোম্পানীর কর্মচারী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খোল্লাকান্দি, ইউনিয়ন: বড়িকান্দি, থানা/উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: মৃত মোহাম্মদ মমিন
মাতা	: সুফিয়া বেগম, বয়স ৫০, গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪ জন
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২ জন ১) শফিকুল ইসলাম-বয়স- ২৫, অসুস্থ, সম্পর্ক: ভাই ২) সোনিয়া আক্তার, বয়স- ২২, বেকার
শাহাদাত বরণের স্থান	: চিটাগাং রোড
আক্রমণকারী	: পুলিশ বাহিনী
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২১ জুলাই ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক বিকাল ৪ টা
দাফন করা হয়	: খোল্লাকান্দি, বড়িকান্দি, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°48'20.6"N 90°54'28.3"E
ভাইবোনের বিবরণ	: একমাত্র বড় ভাই অসুস্থ এর একমাত্র ছোট বোন বাড়িতে আছেন

শহীদ কামরুল মিয়া

ক্রমিক: ৪৯২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫১

শহীদ পরিচিতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের অদূরে নবীনগর উপজেলার নদী ঘেঁষা একটি গ্রাম গৌড়নগর। এখানে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারে ১ জুলাই ১৯৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন কামরুল মিয়া। তার পিতা জনাব নান্নু মিয়া এবং মাতা মৃত শিরিনা বেগম। জনয়িতার বয়স হয়েছে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। শহীদের পরিবারে চার ভাই-বোন রয়েছে। সকলের বড় মো: মাসুম মৃত্যুবরণ করেছেন। সেলিম টাইলস মিস্ত্রি। হামিম মাদরাসা শিক্ষার্থী। জোসনা ও তাকিয়া বিবাহিতা। সাদিয়া ও ঈষা বেগম গৌড়নগর মহিলা মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছেন।

কামরুল গৌড়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ভর্তি হন স্থানীয় হাই-স্কুলে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় পরিবারে যেন টানাপড়েন লেগেই থাকে। স্কুলের ফিস প্রায় বকেয়া থাকায় শিক্ষকদের কাছে পরিবারের আর্থিক দীনতা তুলে ধরতে প্রায় লজ্জায় পড়তেন শহীদ কামরুল। অদম্য প্রচেষ্টায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি পার করে ৮ম শ্রেণিতে উপনীত হন তিনি। তবে এবার আর অদম্য ইচ্ছে শক্তি বহমান রইলো না। একদিন আকস্মিক শহীদের বড় ভাই মাসুম ইন্তেকাল করলেন। একমাত্র উপার্জনকারীর হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারে অর্থ কষ্ট শুরু হয়। দেখা দেয় বুভুক্ষ জীবন। অনিয়মিত ভাবে কিছুদিন স্কুলে যাওয়া আসা করলেও থেমে যেতে হয় শহীদকে। পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। প্রিয় স্কুলকে ছেড়ে ফার্নিচার এর কাজ শিখতে ঢাকায় পাড়ি জমান। শুরু হয় নতুন যুদ্ধ। ভঙ্গুর পরিবারের হাল ধরতে মিরপুরের একটি ফার্নিচার কারখানায় স্বল্প বেতনে নিযুক্ত হন তিনি। মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন এই কাজ শিখে দেশের বাইরে গিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবেন। সে হাসি আর ফোটাতে পারলেন না কামরুল। তাঁকে ঘাতক শেখ হাসিনার লেলিয়া দেয়া পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে হত্যা করলো। পরিবারকে চিরদিনের জন্য সন্তান হারা করে দিল নরপিশাচ স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা ও তার দলবল।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার। শহীদ কামরুল মিয়ার কর্মক্ষেত্র বন্ধ ছিল সেদিন। সারাদেশে ২য় দিনের মত কমপ্লিট শাট ডাউন চলছিল। আগের দিনও ছাত্রজনতার সাথে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন কামরুল। বিকেলে সহকর্মীদের সাথে আন্দোলনে

অংশগ্রহণের জন্য মিরপুর ১০ এলাকায় যায়। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত পুলিশ ও ছাত্রলীগের সাথে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন গণমাধ্যম মারফত জানা যায়, সন্ধ্যার পর আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী ও পুলিশের চরিত্র পাল্টাতে থাকে। এলোপাতাড়ি গুলি চালায় ছাত্র জনতার উপর। এতে অনেক ছাত্র, সাধারণ জনতা এবং পথচারীরা গুলিবিদ্ধ হয়। পার্শ্ববর্তী ডা:

আজমল হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে একের পর এক গুলিবিদ্ধ জনতাকে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা অনেককেই মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় কামরুলও সেদিন গুলিবিদ্ধ হয়। পথচারীরা তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। দোকানের মালিক শহীদকে ফোনে না পেয়ে এদিক সেদিক খুঁজতে থাকে। পরিবারে ফোন করলে তাঁরা জানায়- 'আমাদের সাথে কথা হয়নি।' সকলে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজির পরও কামরুলকে না পেয়ে পরদিন ঢাকা মেডিকেলে খুঁজতে যায় শহীদের মহাজন। সেখানে মর্গে কামরুলের লাশ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মহাজন। তবে লাশ নিতে চাইলে বাঁধে বিপত্তি। পুলিশি রোষানলে পড়েন তিনি। লাশ গুম করার চেষ্টা করে পুলিশ ও আওয়ামী দোসররা। কোনভাবেই লাশ গ্রামে নিয়ে যেতে দেয়না। অনেক জোরাজোরি করার পর মৃত্যু সনদে বেওয়ারিশ উল্লেখ করে লাশ হস্তান্তর করা হয়। মৃত্যু সময় উল্লেখ করা হয় '২০ জুলাই বিকাল ৪:১৫ মিনিট।'

সেদিন মিরপুর ১০ এলাকায় যা ঘটেছিল-
https://www.banglatribune.com/others/855591

শহীদ কামরুল একটি অনুপম চরিত্র

সাদামাটা ছিলেন শহীদ কামরুল। এলাকায় ছোট বড় সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। অন্যকে সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করতেন।

শহীদের ছোট ভাই সেলিম বলেন, 'আমার ভাই অনেক ভালো মানুষ ছিল। নামাজি ছিল আমার ভাই। ভাইয়ের মুখে দাঁড়ি আছে তাই পুলিশ মেরে ফেলেছে। সবসময় টুপি পাঞ্জাবী পড়তে পছন্দ করত আমার ভাই।

কামরুলকে মিয়াকে হারিয়ে তাঁর পরিবার এখন দিশেহারা। শাহাদাতের দুদিন আগে বৃদ্ধ বাবার সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন শহীদ। জানিয়েছিলেন- 'দুইদিন পর বেতন পেয়ে টাকা পাঠাব।'

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: কামরুল মিয়া
পেশা	: ফার্নিচার কর্মী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১ জুলাই ১৯৯৯ (২৫ বছর)
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক সনধ্যা ৭ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক বিকাল ৪: ১৫ টা
দাফন করা হয়	: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, বিটঘর, বায়তুল মামুর মসজিদ কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°57'47.4"N 90°59'49.2"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গৌড়নগর, ইউনিয়ন: কৃষ্ণনগর, থানা/উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: মো. নান্নু মিয়া (৭০)
মাতা	: শিরিনা বেগম, মৃত
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ভিটাজমিতে একটি টিনের বাড়ি আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: শহীদের পরিবারে চার ভাই-বোন রয়েছে। সকলের বড় মো: মাসুম মৃত্যুবরণ করেছেন। সেলিম টাইলস মিস্ত্রি। হামিম মাদরাসা শিক্ষার্থী। জোসনা ও তাকিয়া বিবাহিতা। সাদিয়া ও ঈষা বেগম গৌড়নগর মহিলা মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছেন

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদের ভাই বোন কে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয়

ক্রমিক : ৪৯৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫১

আশুলিয়ায় মির্মমতার বলি শাহাদাত বরণের দিন সকালে বাবার সাথে শহীদ সুজয় এর কথোপকথন: বাবা: তানজিল, আজকেতো দেশের অবস্থা ভালো হবে মনে হচ্ছেনা বাবা। আন্দোলনে না গেলে হয়না? তানজিল: আব্বু, তুমি আমাকে আন্দোলনে যেতে বাধা দিওনা প্লিজ। আজ আমরা হেরে গেলে আমাদের প্রিয় দেশও হেরে যাবে।

শহীদ পরিচিতি

শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয় এর জন্ম ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বিটঘর গ্রামে । শহীদের পিতা শফিকুল ইসলাম একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মাতা তাহমিনা আক্তার গৃহিণী। ছেলের পড়ালেখার সুবিধার জন্য বাবা গাজীপুর থাকতেন। ওখানেই ব্যবসা করতেন তিনি। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান ছিলেন শহীদ সুজয়। ইসরাত জাহান এনি ও ইসমাত জাহান সৌরিন নামে তার দুইজন ছোট বোন আছে। বোনদের কাছে একমাত্র ভাই হিসেবে খুবই প্রিয় ছিল সে।

শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয় ২০১৫ সালে নবীনগর মিরপুর পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ-৫ অর্জন করেন। ২০১৮ সালে সফিপুর আইডিয়াল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন। একই স্কুল থেকে ২০২১ সালে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়ন করে এসএসসি পরীক্ষায় ৪.৪৪ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজে ভর্তি হন। সর্বশেষ তিনি বদরে আলম সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলেন। পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হিসেবে তিনি ভবিষ্যতে একজন ব্যাংকার হয়ে পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হলেন সুজয়

০৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহা বিজয়ের দিন। দীর্ঘ পনেরো বছর জাতির উপর চেপে বসা দেশের সবচেয়ে বড় অজগরের বিদায়ের দিন এটি। এই দিনটি দেশের মানুষের জন্য যেমন আনন্দের তেমন বেদনারও ছিল। স্বৈরাচার মরণ কামড় হিসেবে শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয় এর মত শত শত মেধাবী কিশোর, তরুণদের হত্যা করে পালিয়ে যায় এই দিনে।সুজয় প্রতিদিন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতো। সে আনুষ্ঠানিকভাবে মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয় এই দিন। বাবার কাছে এই দিনটি তেমন সুখকর মনে হয়নি তাই ছেলেকে আন্দোলনে যেতে বারণ করে। বিদায়ের সময় ছেলের সাথে বাবার কথোপকথনটি ছিল নিম্নরূপ-

বাবা : তানজিল, আজকেতো দেশের অবস্থা ভালো হবে মনে হচ্ছেনা বাবা। আন্দোলনে না গেলে হয়না?

তানজিল : আব্বু, তুমি আমাকে আন্দোলনে যেতে বাধা দিওনা প্লিজ। আজ আমরা হেরে গেলে আমাদের প্রিয় দেশও হেরে যাবে।

ছেলেকে বিদায় দিয়ে বাবা-মা চিন্তা করতে থাকে কখন কি হয়ে যায় আজকে! দুপুরের পর খবর এলো স্বৈরাচারি হাসিনা পালিয়ে গেছে পদত্যাগ করে। বাবার মনে একটু হলেও প্রশান্তির বাতাস লাগে। যাক, আমার ছেলেরা জিতে গেছে আজকে। ছেলেরা জিতলেতো বাবারাই জিতে। খুশিতে বাবা ছেলেকে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর জন্য ফোন দিলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। বার বার ফোন দেওয়ার পরও যখন ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছিলোনা তখন বাবা তাকে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ে। বাইপাইল, গাজীপুরের অলিতে গলিতে হন্ন হয়ে খোঁজছে বাবা তার একমাত্র ছেলেকে। লোকমুখে শুনতে পেল আশপাশে পুলিশ সাধারণ জনতার উপর উপর্যুপুরি গুলি ছুঁড়ছে। বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত চলে আসলো। একমাত্র ছেলেকে খেঁজে পাওয়া গেলনা কোথাও। নিরুপায় হয়ে নিকটাত্নীয় এক পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে ছেলের মোবাইল এর লোকেশন ট্র্যাক করে দেখলো আশুলিয়া থানার আশপাশে আছে। খুঁজতে খুঁজতে সকাল হয়ে গেল। কাক ডাকা ভোরে আশুলিয়া থানার সামনে গিয়ে দেখে হাজার হাজার জনতা একটি ভ্যান গাড়িকে ঘিরে রেখেছে। ভ্যান গাড়ির উপর অনেকগুলো লাশ স্তুপ করা আছে। পাশে গিয়ে আকাশ ভেঙে পড়লো মাথার উপর। তার একমাত্র ছেলেকে ভ্যান গাড়ির উপর মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করলো বাবা। অগ্নিদগ্ধ দেহ। ছোট বোন এনিও বাবার সাথে গিয়েছিল ভাইকে খোঁজতে। ভাইয়ের দগ্ধ চেহারা চিনতে কষ্ট হচ্ছে বোনের। নির্বাক জনতা, নির্বাক এলাকাবাসী, নির্বাক পরিবার। কি অপরাধ ছিল এই ১৯ বছর বয়সী মেধাবী কিশোরের? গুলি করে ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ, পোড়ানো হলো কেন তাকে?

সেদিন কি ঘটেছিল আশুলিয়ায়?

স্বৈরাচার হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকাররের পতনের পর থেকে বের হয়ে আসতে থাকে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের বর্বরতার একেক ঘটনা। ফাঁস হতে থাকে অডিও, ভিডিও সহ বিভিন্ন প্রমাণ। এসব ঘটনা দেখলে ও শুনলে যে কারো গা শিউরিয়ে উঠবেই। তেমনই একটা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় হাসিনার পতনের প্রায় একমাস পর। ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ভ্যান গাড়িতে কয়েকটি লাশ পড়ে আছে স্তুপ আকারে। দুইজন পুলিশ সদস্য আর একটি লাশ নিচ থেকে ছুড়ে মারলো ভ্যান গাড়ির উপরে। লাশটি ভ্যানের উপরে থাকা অন্যান্য লাশগুলোর উপরে গিয়ে পড়লো ধপ করে। এটি দেখার পর দেশ বিদেশের সকল মানুষের মনে দাগ কাটে। প্রশ্ন উঠতে থাকে ভিডিওটি কোন এলাকার, কারা করেছে এমন নির্মম কাজ? গণমাধ্যমগুলো এটি নিয়ে তদন্ত শুরু করলে বেরিয়ে আসে সত্য ঘটনা। ভিডিওটি আশুলিয়া থানার পাশের একটি গলির ভিডিও। ৫ আগষ্ট ছাত্র জনতার বিজয় উল্লাসে আতংকিত আশুলিয়া থানা পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয়সহ আরো অনেকেই। পরে পুলিশ লাশ গোপন করার চেষ্টার অংশ হিসেবে ভ্যান গাড়িতে উঠায় লাশগুলো। যদিওবা জনতার উপস্থিতির কারণে লাশ গোপন করতে ব্যর্থ হয়। পরে লাশ এর চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য ভ্যান গাড়িতে আগুন দেয়। এটা নিয়ে দেশের প্রথম সারির সকল গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করে ঐ সময়। কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের নিউজ লিংক নিচে যুক্ত করা হলো-

https://jamuna.tv/news/560317
https://youtu.be/sU4GWTlWR1o?si=Yy3pAgeULgBgjhJs
https://www.news24bd.tv/details/181935
https://www.comillarkagoj.com/details.php?id=194110
https://youtu.be/IKVu68p3zUM?si=RhKUHNqW31i_5TBY

আমি বাঁচলে বীর মরলে শহীদ

শাহাদাতের পর তানজিল মাহমুদ এর সুজয় এর একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস ব্যাপক আলোচনায় আসে। শাহাদাত বরণের আগের দিন ০৪ আগস্ট রাতে তিনি তার ফেসবুক প্রোফাইলে এই পোস্ট করেন। তিনি লিখেন-

আল্লাহু আকবার! এ যেন ঘোষণা দিয়েই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে গেলেন সুজয়। আর বাতিলদের সফলতা ব্যর্থতার হিসেব শিখিয়ে গেলেন হাতে কলমে। চিন্তা করুন এমন শহীদ এ পৃথিবীতে কতজন আছে? এই পোস্টের মন্তব্যের ঘরে সোহাগ রহমান নামে তারই এক সহপাঠী লিখেন, 'তোর বন্ধু হইতে পেরেও আমরা গর্বিত। আল্লাহ তোকে জান্নাতবাসী করুক তৌহিদ তালুকদার নামে আরেকজন লিখেন', 'তোমাদের হাত ধরে আজকের এই স্বাধীনতা। সালাম হে বীর, আজ থেকে প্রভাতের সূর্য রোজ তোমায় কুর্নিশ করে জেগে উঠবে এই বাংলায়। যতদিন বাংলাদেশ রবে, ততদিন ইতিহাসের পাতায় তোমার নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের দোয়া তোমার সাথে আছে, তুমি জান্নাতী ভাই আমার। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।' তানজিল মাহমুদ সুজয় এর ফেসবুক আইডি লিংক-

https://www.facebook.com/share/bMEXXfhq844Na66U/?mibextid=qi2Omg

সত্যানুসন্ধিৎসু সুজয়

শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয় ছিলেন একজন সত্যানুসন্ধিৎসু তরুণ। তিনি নিজে নিজে সত্য অনুসন্ধান করে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন। প্রতিবেশী হাজী আবু হানিফ বলেন, 'সুজয় ছিলো অত্যন্ত নম্র ভদ্র ছেলে। নিজে নিজে কুরআন হাদীস পড়ে আবার মানুষকে দাওয়াত দিতো। নামাজ-কালাম পড়তো।' বাবা শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমার ছেলে দেশকে খুব ভালোবাসতো। সবাইকে ভারতীয় পণ্য বয়কটের জন্য উদ্বুদ্ধ করতো

নিভে গেলো আলোর প্রদীপ
পরিবারে শোকের মাতম

ইশরাত জাহান এনি এবং ইসমাত জাহান সৌরিন শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয় এর আদরের দুই বোন। এনি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে স্থানীয় একটি কলেজ থেকে আর সৌরিন পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে। বোনদের একমাত্র ভাই হিসেবে সুজয় ছিল দুজনরই প্রিয়। ভাইয়ের কাছে নানা আবদার করতো তারা। সুজয়ও তাদের আবদার মেটানোর চেষ্টা করতেন। এনি বলেন, 'ভাইয়া ছিল আমারা বন্ধু ও ভাই দুটোই। আমি আমার সকল সুখ দুখ ভাইয়াকে শেয়ার করতাম। ভাইয়া সবসময় আমার পাশে থাকতো। ভাইয়ার সাথে আমি ঝগড়া দিতাম। এখন আমি কার সাথে ঝগড়া দিবো?'

মা বাবার একমাত্র ছেলে সন্তান হিসেবে পরিবারের প্রায় সকল স্বপ্ন ছিল শহীদ সুজয়কে ঘিরে। এখন তাকে হারিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছে পরিবার। বাবা তার ব্যবসা গুটিয়ে চলে এসেছে গ্রামে। পরিবারে সবার চোখে-মুখে বিষণ্নতার ছাপ।

এক নজরে শহীদ তানজিল মাহমুদ সুজয়

নাম	: তানজিল মাহমুদ সুজয়
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৭ জুন ২০০৫ (১৯ বছর)
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক বিকাল ৪ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: আশুলিয়া থানার সামনে
দাফন করা হয়	: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, বিটঘর, বায়তুল মামুর মসজিদ কবরস্থান
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°49'41.8"N 91°03'03.4"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বিটঘর, ইউনিয়ন: বিটঘর, থানা/উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পিতা	: মো: শফিকুল ইসলাম (৫০), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
মাতা	: তাহমিনা আক্তার (৪০), গৃহিনী
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ভিটাজমিতে একটি পাকা বাড়ি আছে, বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ
ভাইবোনের বিবরণ	: ভাই নেই। দুই বোনের মধ্যে প্রথমজন এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। অপরজন ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত

শহীদ সুজয়কে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিউজ লিংক:

https://youtu.be/f-pzo0Arwao?si=hLKPA5OaLt1n3jXS
https://www.jugantor.com/country-news/840110
https://dailybhorerdak.com/details.php?id=233957

বিজয়ের এই শুভ দিনে,স্বস্তি আসে মনে
মহাধুমধাম আলোকোজ্জ্বল, স্পন্দন প্রাণে প্রানে
বীর বাঙ্গালির বীরত্ব গাঁথা, স্মরণ করি আমজনতা,
শহীদ ভাইয়ের রক্তে রাঙানো পেয়েছি স্বাধীনতা।
রক্ত মাখা ত্যাগ তিতিক্ষা, কেমনে ভুলি আমি?
পেয়েছি আমার স্বাধীন দেশ, স্বাধীন জন্মভূমি।

মো: সিরাজুল হক ভূঞা

শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হক

ক্রমিক: ৪৯৪

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৩

শহীদ পরিচিতি

মোহাম্মদ ইসমামামুল হক জীবন সংগ্রামে হার না মানা এক যোদ্ধা। তিনি ২০০৭ সালের ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার আমীরাবাদ ইউনিয়নের দর্জিপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: নুরুল হক এবং মাতা সাহেদা বেগম। তিনি অতি দরিদ্র একটি পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সংগ্রামী তরুন। অল্প বয়সে বাবা হারিয়ে দু:খিনী মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে ইসমামুল ছিলেন বাবা- মায়ের মধ্যবর্তী সন্তান,যিনি মায়ের পাশাপাশি বাকি দুই ভাইয়ের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অভাবের সংসারে বড় হওয়া ইসমামুল ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। এজন্য তিনি ঢাকায় এসে একটি কসমেটিকস এর দোকানে চাকরী নেন। নিজে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পরিবারের জন্য বেশি অর্থ পাঠানোর চেষ্টা করতেন। দরিদ্রতার কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা ইসমামুলকে একটি বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক করে তুলেছিল।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঢাকা থেকে তাকে লাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই'২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা এবংসেমিনারেরমাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। ইসমামুল এসব দেখে চুপ করে বসে থাকেনি। সে ও শুরু থেকে আন্দোলনে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করত।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। এরই জের ধরে ৫ আগস্ট দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়।

সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য ৫ আগস্ট খুবই আনন্দের দিন একইসাথে এটা ইসমামুল পরিবারের জন্য একটি অভিশপ্ত দিন। এদিন দুপুরে স্বৈরাচারি শাসক শেখ হাসিনার পতন ঘটেছিল তারপরই চারিদিকে আনন্দ মিছিল শুরু হয়েছিল। আর এই মিছিলে যাওয়ার মনোভাব পোষণ করেন তিনি। দোকানের মালিক বারবার নিষেধ করলেও সে তা শুনেনি স্বাধীনতার আনন্দ যে বাধভাঙা।এই স্বাধীনতার স্বাদ নিতে মিছিলে যোগ দেন ইসমামুল। মিছিল যখন ঢাকার চানখারপুল আসে তখন বিকেল ৪:৩০ এর দিকে একদল পুলিশ ও অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডার সে মিছিলে হামলা করে। হামলার গুলিতে অনেক মানুষ গুরুতর আহত হয়, তারই মধ্যে একজন হলেন ইসমামুল। সাধারণ জনতা ধরাধরি করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ৭ আগস্ট বিকেল ৪:১৫ দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমান ইশমাম। তারপর তাকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রাতে, ইসমামুলের বাড়িতে শুধু কান্নার শব্দ। সবাই শোকে মুহ্যমান, চোখের জল থামানোর কোনো চেষ্টা কেউ আর করছে না। পরের দিন দুপুরে, তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। শত মানুষের চোখের জল নিয়ে দাফন সম্পন্ন হয় ইসমামুলের। তার মৃত্যুতে সারা এলাকায় এক গভীর শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ তিনি শুধু একজন যুবক ছিলেন না, ছিলেন একজন পরোপকারী মানুষ। শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হকের জীবনের কাহিনী যেন এক অশ্রুসিক্ত পরিহাস। জীবনের সবচেয়ে রঙিন সময়গুলোতে যখন একজন যুবক নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও পরিবারকে নিয়ে ভাববে, ঠিক তখনই তার জীবন প্রদীপ জ্বলার আগেই নিভে গেল। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এই দোয়াই আজ সকলের মুখে।

পরিবারের অচলাবস্থা

শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুলের পরিবারের অবস্থা ছিল "নুন আনতে পানতা ফুরানোর" মতো। শহীদ ইশমাম ছিল তার বিধবা মায়ের ভরণপোষণের একমাত্র অবলম্বন।মায়ের এবং পরিবারের খরচ বহনের জন্য ছোট বয়সেই সে ঢাকায় একটি কসমেটিকস এর দোকানে চাকুরী নেয়। সেখানে যা বেতন পেত তার থেকে খুবই সামান্য হাতখরচ রেখে বাকি পুরো টাকাটাই তার অসহায় মায়ের জন্য পাঠিয়ে দিত। কিন্তু একদিন, অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ইসমামুল শহীদ হয়ে যান। তাঁর মৃত্যু তার মায়ের ও পরিবারের জন্য এক ঘোরতর অমানিশা। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। ইসমামুলের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুরবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়। দ্রুত একটা আর্থিক সহায়তা না পেলে অনাহারে থাকতে হবে ইসমামুলের পরিবারকে।

শোকাহত এলাকাবাসী

কর্মের কারণে পৃথিবীতে মানুষ অমর হয়। মানুষ চলে গেলেও থেকে যার তার কর্ম। তেমনি মৃত্যুর পরে ও শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হক অমর। এলাকাবাসীর মুখে মুখে আজ ও তার সম্পর্কে বন্দনা। তার এক প্রতিবেশী বলেন

ইসমামুল ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতো। কারো সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো না।

তার চাচাতো ভাই বলেন-শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হক ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল এবং মেধাবী একজন তরুণ। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন তিনি। আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

অন্য আরেক প্রতিবেশী বলেন- ইসমামুল ছিলেন মিশ্র প্রকৃতির মানুষ। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। মসজিদের সংগে ছিলো তার ভালো সম্পর্ক।

সর্বোপরি মহৎ হৃদয়ের মানুষেরা বুঝি এমনই হয়, মহাকাল তাদেরকে অমর করে রাখে। তেমনি শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুলের মতো মহৎ মানুষেরা পৃথিবীতে আসে স্বল্প সময়ের জন্য কিন্তু ফেলে রেখে যায় দীর্ঘ পদচিহ্ন। এজন্য বলাই যায় তার মতো কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমিন!

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মারা যাওয়ায় শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হক পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎসটি বন্ধ হয়ে গেছে। তার জনম দুঃখিনী মা ও ভাইয়েরা অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে, যাদের বুক জুড়ে রয়েছে শুধু হাহাকার।

১. ইসমামুলের মা এবং ভাইদের থাকার জন্য একটি মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. তার বড় ভাইয়ের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা।

৩. তার ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা ব্যয় বহন করা।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Amirabad Unionparisad
Lohagara, Chattogram
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration: 02/05/2021
Birth Registration Number: 20071514710136579
Date of Issuance: 02/06/2024

Date of Birth: 01/12/2007
Sex : Male
In Word: First of December Two Thousand Seven

Name	Mohammad Ismamul Hoque
Mother	Shahada Begum
Nationality	Bangladeshi
Father	Nurul Hoque
Nationality	Bangladeshi
Place of Birth	Chattogram, Bangladesh
Permanent Address	Dorji Para, Amirabad, Master Hat-4396., Amirabad, Lohagara, Chattogram

Seal & Signature   Seal & Signature

এক নজরে শহীদ মোহাম্মদ ইসমামুল হক

নাম	: মোহাম্মদ ইসমামুল হক
পেশা	: চাকুরীজীবি (কসমেটিকস দোকান)
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-১২-২০০৭, ১৭ বছর
মৃত্যু	: ০৭ আগস্ট ২০২৪ ইং, বৃহস্পতিবার, আনুমানিক বিকাল ৪.১৫ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শাহাদাত বরণের স্থান	: ইদগাহ সংলগ্ন,শাহ ফকির বাজার
দাফন করা হয়	: দর্জিপাড়া
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দর্জিপাড়া থানা/উপজেলা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম
পিতা	: মৃত. নুরুল হক
মাতা	: সাহেদা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: টিনের ঘর
ভাইবোনের বিবরণ	: মোট ২ জন
বড় ভাই	: মহিবুল হক (বয়স ২১, বেকার)
ছোট ভাই	: আবু বকর (বয়স ১৩, হিফয অধ্যয়নরত)
সমাধি	: দর্জিপাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

শহীদ আহসান হাবীব

ক্রমিক: ৪৯৫

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আহসান হাবীব ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার আসাদ আলী পাড়া, ফাসিয়ারখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার জীবন ছিল উদ্যম ও প্রেরণায় পূর্ণ। মেধা ও নেতৃত্বের গুণাবলী তার চরিত্রের অঙ্গ ছিল। সবসময় তিনি ছিলেন এলাকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রদূত। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছিলেন অগ্রসেনানী। তার নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধ ছিল অদ্বিতীয়, যা তাকে সবার কাছে প্রশংসিত করে তুলেছিল। শহীদ আহসান হাবিব একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা একজন উদ্যমী তরুণ। তার পিতা গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করেন, কিন্তু সীমিত পুঁজির কারণে তার ব্যবসা পরিবার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। শহীদ আহসান হাবিব পড়াশোনায় আগ্রহী ছিল এবং পরিবারও তার উপর আশাভরসা করেছিল। তিনি নিজের খরচের পাশাপাশি টিউশনি করে পরিবারের জন্য অর্থ পাঠাতেন, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করেছিল। তাদের সামান্য চাষাবাদের তেমন জায়গা জমিন নেই। সেমিপাকা একটি বসত বাড়ী রয়েছে

শিক্ষা ও মেধা

শহীদ আহসান হাবীব ছিলেন শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহী। পড়াশোনায় তার ছিল অসাধারণ প্রতিভা এবং সর্বদা ভালো ফলাফলের জন্য পরিশ্রম করতেন। বিদ্যালয়ে তার শিক্ষকেরা তার মেধার প্রশংসা করতেন এবং তাকে ভবিষ্যতের একজন সফল মানুষ হিসেবে দেখতে পেতেন। তার শিক্ষা জীবন শুধু একাডেমিক নয়, বরং তার ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং সমাজে তার ভূমিকা পালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নেতৃত্ব ও নৈতিক গুণাবলী

শহীদ আহসান হাবীবের নেতৃত্বের গুণাবলী তাকে সবসময় সমাজের অগ্রভাগে দাঁড় করিয়ে রাখত। তিনি ছিলেন সকল ছাত্র-জনতার বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তাঁর নৈতিকতা ও সাহসিকতা তাকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছিল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা তাকে একটি আইকনিক চরিত্রে পরিণত করেছিল।

শহীদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত

১৮ জুলাই ২০২৪, শহীদ আবু সায়েদসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে, কক্সবাজার শহরে ছাত্র-জনতা একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এই মিছিল ছিল শান্তিপূর্ণ, কিন্তু পূর্ব প্রস্তুত অবস্থায় থাকা অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের ক্যাডাররা গুলিবর্ষণ করে। গুলির আঘাতে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সাধারণ পথচারীরা শহীদ আহসান হাবীবের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করে কক্সবাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। একদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর, ১৯ জুলাই বিকেলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়, এম্বুলেন্সে শহীদ আহসান হাবীব শাহাদাত বরণ করেন।

১৮ জুলাই ২০২৪, কক্সবাজার শহরে ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ মিছিল চলাকালে, শান্তিপূর্ণ মিছিলে আগে থেকেই উপস্থিত অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের ক্যাডাররা গুলিবর্ষণ করে। এই ঘটনায় মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং আহসান হাবীব গুলিবিদ্ধ হন। সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সাধারণ পথচারীরা তার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ১৯ জুলাই বিকেলে শহীদ আহসান হাবীব শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবারের অচলাবস্থা

শহীদ আহসান হাবীবের পরিবার ছিল একজন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য। তার পিতা গ্রামের হাটে সবজি বিক্রি করতেন, কিন্তু সীমিত পুঁজির কারণে তার ব্যবসা পরিবার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। শহীদ আহসান হাবীব নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করে পরিবারের জন্য অর্থ পাঠাতেন, যা তাদের জীবনে কিছুটা সহায়তা করেছিল। তার মৃত্যুতে পরিবারটি গভীরভাবে অভিভূত ও অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে।

শহীদ আহসান হাবীবের জীবন ও তার শাহাদাত দেশের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের জন্য তার অবদানকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে। তার আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করবে।

শহীদ আহসান হাবিব ছোবেলা থেকে ফরহেজগার এবং সহজসরল। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্ববান ছিলেন তিনি। সে চকরিয়া কলেজে ডিগ্রী-৩য় বর্ষ অধ্যয়নরত ছিলেন, আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: আহসান হাবীব
Name: Ahasan Habib
পিতা: হেলাল উদ্দিন
মাতা: হাসিনা বেগম
Date of Birth: 28 Feb 1999
ID NO: 1028032470

এক নজরে শহীদ আহসান হাবীব

নাম	: আহসান হাবিব
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৮-০২-১৯৯৯, ২৫ বছর, ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: কক্সবাজার শহর
দাফন করা হয়	: চরারকুল কেন্দ্রীয়জামে, কক্সবাজার
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 21°.N9730169492°0842279"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আছদ আলীপাড়া, ফাঁসিয়াখালী থানা/উপজেলা: ফাঁসিয়াখালী জেলা: কক্সবাজার
পিতা	: হেলাল উদ্দীন
মাতা	: হাসিনা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: আছে
ভাইবোনের বিবরণ	: শহীদেরা মোট ৩ জন

সহযোগিতা প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতাকে যেকোন ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে

২. শহীদের ভাইকে চাকরীর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে

শহীদ নুর মোস্তফা

ক্রমিক: ৪৯৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ নুর মোস্তফা কক্সবাজারের ঈদগাঁ উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নে ২১ অক্টোবর ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। একজন আলেমে দ্বীন হয়ে ইসলামের সেবায় নিবেদিত হওয়াই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু একটি বুলেটের আঘাতেই তার জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

পরিচিতি

বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন, ছেলে হবে আলেমে দ্বীন। বড় হয়ে হাল ধরবে সংসারের। অন্যান্য ভাইদের মতো অন্তত সে বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যাবে না। খেয়াল রাখবে বার্ধক্যের ভারে

সাহসী ও মেধাবী মাদ্রাসার ছাত্র শহীদ নুর মোস্তফা নিজেই পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজেও সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। ভালোই চলছিল তাদের সংসার। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে তিনি নিজেকে আর ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনে। লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ ফ্যাসিবাদের সক্রিয় দোসর পুলিশের বুলেট কেড়ে নেয় তাজাপ্রাণ শহীদ নুর মোস্তফার জীবন।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বাবা-মায়ের স্বপ্নের ভুবন। ছোট বোনটিও দুচোখে দেখে অন্ধকার। সে ভাই তাকে নিয়মিত আশ্বাস দিত তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। সেই ভাইটি নিজেই চলে গেলেন মহান রবের দরবারে। প্রভূর সান্নিধ্যে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিজের কাছে নিয়ে যান তেমনি শহীদ নুর মোস্তফার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। রয়ে যায় শহীদের অসম্পূর্ণ কাজের ভার বেঁচে থাকা মানুষের ওপর। এ দায় নেভানোর সাথেই জড়িয়ে আছে জীবিত মানুষগুলোর পরপারে মুক্তির পথ।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ নুর মোস্তফা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলেন। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার হাসিনার পতনের এক দফার আন্দোলনে সহযোদ্ধার সাথে কক্সবাজারের ঈদগাঁ থানা সংলগ্ন শাহ ফকির বাজার এলাকায় বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বিকাল ৪ টা ৪৫ মিনিটের দিকে মিছিলটির ওপর ঈদগাঁ থানা পুলিশ এলোপাথারি গুলি চালায়। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হন নুর মোস্তফা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে নিকটস্থ' মালুমঘাট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৫:১৫ টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবারের অচলাবস্থা

শহীদ নুর মোস্তফা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার ৬০ বয়সী পিতা অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করেন। নুর মোস্তফা তার পিতাকে সেই কাজে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সহযোগিতা করতেন। তার বাসায় বৃদ্ধ মা ও এক বোন রয়েছে। বাকি ভাই-বোন আগেই বিয়ে করে পরিবার ছেড়েছে। বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া শহীদের পিতা সংসারের হাল ধরতে কৃষিকাজ করে যাচ্ছেন। অর্থের অভাবে ৭ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছোট বোনটির পড়াশোনা বন্ধ। তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। এমতাবস্থায় পরিবারটির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনয়ী। বৃদ্ধ বাবা-মা ও ছোট বোনটি মানবেতর জীবন যাপন করছে। শহীদের প্রতি ভালোবাসা ও ত্যাগের ঋণ পরিশোধে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ঈমানী দায়িত্ব। কিয়ামতের ময়দানে শহীদের সামনে দাঁড়ানো বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে।

শোকাহত এলাকাবাসী

শহীদ নুর মোস্তফা ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল এবং মেধাবী একজন তরুণ। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত অতিশয় দায়িত্ববান। তিনি দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসায় ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

(ইউপিজমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

জন্ম সনদ

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৪

নিবন্ধনের তারিখ: ০১-০৯-২০০৮ সনদ ইস্যুর তারিখ : ১২-০৮-২০১২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২ ০ ০ ৭ ২ ২ ১ ২ ৪ ৪ ২ ১ ০ ৪ ৩ ৬ ৮

নাম: নুর মোস্তফা

জন্ম তারিখ : ২১-১০-২০০৭ লিঙ্গ: পুরুষ
একুশে অক্টোবর দুই হাজার সাত

জন্ম স্থান: পশ্চিম গজালিয়া, ইসলামাবাদ

পিতার নাম: শফি আলম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: নুর বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: পশ্চিম গজালিয়া, ইসলামাবাদ

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
সচিব

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
চেয়ারম্যান
ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
সদর, কক্সবাজার।

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ধারা ক্রমিক।

এক নজরে শহীদ নুর মোস্তফা

নাম	: নুর মোস্তফা
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ১০ম শ্রেণি
জন্ম তারিখ	: ২১ অক্টোবর ২০০৭, বয়স ১৭ বছর
জন্মস্থান	: পশ্চিম গজালিয়া, ইসলামাবাদ, কক্সবাজার
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	: দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-পশ্চিম গজারিয়া, ইউনিয়ন- ইসলামাবাদ, থানা: পশ্চিম গজালিয়া, জেলা কক্সবাজার
পিতার নাম	: শফি আলম, পেশা: কৃষক, বয়স: ৬০ বছর
মায়ের নাম	: নূর বেগম, পেশা-গৃহিণী, বয়স-৫৫
আয়	: ৬,০০০/- আয়ের উৎস কৃষিকাজ

ভাই-বোনদের নাম, বয়স ও পেশা

আবুল হোসেন, ২৫ বছর, ড্রাইভার, ভাই মোহাম্মদ হোসেন, ২০, দীনমজুর, ভাই মিনওয়ারা, ১৪, ছাত্রী, শ্রেণি ৭ম, বোন

ঘরবাড়ির অবস্থা	: মাটির ঘর
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শাহদাত বরণের সময়	: ৬ আগস্ট ২০২৪, বুধবার, আনুমানিক সন্ধা ৫ : ১৭টা
দাফন করার স্থান	: ঈদগাহ সংলগ্ন শাহ ফকির বাজার

সহযোগিতা প্রস্তাবনা

১. অসহায় পরিবারটির জন্য মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা জরুরি

২. শহীদের একমাত্র ছোট বোনটির পড়াশোনাসহ বিয়ের ব্যয়ভার বহন মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব

তানভীর ছিদ্দিকী

ক্রমিক : ৪৯৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৬

শহীদ পরিচিতি

তানভীর ছিদ্দিকী ছিলেন এক সংগ্রামী ও স্বপ্নবাজ তরুণ। যিনি ৮ মে ২০০৪ সালে কক্সবাজারের মহেশখালীর কালারমারছড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চরম অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি তার স্বপ্নের পথে অটুট থেকে লড়ে গিয়েছেন। পরিবারের প্রথম সন্তান হিসেবে তার কাঁধে ছিল দায়িত্বের ভার কিন্তু সেই ভার কখনোই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি বরং তার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল পরিবারের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার অঙ্গীকার।

তানভীরের স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত শিক্ষার্থী হওয়া। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক জায়গায় পৌঁছাতে, যেখানে তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। অর্থ কষ্ট তাকে কখনও তার স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এইচএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি।

কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা যেন তার সমস্ত স্বপ্নকে তছনছ করে দিলো। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি রাজপথে নেমে এলেন, যেখানে তার সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তানভীরের সেই ত্যাগের বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন শহীদের মর্যাদা–এক বীরের সম্মান, যা তার জীবনের সকল সংগ্রাম ও স্বপ্নকে মহিমান্বিত করেছে। তানভীর ছিদ্দিকীর জীবন যেন স্বপ্ন, সংগ্রাম, আর ত্যাগের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ তানভীর ছিদ্দিকী এবং তার পরিবার যেন চিরলাঞ্ছিত এক মজলুম পরিবারের প্রতিচ্ছবি, যাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ছিল কষ্ট, অপমান আর সংগ্রামের গল্পে মোড়া। তানভীরের জীবন শুরু

হয়েছিল সেই দারিদ্র আর শোষণের ঘূর্ণিপাকে। যখন মাত্র দুই বছরের শিশু, তখন স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধের শিকার হয়ে তাদের পৈতৃক বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই দিনের আগুন শুধু তাদের ঘরকেই জ্বালিয়ে দেয়নি, ছাই করে দিয়েছিল তাদের জীবনের স্বপ্ন, নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী কিছু সমাজপতির হিংস্র রাজনীতির কারণে তাদের গোটা গোষ্ঠীকে গ্রামছাড়া হতে হয়েছিল। সেদিন থেকেই তারা হয়ে গেলো নিরাশ্রয়, ভিটেমাটি হারিয়ে নানাবাড়ির অস্থায়ী আশ্রয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হলো। সামাজিক বৈরিতা আর অবজ্ঞা তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তানভীরের পিতা, যিনি সম্মান নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাধ্য হয়ে দিনমজুরির কাজ বেছে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যেন শেষ ছিল না–এলাকার প্রভাবশালী সমাজপতিরা এমনভাবে তার জীবনকে আঘাত করেছিল যে, কেউ তাকে কাজেও নিতে চাইত না। এই তীব্র অবহেলা, শোষণ, আর দারিদ্রের মাঝে তানভীর নিজেকে পরিবারের একমাত্র ভরসা হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

শহরের এক মেসে থেকে নিজের শিক্ষাজীবন চালানোর পাশাপাশি, টিউশনি করে সামান্য আয় করতেন তানভীর। সেই আয়ের প্রতিটি পয়সা দিয়ে তিনি তার পরিবারের অন্ন যোগাতেন। ছোট ছোট কষ্টের বিনিময়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর, দুঃখের দিনগুলোর অবসান ঘটানোর। কিন্তু আজ, সেই স্বপ্নের প্রদীপটি নিভে গেছে। তানভীরের মৃত্যুতে পরিবারটি যেন আবারও অসহায় এক অন্ধকারে ডুবে গেছে। তাদের জীবনের একমাত্র আশার আলো, সেই বাতিঘর, যা তাদের ত্রাণের প্রতীক হয়েছিল, তা আর নেই। তানভীরের শূণ্যতা কেবল একটি জীবন হারানোর কষ্ট নয় বরং একটি পরিবারকে চিরতরে ভেঙে পড়ার গল্প, একটি পরিবারকে জীবনের অন্ধকারে নিমজ্জিত করার নির্মম বাস্তবতা।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

শহীদ তানভীর ছিদ্দিকী ছিলেন চট্টগ্রামের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক সাহসী প্রতীক। আওয়ামী অপশাসনের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠস্বর ছিলো অপ্রতিরোধ্য। খুন, গুম, দুর্নীতি আর বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শহীদ তানভীর ছিলো প্রতিবাদের অন্যতম জলন্ত প্রদীপ। ষোলশহর, মুরাদপুর, এবং বহদ্দারহাট এলাকায় তার নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা ছিল আন্দোলনের অগ্রভাগে। ১৮ জুলাই ২০২৪, একটি নির্ধারিত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করার জন্য ছাত্ররা বহদ্দারহাট থেকে নিউমার্কেটে স্থানান্তরিত হয়। সফলভাবে সেই কর্মসূচি শেষ করার পর, যখন ছাত্ররা বাসায় ফিরছিল, তখনই ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। বহদ্দারহাট এলাকায় আচমকা হামলা চালায় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং শ্রমিকলীগের সন্ত্রাসী সদস্যরা। গুলির শব্দে এলাকার শান্তি ভেঙে পড়ে। তানভীর, একজন সাহসী এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও ছাত্র নেতা, সবার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এক মূহুর্তের জন্যও তিনি পিছু হটেননি, তবে হঠাৎ একটি গুলি তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তানভীরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানেও তাদের ওপর আক্রমণ চলতে থাকে। এই বর্বরোচিত হামলা প্রমাণ করে, যে ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ নেই বরং ভিন্নমতকে নির্মূল করার জন্য যে নৃশংসতা চলছে, তা আবারও সামনে চলে আসে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তানভীরের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। চিকিৎসকরা তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান কিন্তু সন্ধ্যা ৭ টায় তার মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর সংবাদ এলাকাবাসীকে স্তব্ধ করে দেয়। তানভীরের জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের দমনে যে অসঙ্গতি ও বৈষম্য রয়েছে, তা ধ্বংসাত্মক শাসনের চিত্র তুলে ধরে। তানভীর ছিল ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ের এক প্রতীক। তার মৃত্যু আজীবন আমাদের মনে করিয়ে দেবে, যে সত্যের পথে অগ্রসর হতে হলে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

শোকে কাতর এলাকাবাসী

তানভীরের অকাল মৃত্যুর শোকে পুরো এলাকা স্তব্ধ। সাহসী ও সংগ্রামী এই তরুণ ছিলেন ছাত্রদের নেতা, ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন অবিচল। তার আত্মত্যাগ তাকে এলাকাবাসীর জন্য এক অনুপ্রেরণার প্রতীক করে তুলেছে। তার পরিবারের প্রতি সবার সহানুভূতি গভীরতর হয়েছে কারণ তার প্রস্থান তাদের জীবনে অপূর্ণতার নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। শহীদ তানভীর ছিদ্দিকীর সংগ্রাম ও শাহাদাত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে হলে ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য। তার অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মের জন্য এক অম্লান প্রেরণা হয়ে থাকবে।

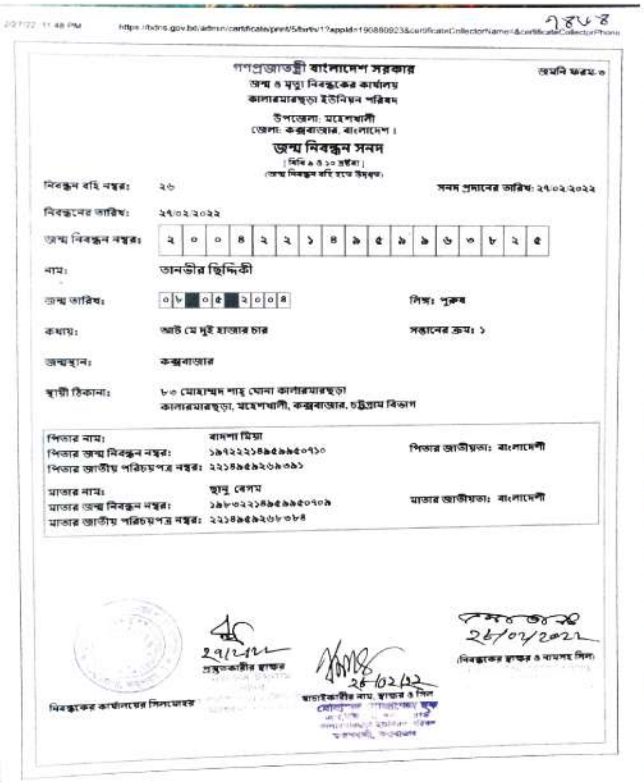

২/২৭/২২ ১১:৪৮ PM https://bdris.gov.bd/admin/certificate/print/5/birth/1?appId=190880923&certificateCollectorName=&certificateCollectorPhone

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা: মহেশখালী

জেলা: কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

জন্ম নিবন্ধন সনদ

(বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য)

(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ২৬

সনদ প্রদানের তারিখ: ২৭/০২/২০২২

নিবন্ধনের তারিখ: ২৭/০২/২০২২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২ ০ ০ ৪ ২ ২ ১ ৪ ৯ ৫ ৯ ৯ ৬ ৩ ৮ ২ ৫

নাম: তানভীর ছিদ্দিকী

জন্ম তারিখ: ০৮ ০৫ ২০০৪

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: আট মে দুই হাজার চার

সন্তানের ক্রম: ১

জন্মস্থান: কক্সবাজার

স্থায়ী ঠিকানা: ৮৩ মোহাম্মদ শাহ্ ঘোনা কালারমারছড়া

কালারমারছড়া, মহেশখালী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম বিভাগ

পিতার নাম: বাদশা মিয়া

পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৭২২২১৪৯৫৯৯৫০৭১০

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ২২১৪৯৫৯২৬৯৩৯১

মাতার নাম: ছানু বেগম

মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১৯৮৩২২১৪৯৫৯৯৫০৭০৯

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ২২১৪৯৫৯২৬৮৩৮৪

২৭/২/২২

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

২৮/০২/২২

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

২৮/০২/২০২২

নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

এক নজরে শহীদ তানভীর ছিদ্দীকী

নাম	: তানভীর ছিদ্দিকী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৮-০৫-২০০৪, ২০ বছর
পেশা	: ছাত্র, HSC পরীক্ষার্থী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নোয়পাড়া পাড়া, থানা/উপজেলা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার
পিতা	: বাদশা মিয়া (৫০), দীনমজুর
মাতা	: সানু বেগম (৪০), গৃহিণী
	মাসিক আয়-৬০০০/- দিনমজুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪ জন
ভাই-বোনদের সংখ্যা	: ২ জন
	১) ইসতাকুল ইসলাম, বয়স- ১৫, ছাত্র, ১০ম, সম্পর্ক- ভাই
	২) মোহাম্মদ আদিব,বয়স-০৮, ছাত্র, ৩য়, সম্পর্ক- ভাই
শাহাদাত বরণের স্থান	: বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার
	১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টা
দাফন করা হয়	: নোয়পাড়া মহেশখালী, কক্সবাজার
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°38Ô44.32,8"N 91°8437743"E
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কিছুই নাই

প্রস্তাবনা

বাবার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলে পরিবারের সচ্ছলতা ফিরে আসতে পারে

শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম

ক্রমিক : ৪৯৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৭

শহীদ পরিচিতি

২০০১ সালের এক শান্ত বিকেলে, গ্রামীণ সবুজের মাঝে জন্ম নিয়েছিল শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম। তার জন্ম হয়েছিল এমন এক দরিদ্র পরিবারে, যেখানে আর্থিক অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী কিন্তু সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের হৃদয়ে ছিল ভালোবাসা আর আন্তরিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার। গ্রামের কাঁচাপথ ঘেঁষে, সবুজ ছায়ায় ঘেরা পরিবেশে তার শৈশব কেটেছে। এই নিরিবিলি গ্রামটি তার মনে শৈশবের সরলতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর মানুষের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করেছিল।

দারিদ্রের সীমাবদ্ধতা তার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি বরং তাকে মজবুত করেছিল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে। তার পরিবারে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন থাকলেও, মোহাম্মদ ওয়াসিমের মধ্যে সবসময় ছিল এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি। শিক্ষার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা এবং সমাজের জন্য কিছু করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে শৈশব থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম পরিবার ছিল এক নির্ভীক সংগ্রামী পরিবারের প্রতিচ্ছবি। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা মাথা উঁচু করে বাঁচার চেষ্টা করত। পিতা শফিউল আলম ও বড় ভাই বহু বছর ধরে প্রবাসে। কিন্তু ওয়াসিম কখনও সেই পথকে নিজের জন্য ভাবেনি। তার কাছে প্রবাস ছিল এক অবিরাম অনিশ্চয়তার প্রতীক। সে মনে করত, নিজের দেশের মাটিতে থেকেই সে

নিজের ভবিষ্যৎ গড়বে। তার স্বপ্ন ছিল, পিতার মতো দূরে নয়, বরং পরিবারের পাশে থেকে, দেশের জন্য কাজ করে একদিন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হবে।

শফিউল আলমও ছেলের এই স্বপ্নে স্বপ্ন দেখতেন। প্রবাস জীবনের ক্লান্তি তাকে শিখিয়েছিল, পরিবারকে একসাথে রাখা কতটা প্রয়োজনীয়। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সব ছেড়ে দেশে ফিরে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন জীবনের বাকিটা সময়। কিন্তু নিয়তির নির্মমতা যেন আগেই ফাঁদ পেতে রেখেছিল। শহীদ ওয়াসিমের আকস্মিক মৃত্যু শফিউলের সেই পরিকল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ওয়াসিমের শাহাদাত যেন তার পরিবারের জীবনের সব আলোর উৎস কেড়ে নিল। পিতার স্বপ্ন, সন্তানকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার সেই আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণতা পেল না। প্রবাস জীবনের অভিশাপ যেন ওয়াসিমের রক্তে লেখা হয়ে গেল, আর তার পরিবার ডুবে গেল গভীর শূণ্যতায়। একদিকে ছেলের অকাল মৃত্যু, অন্যদিকে দীর্ঘ প্রবাস জীবনের নির্যাতন এই দুইয়ের ভারে শফিউলের হৃদয় ভেঙে গেল। একটিমাত্র সন্তানের স্বপ্নের মৃত্যু যেন পুরো পরিবারের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অন্ধকারের অতলে ঠেলে দিল।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও হৃদয়বান এক তরুণ। যার জীবনের প্রতিটি ধাপেই ফুটে উঠত তার নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা। পরিবারের প্রতি তার অসীম দায়িত্বশীলতা তাকে এক অন্যন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। সমাজবিজ্ঞানে চট্টগ্রাম কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র ওয়াসিম ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার্থী, যিনি শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নয়। বরং সমাজের মানুষের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন।

ওয়াসিমের অমায়িক ব্যবহার, মানুষের প্রতি সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। তার পরোপকারী মনোভাব ও সহমর্মিতার দৃষ্টান্ত চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। এমন একজন মেধাবী তরুণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, যা আমাদের অন্তরকে রক্তাক্ত করেছে। আমরা এই নির্মম হত্যার বিচার চাই, যাতে ওয়াসিমের মত আর কোনো তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে না যায়, এবং তার ত্যাগের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাহাদাতের অমিয় সুধা যেভাবে পান করলেন

শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ, ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়ে নিজের নাম খোদাই করে রেখে গেছেন। ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রামের ষোলশহর স্টেশনটি রূপ নিয়েছিল এক বিভীষিকাময় রণক্ষেত্রে। আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে ছাত্রদের নির্ধারিত কর্মসূচি দমাতে সেখানে আগেই অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ছিলেন এক অকুতোভয় বীর ওয়াসিম। তিনি ছিলেন নিরস্ত্র কিন্তু তার মনোবল ছিল অটল; তিনি জানতেন, এই আন্দোলন সফল করতেই হবে।

মোহাম্মদ ওয়াসিমের চোখে ছিল এক অদম্য স্বপ্ন এক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার। হাসিনার স্বৈরাচারী আচরণ এবং সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিল তার প্রবল ক্ষোভ। তিনি প্রতিদিন রাজপথে নামতেন, স্লোগান তুলতেন, কিন্তু কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। ওয়াসিম জানতেন, স্বাধীন দেশের মানুষের অধিকার আর ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে হবে, যতই ঝুঁকি থাকুক। সেদিনও, ষোলশহর স্টেশনের রক্তাক্ত বুকে দাঁড়িয়ে, ওয়াসিম দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন যে, শত্রুরা যতই গুলি চালাক, তিনি এক ইঞ্চি মাটিও ছাড়বেন না। বিকাল ৪:৩০ মিনিটে, যখন নিরস্ত্র ওয়াসিমকে ঘিরে চারদিকে গর্জে উঠল বন্দুকের আওয়াজ,

তখনও তিনি পিছপা হননি। তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল শত্রুর গুলিতে। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি পড়ে যান। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আহত ওয়াসিমকে হাসপালে নিয়ে যাওয়াটা ছিলো রীতিমতো আরেকটা যুদ্ধের মতো। গুলির আওয়াজের ভয়াবহতা ও টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় যেনো পুরো এলাকা একটি মেঘযুক্ত কালো আকাশ। তখনো তিনি আশাবাদী ছিলেন বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, চিকিৎসকরা না ফেরার দেশে চলে গেছেন বলে বার্তা দেন। মুহূর্তেই মেঘযুক্ত আকাশ রক্তে রঙিন আভাতে পরিণত হলো। তার এই শাহাদাতের মাধ্যমে আন্দোলনের চেতনা আরও তীব্র হয়, আর হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ওয়াসিমের সেই অকুতোভয় আত্মত্যাগ আজও আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। তিনি ছিলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক মেধাবী, সাহসী এবং অনড় যোদ্ধা, যার স্বপ্ন ছিল একটি সমতা, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র National ID Card
নাম
মোহাম্মদ ওয়াসিম
Name
MOHAMMAD WASIM
পিতা
শফিউল আলম
মাতা
জোসনা বেগম
Date of Birth 06 Dec 2001
NID No 601 178 9762

এলাকাবাসীর শোক

শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিমের মৃত্যুতে পুরো এলাকা যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তিনি ছিলেন এলাকার গর্ব, এক সাহসী সন্তান, যার সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের আলোয় আলোকিত হয়েছিল প্রতিটি হৃদয়। ছাত্র আন্দোলনে তার বীরত্ব ছিল সহযোদ্ধাদের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎস। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, তার প্রতিবাদের প্রতিটি সুর, যেন ন্যায়ের জয়গান ছিল। যার মনোবল আর দেশপ্রেম তাকে সবার প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল।

পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ ছিল গভীর, কিন্তু সেই ভালোবাসার চেয়েও বড় ছিল তার দেশের প্রতি দায়িত্ব। তার অকালে চলে যাওয়া যেন এলাকাবাসীর হৃদয়ে গভীর শোকের কালো মেঘ নিয়ে এসেছে। এলাকা হারিয়েছে তার সবচেয়ে সাহসী সন্তানকে, যিনি জীবনের বিনিময়ে দেখিয়ে গেছেন, স্বাধীনতার পথ কতটা বন্ধুর, কতটা কন্টকাকীর্ণ। তার রক্তের প্রতিটি ফোঁটা যেন এক নবীন শপথের প্রতীক ন্যায়, স্বাধীনতা, এবং সঠিকের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

মোহাম্মদ ওয়াসিমের এই অমূল্য আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির ইতিহাসে বীরত্ব ও সাহসের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তার মৃত্যু শুধু একটি দুঃখজনক ঘটনা নয়, এটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা দেশপ্রেম আর ন্যায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তারা কখনোই হারিয়ে যান না। তারা চিরকাল বেঁচে থাকেন আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, বেঁচে থাকেন ইতিহাসের পাতায়, একটি শিখা হয়ে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সাহস আর সংগ্রামের আলো জ্বালিয়ে রাখবে।

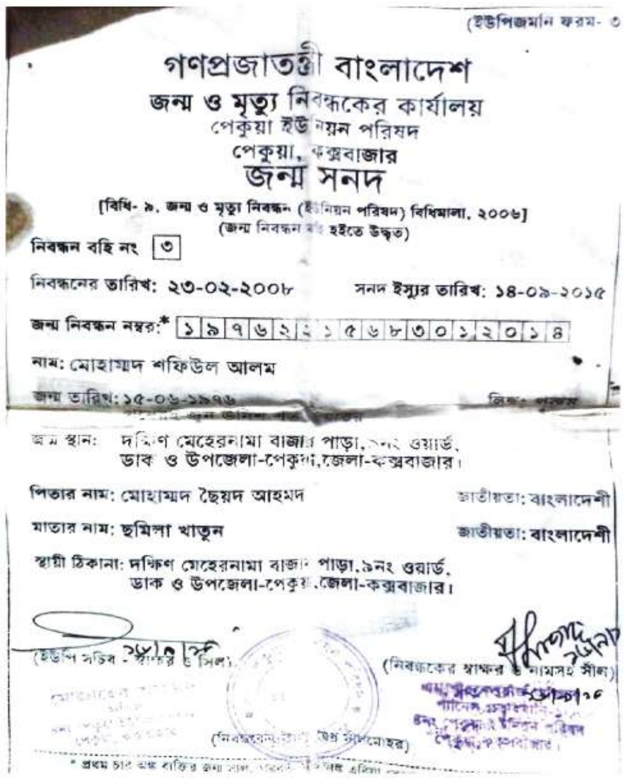

(ইউপিজমান ফরম- ৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
পেকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ
পেকুয়া, কক্সবাজার
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)
নিবন্ধন বহি নং ৩
নিবন্ধনের তারিখ: ২৩-০২-২০০৮ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৪-০৯-২০১৫
জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৭৬২২১৫৬৮৩০১২০১৪
নাম: মোহাম্মদ শফিউল আলম
জন্ম তারিখ: ১৫-০৬-১৯৭৬ লিঙ্গ: পুরুষ
জন্ম স্থান: দক্ষিণ মেহেরনামা বাজার পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, ডাক ও উপজেলা-পেকুয়া, জেলা-কক্সবাজার।
পিতার নাম: মোহাম্মদ ছৈয়দ আহমদ জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: ছমিলা খাতুন জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: দক্ষিণ মেহেরনামা বাজার পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, ডাক ও উপজেলা-পেকুয়া, জেলা-কক্সবাজার।
(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)
(নিবন্ধকের অফিস সীলমোহর)

এক নজরে শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম

নাম	: মোহাম্মদ ওয়াসিম
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৬-১২-২০০১, ২২ বছর
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: চট্টগ্রাম কলেজ অনার্স ৩য় বর্ষ, (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মেহেরনামা বাজার পাড়া; থানা/উপজেলা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার
পিতা	: শফিউল আলম, প্রবাসী: ৪৭
মাতা	: জোসনা বেগম, গৃহীনি: ৪৫
	পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ০৬
	১. মর্জিনা আকতার,গৃহিণী,২৬, সম্পর্ক: বোন
	২. আরশেদ আলী,প্রবাসী, বয়স: ২৪, সম্পর্ক: ভাই
	৩. সাবিনা ইয়াসমিন, বয়স: ১৭, শিক্ষার্থী: মেহেরনামা উচ্চ বিদ্যালয়, সম্পর্ক: বোন
শাহাদাত বরণের স্থান	: চিটাগাং রোড
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ
শাহাদাতের সময়	: ১৬ জুলাই ২০২৪ ইং, মঙ্গলবার, বিকাল আনুমানিক ৩:৩০ টা
দাফন করা হয়	: খোল্লাকান্দি, বড়িকান্দি, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°38Ô45.789"N 91°844Ô2393"E

প্রস্তাবনা

১. শাহাদাতের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া

২. পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান

শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম সাব্বির

ক্রমিক : ৪৯৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম সাব্বির জন্মগ্রহণ করেন ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর জন্মস্থান কুমিল্লা। শহীদ পিতা আলমগীর হোসেন অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। মাতা মোছা: রিনা আক্তার একজন গৃহিণী। সাব্বির পেশায় একজন সিএনজি চালক ছিলেন। সিএনজি চালিয়ে যা উপার্জন করতেন তা দিয়েই সংসার চলত। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন তিনি। আন্দোলন চলাকালে কুমিল্লার দেবিদ্বারে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন তেজস্বী মহাবীর শহীদ আমিনুল ইসলাম সাব্বির।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আমিনুল ইসলাম সাব্বিরের ৩ ভাই-বোন। তাঁর ছোট ভাই মো: সিয়াম দক্ষিণ ডিংলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শেণিতে অধ্যয়নরত। তাঁর ছোট বোন সামিয়ার বয়স ৬ বছর। পরিবারে বাবা না থাকায় সকল দায়-দায়িত্ব শহীদ সাব্বিরকেই পালন করতে হয়েছে। সিএনজি চালিয়ে তিনি পরিবারের ব্যয় চালাতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে সবাই মর্মাহত। বর্তমানে শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই!

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয় তা পুরো জুলাই মাস জুড়ে চলতে থাকে। কোটা সংস্কারের দাবি দিয়ে শুরু হলেও ফ্যাসিস্ট সরকারের পৈশাচিক আচরণের জন্য তা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে পরিণত হয়। হামলা-মামলা, গুম, খুন, হত্যা, নির্যাতন, অত্যাচার উপেক্ষা করে আন্দোলন দুর্বার রুপ লাভ করে। আন্দোলন দমনে সরকার গুলি চালায়,কারফিউ জারি করে জনগণের ঘরের বাহিরে বের হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের বাড়ি থেকে তুলে এনে ডিবি হেফাজতে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায়। ঢাকা শহরের ছাত্র মেসগুলোতে চিরুনি অভিযান চালিয়ে সাধারণ ছাত্রদের গণহারে গ্রেফতার করে। এতকিছুর পরেও সাহসী যোদ্ধারা পিছু হটেনা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করে যায়। সারাদেশে ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন প্রদান করে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়। ষড়যন্ত্র ছিল ছাত্রদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আন্দোলনকে দমন করা।

আন্দোলনের এক পর্যায়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতা লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই ডাকে সারা দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ছাত্র-জনতা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করে। ছাত্র-জনতার সাথে যুক্ত হয় সকল শ্রেণি পেশার মানুষ। জেলায় জেলায় সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়, আহত হয় হাজার হাজার মানুষ। এদিন কুমিল্লার দেবিদ্বার নিউমার্কেট এরিয়ায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সকাল থেকেই আন্দোলনকারীরা নিউমার্কেট এরিয়ায় জড়ো হতে থাকে। শহীদ আমিনুল ইসলাম ও আন্দোলকারীদের সাথে যুক্ত হয়। এক দফা এক দাবি স্বৈরাচারের পদত্যাগ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট একশন, তুমি কে আমি কে? রাজাকার, রাজাকার" ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। আওয়ামী সরকারের দোসররা আন্দোলনে বাঁধা প্রদান করে। পুলিশ,র‍্যাব,বিজিবি,আনসার,ও সরকারের পোষা গুণ্ডারা আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে অবস্থান করে। এসময় তারা আন্দোলনকারীদের টার্গেট করে এলোপাতারি গুলি নিক্ষেপ করে। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে একের পর এক আন্দোলনকারীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর পুলিশ টিয়ারশেল ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এর মাঝেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে শহীদ আমিনুল ইসলামের মাথায় দুটি গুলি বিদ্ধ হয়ে মাথা ভেদ করে পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফিনকি দিয়ে মাথার মগজ বেরিয়ে যায় তাঁর। মুহুর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। অবস্থা এমন ভয়াবহ ছিল যে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যও কেউ এগিয়ে আসতে পারেননি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে লোকজন এসে গুলিবিদ্ধ আমিনুল ইসলাম কে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু তখনো রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাতে থাকেন তিনি। এদিকে আমিনুলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন দৌড়িয়ে আসেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আত্মীয় স্বজন ও পরিবার। দীর্ঘ ৩৯ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে পাড়ি জমান। পরবর্তীতে তাঁর নিজ গ্রামে দাফন-কাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বর্ণনা

শহীদের প্রতিবেশী আবু সাইদ বলেন, শহীদ আমিনুল ইসলাম সাব্বির অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিল। সবসময় সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করত।

শহীদের বন্ধু রায়হান বলেন, আমিনুল ছিল আমার দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।

দৈনিক ইত্তেফাক

ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধের ৪০ দিন পর মারা গেলেন সাব্বির

কুমিল্লা প্রতিনিধি

প্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২২:০১

নিহত আমিনুল ইসলাম সাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

এক নজরে শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম সাব্বির

নাম	: শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম সাব্বির
পিতা	: মরহুম আলমগীর হোসেন
মাতা	: মোসা: রিনা আক্তার
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/২০০৬
জন্ম স্থান	: কুমিল্লা
পেশা	: সিএনজি চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ ডিংলাবাড়ি, ইউনিয়ন: দেবিদ্বার পৌরসভা, থানা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, কুমিল্লার দেবিদ্বার নিউমার্কেট সংলগ্ন এলাকা
শাহাদাত বরনের তারিখ	: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
দাফন	: ডিংলাবাড়ি পুকুরপাড় ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

২. শহীদ সহোদরদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

শহীদ পারভেজ

ক্রমিক : ৫০০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৫৯

শহীদ পরিচিতি

পারভেজ ১৫ মার্চ ২০০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পারভেজ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউপি'র ধন্যপুর গ্রামের মিন্নত হাজী বাড়ির নবী উল্যার বড় ছেলে। পারভেজ ৩ ভাই ২ বোনের মধ্যেও বড় ছিলেন। মায়ের নাম ফাতেমা বেগম, তিনি গৃহিণী। পারভেজের বাবা মানসিক রোগী। এজন্য চতুর্থ শ্রেণিতেই তার পড়ালেখা শেষ হয়ে যায়। এরপর এলাকায় বিভিন্ন কাজকর্ম করে পরিবারের হাল ধরেন। ৭ বছর ধরে মিরপুরে থাই গ্লাসের কাজ করে আসছিল। তার উপার্জনের টাকায় সংসার চলত। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে তিনি মিরপুর এলাকায় ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

'রাতে আটক দিনে নাটক' এবং নাটক কম করো পিও- এমন কিছু ডায়লগ জুলাই মাস জুড়ে আন্দোলনকারী ছাত্রদের মুখে মুখে এবং দেয়াল লিখনে উঠে এসেছিল। মূলত ডায়লগের মতোই ছিল শেখ হাসিনার মুখের কথা। ভয়ংকর অপরাধ করেও নব্য ফেরাউন হাসিনা কিছুই ঘটেনি এমন ভাব নিতেন। বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে খুন করে তার লাশ পানিতে ডুবিয়ে ইলিয়াসের কান্নারত পরিবারের সাথে শান্তনাবানীর অভিনয়ের ছবি ভাইরাল করেন। দেশপ্রেমিক জনতা হাসিনার সমস্ত অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করেছেন। শুরু হলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। এই আন্দোলনে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে এসেছিল। জুলাইতে আরম্ভ হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পারভেজ শুরু থেকেই অংশগ্রহণ করে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। আন্দোলনের শেষের দিকে ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকা মিরপুর ১০ নাম্বার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে পারভেজ মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। মূলত আন্দোলন থামাতে তৎকালীন সরকারের দলীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে পারভেজ গুরুতরভাবে আহত হয়। পরে উপস্থিত ছাত্র জনতা তাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে উন্নত চিকিৎকার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে তার মাথায় অস্ত্রোপচার (অপারেশন) করা হয়। হাসপাতালের বিছানায় ১ মাস ৮ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে পারভেজ। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। লাশের ময়নাতদন্ত শেষে ১৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় তাকে গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের ধন্যপুর গ্রামের পারিবারিক করবস্থানে দাফন করা হয়।

২

অর্থনৈতিক অবস্থা

মানসিক ভারসাম্যহীন পারভেজের বাবা একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা। সন্তানের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে শুধু সবার দিকে নিরবে তাকিয়ে থাকে। পাঁচ ভাই বোন, সবাই একমাত্র পারভেজের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পারভেজের মা ফাতেমা বেগম বলেন, 'আমার কলিজার টুকরা মানিক আমাকে ছেড়ে চলে গেল। এখন আমি আমার অন্য ছেলে মেয়ে এবং তার মানসিক ভারসাম্যহীন বাবাকে নিয়ে কি করব? আমার পারভেজই শুধু ইনকাম করতো। যারা আমার ছেলেকে মেরেছে আমি সরকারের কাছে এর বিচার চাই।'

পরিবার ও এলাকাবাসীর বক্তব্য

চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আমিন বলেন, পারভেজের মারা যাওয়ার খবরটি পেয়েছি। আমি সাথে সাথে স্থানীয় ওয়ার্ডের মেম্বারকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য।

নিহত পারভেজের চাচা মহিন উদ্দিন বলেন, পারভেজ কর্মঠ ছিল। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সে বড় ছিল। তার বাবা মানসিক রোগী। এজন্য চতুর্থ শ্রেণিতেই তার পড়ালেখা শেষ হয়ে যায়। এরপর এলাকায় বিভিন্ন কাজকর্ম করে পরিবারের হাল ধরে। ৭ বছর ধরে মিরপুরে গিয়ে সে থাই গ্লাসের কাজ করতো। তার উপার্জনের টাকায় তাদের সংসার চলতো। পারভেজের মৃত্যুতে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

থানার বক্তব্য

ঢাকার কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী গোলাম মোস্তফা বলেন, পারভেজের মাথার বাম পাশে গুলি লেগেছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে তার মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। পারভেজের মরদেহটি পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর ঘটনায় থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিউজ লিংক

https://dailyinqilab.com/motropolis/news/685928

এক নজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: পারভেজ হোসেন
জন্ম	: ১৫/০৩/২০০৩
পেশা	: থাইগ্লাস মিস্ত্রি
পিতা	: নবী উল্যা
মাতা	: ফাতেমা বেগম
বোন	: আফসানা আকতার
স্থায়ী ঠিকানা	: ধন্যপুর, ওয়ার্ড-০৮, বড়ইতলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: মিন্নাত আলী হাজী বাড়ি, চন্দ্রগঞ্জ সদর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, সময়: সন্ধ্যা ৫.৩০টা
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪, বৃহস্পতিবার, ভোরের দিকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স ও হাসপাতালের আইসিইউতে
শহীদের কবরের অবস্থান	: চন্দ্রগঞ্জের কামারহাট ঈদগাহ ময়দানে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

শহীদ শহীদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫০১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শহীদুল ইসলাম ১০ জুলাই ১৯৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দিনমজুর পিতার অভাবের সংসারে তিনি তেমন পড়াশোনার সুযোগ পাননি, তাই বেশ অল্প বয়স থেকেই জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হলে একটি জুতার দোকানে চাকরি নেন এবং পরিবারকে স্বচ্ছল করার লড়াই শুরু করেন। জীবনের এই সংগ্রামের মাঝে, বছরখানেক আগে শহীদুল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যদিও ভাইবোনেরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, বৃদ্ধা মা-বাবা আর স্ত্রীকে নিয়ে তার ছোট্ট সুখের সংসার ছিল। যখন তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হন, তখন তাদের সংসারে খুশির বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু এই খুশি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ৩ আগস্ট ২০২৪ সালে পুলিশের বুলেট শহীদুল ইসলামের জীবন কেড়ে নেয়, আর সেই সাথে তার পরিবারে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলীয়ার এক কোলাহলপূর্ণ বস্তির কুঁড়ে ঘরে বাস করতেন শহীদ শহীদুল ইসলাম। তার সংসারটি ছিল যেমন ছোট, তেমনই ছিল দুঃখ-সুখের এক মিশ্র রূপ। বৃদ্ধ মা-বাবা আর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে তিনি সামান্য আয়ের সংসারে টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন, জীবন যেন চলছিল এক অনিশ্চিত স্রোতে ভাসতে ভাসতে। জুতার দোকানে কাজ করে যা সামান্য আয় করতেন, তা দিয়ে কোনোমতে চলত সংসারের দিন। অভাবের কষাঘাত যেমন ছিল নিত্যসঙ্গী, তেমনি ছিল সংসারে নতুন অতিথির আগমনের এক আলোড়ন, যা তাদের জীবনে সামান্য হলেও আশার আলোর রেখা টেনে দিয়েছিল।

এই ছোট্ট সুখের ঘরে একদিন আনন্দের ঢেউ উঠেছিল–শহীদুলের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। কিন্তু সেই আনন্দ যেন স্থায়ী হলো না, এক মর্মান্তিক সত্য তাদের জীবনের সব স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। ৩ আগস্ট ২০২৪, এক নির্মম দিনে পুলিশের বুলেট কেড়ে নিল শহীদুল ইসলামের জীবন। সেই সঙ্গে ভেঙে গেল পরিবারটির একমাত্র অবলম্বন। বিধবা স্ত্রী, বৃদ্ধ মা-বাবা–এখন সবাই যেন সময়ের কড়াল গ্রাসে হারিয়ে গেছে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকে। শহীদুলের মা-বাবা, যাদের জীবনের শেষ দিনগুলোতে সন্তানের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়ার কথা ছিল, আজ তারা সম্পূর্ণ একাকিত্বের মুখোমুখি। আর তার স্ত্রী, যার গর্ভে বেড়ে ওঠা অনাগত শিশুটি এখন পৃথিবীতে আসার আগেই হয়ে গেল অনাথ। এই শিশুটির জীবনের পথ যেন অন্ধকারে মোড়ানো, যার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পরিবারের এই অচলাবস্থা, এই দারিদ্রের শেকল তাদের গলা জড়িয়ে ধরেছে, আর মুক্তির কোনো উপায় নেই। শহীদুল ছিলেন তাদের জীবনের একমাত্র ভরসা, যার পরিশ্রম আর ভালোবাসার ছায়ায় তারা এতদিন বেঁচে ছিল। এখন সেই ছায়া সরে গেছে, আর তাদের জীবনে এসেছে কেবল দুঃখের অবিরাম বৃষ্টি। বস্তির নোংরা গলিতে তাদের ঘরবাড়ি আর খাদ্যসংস্থানের অনিশ্চয়তা এখন তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। শহীদুলের পরিবারের সামনে এখন শুধুই অনিশ্চিত এক ভবিষ্যৎ, যেখানে কোনোরকম সাহায্য বা সমর্থন ছাড়া টিকে থাকার পথ নেই। তার স্ত্রী আর অনাগত সন্তান যেন এক অসমাপ্ত অপেক্ষার প্রতীক, যার জন্মের আগেই সব আশা নিভে গেছে, আর তার মা-বাবা যেন এক নিঃসঙ্গ বটবৃক্ষ, যার সব পাতা ঝরে গেছে, রেখে গেছে শুধুই শূন্যতার নিঃশ্বাস।

শহীদ শহিদুল ইসলামের স্বপ্ন ও বাস্তবতা

শহিদ শহিদুল ইসলামের জীবনের গল্প একটি মহৎ স্বপ্ন এবং কঠিন বাস্তবতার সংমিশ্রণ। তার স্বপ্ন ছিল একটি সুখী ও সচ্ছল ভবিষ্যৎ, কিন্তু বাস্তবতা তাকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করায়। তাঁর জীবন ও আত্মত্যাগ আমাদের শেখায় যে, স্বপ্ন দেখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবতার কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। শহিদুল ইসলামের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা, যা স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শাহাদাতের বর্ণনা

৩ আগস্ট ২০২৪, দেশজুড়ে আন্দোলনের উত্তাপ যখন তুঙ্গে, চট্টগ্রাম শহরও তখন সেই উত্তাল পরিস্থিতির অঙ্গীভূত। সেদিনের আলোচনায় ছিল সাহসী ছাত্রদের প্রতিবাদ, তাদের দাবি যেন আকাশে চিরকালের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তৎকালীন সরকারের নির্দেশনায় পুলিশকে আন্দোলন দমনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, আর তাদের সহযোগী হিসেবে ছিলেন বিপদজ্জনক অস্ত্রধারী আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী।

দিনটি এগিয়ে চলছিল, ছাত্ররা যখন তাদের কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে বহদ্দারহাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনই হঠাৎ করে পুলিশের হামলা ঘটল। আতঙ্কের মধ্যে পড়া শিক্ষার্থীরা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত শহীদুল

ইসলাম। তাঁর মধ্যে জন্ম নিল সাহসের এক নতুন অধ্যায়। তিনি নিজেকে এগিয়ে এনে ছাত্রদের সুরক্ষার জন্য প্রেরণা হলেন। কিন্তু পুলিশ এবং ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীদের কাছে শহীদুলের এই সাহসিকতা ছিল সহ্যসীমার বাইরে। অল্প দূর থেকে শটগান দিয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেওয়া হলো শহীদুলকে। গুলি আছড়ে পড়ল তাঁর দেহে, আর সেই মুহূর্তে যেন সময় থেমে গেল। পথচারীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে অবস্থার অবনতি হতে লাগল, এবং তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলো।

সন্ধ্যা ৭:০০ টায় শহীদুল ইসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর সাহস ও আত্মত্যাগ যেন কালিমা হয়ে রয়ে গেল মানুষের মনে, আর তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকল প্রেরণার প্রতীক হয়ে। শহীদুল ইসলাম আজও আমাদের হৃদয়ে জীবিত, তার নিষ্ঠা আর সাহসিকতার গল্প আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মৃত্যুর খবর যেন একটি গভীর শোকের ছায়া ফেলে দিয়েছে পুরো সমাজে, যেখানে সত্যের জন্য লড়াই চালানো মানুষগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই কখনো বৃথা যায় না। শহীদুল ইসলামের জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যে অনন্য সাহসিকতা ছিল, তা আমাদেরকে নতুন করে যুদ্ধ করার শক্তি দেয়।

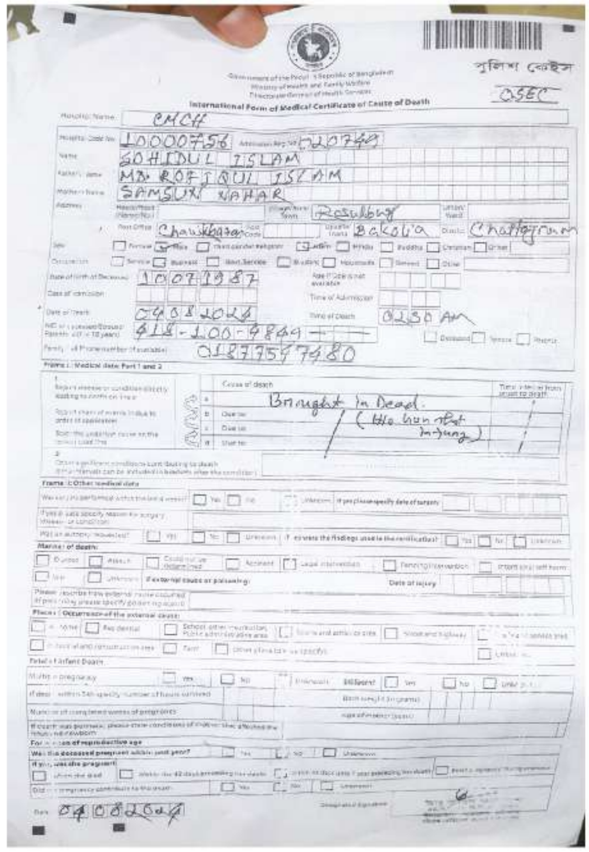
পুলিশ কেইস
OSEC
International Form of Medical Certificate of Cause of Death
Hospital Name: CMCH
Hospital Code No: 10000756
Name: SOHIDUL ISLAM
Father's name: MD ROFIQUL ISLAM
Mother's Name: SAMSUN NAHAR
Post Office: Chawkbazar; Upazila/Thana: Bakolia; District: Chattogram
Date of birth: 10071987
Date of death: 04082024
Time of death: 0230 AM
Cause of death: Brought in Dead.
Date: 04082024

এক নজরে শহীদ শহীদুল ইসলাম

নাম	: শহীদুল ইসলাম, বয়স-৩৭
পেশা	: জুতার দোকানের র্কমচারী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১০-০৭-১৯৮৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রিপনের বাড়ি,রসুল বাগ আ/এ, এ ব্লক থানা/উপজেলা: বাকলীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম
পিতা	: মো: রফিকুল ইসলাম, বার্ধক্যজনিত: ৭০
মাতা	: শামসুন নাহার, গৃহিণী, ৫৬
	: স্ত্রী: খোসনেয়ারা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬
সাইফুল ইসলাম	: দীনমজুর, বয়স: ৪০, সম্পর্ক: ভাই
নুর নাহার	: গৃহীনি ৩৫ সম্পর্ক: বোন
আয়ের উৎস	: নেই
শাহাদাতের সময় ও তারিখ	: ০৩ আগস্ট ২০২৪, শনিবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: বহদ্দারহাট
দাফন করা হয়	: রসুলবাগ আবাসিক, মসজিদের পাশে।
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°384665, 91°"N 844469091°8437743"E
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কিছুই নাই

শহীদ সাদ আল আফনান

ক্রমিক: ৫০২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সাদ আল আফনান, একজন স্বপ্নের মূর্ত প্রতীক, যিনি ২০০৬ সালের ১০ নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার বঞ্চানগর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার চোখে ছিল আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন। যে স্বপ্নে মিশে ছিল শিক্ষার আলো এবং সমাজের জন্য কিছু করার সংকল্প। তার বাবা, সালেহ আহমদ, দীর্ঘ দিন প্রবাসে থেকে কর্মজীবনের সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সংগ্রামের শেষ দেখা হলো ২৭ এপ্রিল। যখন আরব আমিরাতে তার মৃত্যু হয়। বাবার এই অকাল প্রয়াণে সাদ এবং তার পরিবার যেন অন্ধকারে ডুবে গেল।

মায়ের নাম নাছিমা আক্তার। একজন যোদ্ধা নারীর মত তিনি নিজের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে যে কঠিন সময় পার করছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সংসারের দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়ে তিনি প্রতিদিন নতুন করে জীবন চালাতে চেষ্টা করেন। সন্তানকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার স্বপ্নে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন।

শহীদ সাদ আল আফনান জীবনভর সংগ্রাম করেছিলেন লক্ষ্মীপুর ভিক্টোরিয়া কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী হয়ে। কলেজের সঙ্গী-সাথীদের মাঝে তিনি ছিলেন উদ্দীপনার প্রতীক। কিন্তু নির্মম পরিস্থিতির কারণে তার জীবন শেষ হয়ে যায়, যেন একটি অকাল বন্ধনের মতো। তার চলে যাওয়ায় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তার পরিবারের জন্যই নয়, বরং তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কোণে। সাদ আল আফনানের স্বপ্ন ও আশা, আজ যেন একটি নিভৃতে হারিয়ে যাওয়া সুরের মতো, কিন্তু তার নামটি বাঁচিয়ে রাখবে তার মা, বন্ধু এবং সকলের হৃদয়ে। সাদ আজ এক মহান শহীদ, যিনি তার আদর্শ ও চেতনার মাধ্যমে জীবিত রয়েছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

সাদ আল আফনান ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত একজন প্রতিভাবান শিক্ষার্থী। যিনি তার সৎ চরিত্র এবং আদর্শের জন্য পরিচিত ছিলেন। সদালাপী, বিনয়ী, ভদ্র এবং নম্র এই তরুণের প্রতি সবার হৃদয়ে ছিল বিশেষ এক স্থান। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখাবয়ব এবং বিনয়ের ঢঙে এলাকার সকলেই মুগ্ধ ছিল। সাদ যেখানেই যেত, সেখানেই তার স্নেহ এবং সততার আলো ছড়িয়ে পড়ত।কিন্তু হঠাৎ করেই সেই আলোকিত তরুণের জীবন এক নিষ্ঠুরতায় ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশীরা তাকে হারিয়ে গভীর শোকের সাগরে ডুবে গেছে। রাজিব নামের একজন প্রতিবেশী বলেন, "এ রকম একজন ভদ্র ছেলে পাওয়া এই যুগে খুব কঠিন। জাতির সম্পদ, এমন ছেলের অকাল মৃত্যু আমাদেরকে গভীরভাবে আহত করেছে। সন্ত্রাসীরা তাকে কেন মারলো? কেমন করে তারা এ ধরনের নিষ্ঠুরতা করতে পারে?" রাজিবের কণ্ঠে উঠে আসে এক গাঢ় বেদনার সুর, যেন শোককে ছড়িয়ে দেয় সারা পাড়ায়।

স্থানীয় মসজিদের ইমাম বলেন, "আমি প্রতিদিন এশার নামাজ শেষে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু আফনানের নামাজ শেষ হতে কখনোই দেরি হত না। সে ছিল নামাজের প্রতি একাগ্রতার মূর্ত প্রতীক, নামাজের প্রতি তার এই গভীর মনোযোগ আমাকে ভীষণভাবে বিস্মিত করতো।"আফনানের নামাজে ধ্যানমগ্ন কে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ইমামের চোখে জল এসে পড়ে। সে জানে, সাদ আল আফনানের সন্ন্যাসীপ্রতিম জীবন এবং নিষ্ঠা ছিল এক অনন্য উদাহরণ। আজ যখন সে আর আমাদের মাঝে নেই, তখন তার স্মৃতি যেন চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, তার ভালোবাসা ও নৈতিকতার আলোকবর্তিকা আমাদের পথ দেখাবে।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ সাদ আল আফনানের পরিবারে এখন ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হতাশার অন্ধকার। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, সালেহ আহমদ, ২০২৪ সালের ২৭ এপ্রিল আরব আমিরাতে মৃত্যুবরণ করেন। যিনি ছিলেন এই পরিবারের ভরসা, সেই সালেহ আহমদের চলে যাওয়ার পর গৃহিণী মা এখন এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে জীবনের তীব্র কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। তাদের সকল স্বপ্নের মূল কেন্দ্র ছিল সেই একমাত্র ছেলে, যিনি এখন আর নেই। তার হাসিমুখে ভরা দিনগুলি এখন স্মৃতি মাত্র। এই মুহূর্তে, মা ও সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক শূন্যতা, যা তাদের জীবনকে করেছে নিষ্প্রাণ। হতাশার গভীর অন্ধকারে তারা এখন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যখন তাদের অল্প ভিটে-জমির বাইরে কিছুই নেই। স্বপ্নগুলো এখন মাটির সাথে মিশে গেছে, আর তাদের চেষ্টার দিগন্তে কেবল অশান্তির ঝড় বইছে।

শাহাদাতের বর্ণনা

লক্ষ্মীপুর শহরে সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি ঘিরে গত রোববার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে সাদ আল আফনান নিহত হন। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। তিনি সালেহ আহমদের ছেলে। শহরের ঝুমুর এলাকায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ওই দিনই দাফন হয়েছে তাঁর মামার বাড়িতে। আফনানের মামা ষাটোর্ধ্ব হারুনুর রশিদ শোক ভুলতে পারছেন না। চোখের পানি মুছে তিনি বলেন,

'আমার একমাত্র ভাগনেকে কেন মরতে হইল। জোয়ান ছেলেডারে এইভাবে কবরে নামাইলাম। জীবনে ভাবতেও পারিনি। বোনটারে বাঁচানোই এখন কষ্ট হয়ে গেছে। 'হারুনুর রশিদ বলেন, দুই মাস আগে তাঁর বোন নাছিমা সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী স্বামীকে হারিয়েছেন। রোববার হারিয়েছেন একমাত্র ছেলেকে। দুই মাস আগে আফনানের বাবা সালেহ আহমদ সৌদি আরবে মারা গেলেও এক মাস আগে তাঁর লাশ দেশে এনে দাফন করা হয়েছে। আফনানকে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রথমে মাথায় গুলি করেন এবং পরে পিটিয়ে হত্যা করেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নোয়াখালীতে নেওয়ার পথে বেলা তিনটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।লক্ষ্মীপুর শহরে সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি ঘিরে রোববার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২। তাঁদের মধ্যে ছয়জন যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী রয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা চারজন। অন্য দুজনের নাম পরিচয় জানা যায়নি। ওই দিন সংঘর্ষে পুরো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে উভয় পক্ষের শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। সংঘর্ষের একপর্যায়ে দুপুর ১২টার দিকে শত শত আন্দোলনকারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি এ কে এম সালাহ উদ্দিনের বাসার সামনে অবস্থান নেন। এ সময় টিপুর বাসায় অবস্থান নেওয়া আওয়ামী নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এ সময় শতাধিক আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হন।

প্রস্তাবনা

১) পরিবারের নিয়মিত ইনকামের জন্য দুইটা সিএনজি কিনে দেয়া যেতে পারে। আনুমানিক খরচ ১০ লাখ টাকা।

২) বড় বোনের পড়াশোনার খরচ বহন করা। পড়াশোনা শেষ হলে তার চাকরি নিশ্চিত করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সাদ আল আফনান
Name: SHAD AL AFNAN
পিতা: সালেহ আহম্মেদ
মাতা: নাছিমা আক্তার
Date of Birth: 10 Nov 2006
ID NO: 9169658227

এক নজরে শহীদ সাদ আল আফনান

নাম	: সাদ আল আফনান
জন্মস্থান	: বাস টার্মিনাল, মুন্সিবাড়ি, সদর, লক্ষ্মীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: বঞ্চানগর, সদর, লক্ষ্মীপুর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১০ নভেম্বর ২০০৬ সাল
পেশা	: ছাত্র, ভিক্টোরিয়া কলেজ
পিতা	: সালেহ আহম্মেদ (মৃত
মাতা	: নাসিমা আক্তার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা-৩	: ছোট বোন-জান্নাতুল মাওয়া (১৮), ছাত্রী, বদরুন্নেসা কলেজ, ঢাকা
	: শারমিন আক্তার (২৮), অবিবাহিত (পালিত)
শাহাদাত বরণের স্থান	: মাদাম ব্রিজ, ঝুমুর
আক্রমণকারী	: সালাহ উদ্দিন টিপু, বাচ্চু, সাইফুল, শাহাদাত, শাহীন মিজানুর রহমান ভুঁইয়া (ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতা)
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার
দাফন করা হয়	: সদর লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/kgeLjDZzrRP1phhFA
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি পাকা বাড়ি আছে। অল্প ভিটা জমি আছে

শহীদ মো: ওসমান পাটওয়ারী

ক্রমিক: ৫০৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬২

শহীদ পরিচিতি

২০০২ সালের ১৯ এপ্রিল লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার চরমোহন এলাকায় ভোরের প্রথম আলোর মতো জন্ম নেন শহীদ ওসমান পাটওয়ারী। সেই দিনটি শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, পুরো গ্রামটির জন্য এক আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছিল। তার জন্ম ছিল যেন এক প্রতীক, যেখানে ভবিষ্যতের এক সম্ভাবনাময় সূর্য উদিত হলো। ওসমানের বাবা মো: আব্দুর রহমান ছিলেন একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। ব্যবসার পাশাপাশি তিনি তার পরিবারের জন্য ভালোবাসা আর দায়িত্বের প্রতীক ছিলেন।

মা রেহেনা আক্তার ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষিকা, যিনি তার শিক্ষা দিয়ে সমাজের অনেক শিশুকে আলোকিত করেছেন। তাদের আদরের সন্তান ওসমানও সেই আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি। শৈশব থেকেই তার মধ্যে মেধার ঝিলিক ছিল স্পষ্ট, যেন প্রতিটি বইয়ের পাতা ছিল তার বন্ধু, প্রতিটি অধ্যায় ছিল তার চিন্তার জগতে এক নতুন দিগন্ত।

ওসমান বেড়ে উঠেছিল তার জন্মভূমি চরমোহনের গ্রামীণ পরিবেশে। সবুজের মাঝে তার শৈশব কাটলেও তার মন ছিল আকাশের দিকে, বড় স্বপ্নের দিকে। তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করে সে তার মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল। তার মা-বাবা, গ্রামের মানুষ সকলেই গর্বিত হয়েছিল তার সাফল্যে। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন সে তার মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করেছিল। ওসমান পাটওয়ারী ছিলেন তার পরিবার এবং সমাজের জন্য এক আশার আলো।

পড়াশোনায় বরাবরই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, সেই মেধাবী তরুণ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের ৪র্থ সেমিস্টারের ছাত্র ছিল। তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। এই স্বপ্ন ছিল শুধু তার নয়, তার পরিবার এবং পুরো সমাজেরও। তারা দেখেছিল, ওসমানের চোখে জ্বলজ্বল করা ভবিষ্যতের সেই স্বপ্ন, যা হয়তো একদিন বাস্তবে পরিণত হতো। কিন্তু সে স্বপ্ন আজ আর পূরণ হবে না। সেই উজ্জ্বল মেধাবী তরুণ, যে একদিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তার দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে বলে আশা করেছিল, তার জীবন থেমে গেল এক নির্মম হাতে। কিন্তু তার জন্ম এবং জীবন আজও আমাদের মনে জেগে আছে এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে, যা নতুন প্রজন্মের স্বপ্নবাজদের পথ দেখিয়ে যাবে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদ ওসমান পাটওয়ারী ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, যার সাহসী হৃদয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করত। সে ছিল আদর্শের এক দীপ্ত প্রতীক, যিনি সবসময় অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহসিকতার সাথে তার মতামত প্রকাশ করতেন। তার অন্তরে একটি মহান শহীদি তামান্না বাস করত, যা তাকে প্রতিটি পদক্ষেপে গুণান্বিত করত।

আল্লাহ তায়ালা তার সেই তামান্না কবুল করেছেন, এবং তার আত্মা এখন আমাদের মাঝে চিরকালীন এক অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। ওসমানের মহান আদর্শ ও ত্যাগ আমাদের পথপ্রদর্শক, যা আমাদের ভুল পথে যেতে বাধা দেয়। আমি, আমজাদ হোসেন, এই মহান বন্ধুর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার জীবনের অমূল্য রত্ন।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট রবিবার, লক্ষ্মীপুরের তিতাখাঁ এলাকায় ঘটেছিল একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা, যেখানে শহীদ ওসমান পাটোয়ারী, একজন বীর ছাত্র, সংগ্রামের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন, বুকে ধারণ করে প্রতিবাদের আগুন এবং স্বপ্ন একটি স্বাধীন সমাজের। তাঁর চোখে ছিল এক স্বপ্ন–একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা যায়। কিন্তু সেইদিনের মঞ্চ ছিল রক্তাক্ত প্রতিরোধের সাক্ষী। আওয়ামী লীগের সকল সংগঠনের নেতাকর্মীরা, যাদের হাতে ছিল অস্ত্র, তীব্র উন্মাদনায় আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ শুরু করে। যুবলীগের সভাপতি সালাহ উদ্দিন টিপুর নেতৃত্বে, সন্ত্রাসী বাহিনী নিধনের উদ্দেশ্যে শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে থাকে। আন্দোলনকারীরা সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরের ওপর নেমে আসে বিপুল সংখ্যক গুলির বর্ষণ। এই প্রেক্ষাপটে, যখন চারপাশে চিৎকার আর কান্নার রোল ওঠে, তখনই ওসমানের বুকের ওপর এসে বিদ্ধ হয় একটি গুলি। মুহূর্তেই তার শরীর যেন এলোমেলো হয়ে যায়, আর তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। অসীম যন্ত্রণার মধ্যে, ওসমানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, পথে মৃত্যুর অন্ধকারে প্রবাহিত হয় তার জীবন। চিকিৎসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চলে যায় চিরতরে। তার মৃত্যু দেশের ছাত্র সমাজের জন্য একটি বিরাট শূণ্যতা সৃষ্টি করে, একটি তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে।

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল হাসিনা সরকারের স্বৈরাচারী ১৬ বছরের শাসন, যা একের পর এক মৃত্যুর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে দেশের যুব সমাজকে। খুন, গুম, ধর্ষণ এবং দুর্নীতি–এগুলো ছিল তার শাসনের চিত্র। বাকস্বাধীনতা ছিল শুধুমাত্র একটি স্বপ্ন, যা আজও অধরা। মানুষের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে প্রতিনিয়ত ঘটছে নৃশংসতা। ওসমান পাটওয়ারী ছিল প্রতিবাদের প্রতীক, যার জীবন দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন–সংগ্রাম কখনো থেমে যাবে না। তিনি ছিলেন সেই সাহসী তরুণ, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা নিয়ে লড়ে গেছেন। তার মৃত্যু শুধুমাত্র একটি জীবনকে হারানো নয়, বরং একটি মহৎ আদর্শের মৃত্যু। আজও আমরা তার ত্যাগের স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত। আমরা জানি, ওসমান যেমন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, তেমনই তার শহীদ হওয়া আমাদের সামনে এক নতুন পথের সংকল্প তৈরি করেছে। সে প্রতীক হয়ে থাকবে আমাদের হৃদয়ে, যেন আমরা দৃঢ়তার সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। তার বীরত্বের গল্প আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, এবং আমরা তার পথ অনুসরণ করে একটি নতুন সোনালী দিনের অপেক্ষায় থাকব–যেখানে স্বাধীনতা, সুবিচার এবং মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটবে।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদের বাবা একজন ব্যবসায়ী। পরিবারের আয় ইনকাম মোটামুটি ভালো। মা একজন শিক্ষিকা। তাদের একটি পাকা বাড়ি ও অল্প জায়গা জমি আছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ ওসমান পাটওয়ারী
Name: MD. OSMAN PATWARY
পিতা: মোঃ আবদুর রহমান
মাতা: রেহানা আক্তার
Date of Birth: 19 Apr 2002
ID NO: 7811757009

এক নজরে শহীদ মো: ওসমান পাটওয়ারী

নাম	: মো: ওসমান পাটওয়ারী
জন্মস্থান	: দক্ষিণ রায়পুর, ৩ নং চরমোহন, ইউনিয়ন, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৯ এপ্রিল ২০০২, ২২ বছর
পেশা	: ছাত্র, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
পিতা	: মো: আব্দুর রহমান, ব্যবসায়ী, ৪৬ বছর
মাতা	: রেহেনা আক্তার, শিক্ষিকা, ৪৩ বছর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪
ভাই বোনের বিবরণ	: এক বোন। এক ভাই আছে। দুজনই পড়াশোনা করে
	: মো. ওমর ফারুক (২৬), শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, সম্পর্ক-ভাই
	: ওহি আক্তার (১৮), ছাত্রী, আলিম ২য় বর্ষ, সম্পর্ক-বোন
শাহাদাত বরণের স্থান	: লক্ষ্মীপুর তিতাখাঁ মসজিদের সামনে
আক্রমণকারী	: সালাহ উদ্দিন টিপু ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/bSV2A1MVLXcD8Sht8

TAMIRUL MILLAT KAMIL MADRASAH

ID No. : TM00254
Name : MD. OSMAN PATWARY
Father : MD. ABDUR RAHMAN
Mother : REHANA AKTER
Class : Alim (General) (B)
Roll No. : 59
Blood Group : A+
Mobile : 01685492544

Principal in Charge

শহীদ শাব্বির হোসেন

ক্রমিক : ৫০৪

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাব্বির হোসেনের জীবন ছিল সহজ-সরল, কিন্তু উদ্যমে ভরপুর। ২০০৫ সালের ৩ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার ভাবানীগঞ্জ শরীফপুর এলাকায় জন্ম নেওয়া শাব্বির ছোটবেলা থেকেই গ্রামের পরিবেশে বড় হন। তার বাবা আমির হোসেন একজন দিনমজুর, ৫৮ বছর বয়সেও পরিবারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তার মা মায়া বেগম একজন গৃহিণী। যিনি সবসময় ঘরের কাজ সামলে সংসারের ভার বইতেন।

শাব্বির ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্থানীয় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য দালালবাজার ডিগ্রী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শেষ করে পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করা, বিশেষ করে তার বাবা-মায়ের কষ্ট লাঘব করা। কিন্তু তার সেই সব স্বপ্ন নির্মমভাবে শেষ হয়ে যায়, স্বৈরাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে নিজের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে বলি হতে হয়। যার ফলে জালিমের বুলেট তার জীবন কেড়ে নেয়। শাব্বিরের সহজ-সরল স্বভাব, উদ্যম এবং সদ্য বিবাহিত জীবনের সুখের স্বপ্ন সবকিছুই চুরমার হয়ে যায়। তার স্ত্রী তন্বা আকতার এবং ছোট সন্তান এখন এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, শাব্বিরের অনুপস্থিতিতে তাদের জীবন যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ শাব্বির হোসেন সম্পর্কে তার প্রতিবেশী বলেন, শাব্বির ছিলেন সত্যিকার অর্থে এক ভালো মনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই আমি তাকে চিনতাম–তার মিষ্টি স্বভাব, বিনয়ী আচরণ, এবং সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাকে বিশেষ করে তুলেছিল। এলাকায় কেউ কোনোদিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি; বরং সবাই তাকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

তার এমন নির্মম মৃত্যুর খবরে পুরো এলাকা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। যারা তাকে একসময় হেসে খেলে দেখেছিল, তারাই আজ চোখের জল ফেলছে। শাব্বিরের বিদায়ে এলাকাবাসী গভীর শোকাহত, যেন হারিয়ে গেছে তাদের পরিবারেরই এক সদস্য। তার মতো একজন সহজ-সরল, ন্যায়পরায়ণ এবং সাহসী তরুণের চলে যাওয়া আমাদের মনে গভীর কষ্টের দাগ কেটে গেছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কোটা আন্দোলনে নিহত শহীদ শাব্বির হোসেনের পরিবার বর্তমানে চরম অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শহীদের বাবা, যিনি এখন ৫৮ বছর বয়সী, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও পরিবারের খরচ চালানোর জন্য তাকে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। পরিবারটি দীর্ঘদিন ধরেই অর্থকষ্টে ভুগছিল, তবে একমাত্র ছেলে শাব্বিরের উপার্জন কিছুটা হলেও তাদের ভরসা ছিল। শাব্বিরকে কেন্দ্র করেই তাদের বেঁচে থাকার এবং ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ছিল।

তবে, সেই স্বপ্ন সন্ত্রাসীদের হামলায় নির্মমভাবে বিনষ্ট হয়েছে। শাব্বিরের মৃত্যুর পর তার পরিবার একেবারে ভেঙে পড়েছে, বিশেষ করে তার স্ত্রী তন্বা আকতার, যার বয়স মাত্র ১৮ বছর। তন্বা তাদের ছোট ছেলে সন্তানকে নিয়ে এখন চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

যেভাবে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন

৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের দিনটি শাব্বির হোসেনের জীবনের শেষ, কিন্তু তার সাহসের গল্প আজও জীবিত ও শ্বাস্বত। সারা দেশ যখন হাসিনার পতনের জন্য এক দফা নিয়ে মাঠে,আপামর জন সাধারণ কাঁধে কাধ মিলিয়ে তার পতনের জন্য সচেষ্ট। দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবাদের ঘাটি লক্ষ্মীপুর তার ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ্মীপুরের মাদাম ব্রিজ-ঝুমুর এলাকায় হাজারো ছাত্র-জনতা সমবেত হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তবে সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ অন্ধকারে ঢেকে গেল যখন আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী, যুবলীগ, এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিরীহ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাটা রাইফেল ও মরণাস্ত্র ছিলো তাদের প্রধান উপাদান। যার বিপরীতে সাধারণ ছাত্র জনতার হাতে ছিলো ইট পাটকেল এবং সাধারণ বাঁশের লাঠি। রাষ্ট্রীয় ও সরকার দলীয় ক্যাডারদের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মরক্ষা করার এটাই ছিলো একমাত্র অবলম্বন। প্রতিবাদের সেই মিছিলে শাব্বির ছিল সামনের সারিতে, সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

আচমকাই গোলাগুলির আওয়াজ, তারপর ধোঁয়া। শাব্বিরের বুক পেরিয়ে তীক্ষ্ণ গুলিটি বিদ্ধ করে তাকে। গুলি খেয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রক্তে লাল হয়ে যায় সবুজ ঘাস। কিন্তু এতেই শেষ নয়–জালিমরা সেখানেই থামেনি। লাঠি হাতে নিয়ে শাব্বিরের নিথর দেহকে পিটিয়ে তারা তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। তার নিস্তেজ শরীরটি তখন কাঁপছিল না, নিঃশ্বাসগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল, কিন্তু শাব্বিরের নিঃশব্দ প্রতিবাদ সেই মাটিতে স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। এ যেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের কথা মনে করিয়ে দেয়। শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় কোনো ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাকে দাফন করা হলো। যেন তার মৃত্যু আর বিচার এদেশের বুকে এক ফেলে আসা কাহিনী। শাব্বির, যিনি ছিলেন আন্দোলনের প্রতীক, প্রতিবাদে প্রতিদিনই উপস্থিত থাকতেন, তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি লিখিত হলো রক্তের অক্ষরে। সাহসী সেই তরুণ, যিনি কখনও পিছু হটেননি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন, তার শোকার্ত মৃত্যু দেশের বিবেককে নাড়া দেয়।

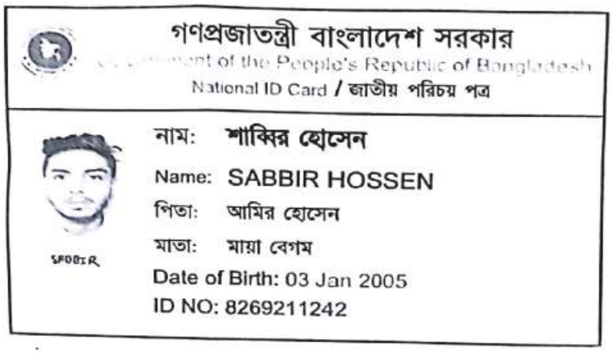
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
...ent of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: শাব্বির হোসেন
Name: SABBIR HOSSEN
পিতা: আমির হোসেন
মাতা: মায়া বেগম
Date of Birth: 03 Jan 2005
ID NO: 8269211242

এক নজরে শহীদ শাব্বির হোসেন

নাম	: শাব্বির হোসেন
পেশা	: ছাত্র, দালালবাজার ডিগ্রী কলেজ, লক্ষ্মীপুর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৩ জানুয়ারি ২০০৫, ১৯ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: ভবানীগঞ্জ, শরীফপুর, সদর, লক্ষ্মীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: সমশেরবাদ, মনির উদ্দীন পাটোয়ারীর বাড়ি, মনির উদ্দীন পাটোয়ারীর বাড়ি
পিতা	: আমির হোসেন (৫৮), দিনমজুর
মাতা	: মায়া বেগম (৪৫), গৃহিনী
পরিবারের আয়	: ১০০০০/- আয়ের উৎস-দিনমজুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
শ্রাবন্তী আক্তার	: বয়স-১৮, শিক্ষার্থী-দ্বাদশ শ্রেণী, সম্পর্ক-ছেলে
সামিয়া আক্তার	: বয়স-১৮, শিক্ষার্থী, ৪র্থ (সম্পর্ক-বোন) তার স্ত্রী ছোট ছেলে সন্তান রয়েছে
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: লক্ষ্মীপুর মেয়র তাহেরের বাসার সামনে
আক্রমণকারী	: স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী
দাফন করা হয়	: সদর লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/LfQW4fnKzcTEtuyT7
প্রস্তাবনা	: বাসস্থান
প্রয়োজন	: বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেয়া যেতে পারে

শহীদ কাউছার হোসেন

ক্রমিক : ৫০৫

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৪

“আমার বড় ছেলে, আমার কলিজার টুকরা”

শহীদ পরিচিতি

১০ জানুয়ারি ২০০১ সাল। লক্ষীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার উত্তর জয়পুর গ্রামের ইসমাইল হোসেন ও জোসনা আক্তারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন কাউসার হোসেন। শহীদ পিতা পেশায় দিনমজুর এবং জননী গৃহিণী। ছোটবেলা থেকে জনয়িতার অভাবের সংসারে বড় হয়েছেন শহীদ ইসমাইল হোসেন। পরিবারে দুই ভাই এক বোন রয়েছে। সন্তানদেরকে টানাপড়েনের সংসারে ভীষণ কষ্টে লেখাপড়া করিয়েছেন জনাব ইসমাইল। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একদিন তাঁর বড় ছেলে লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হবে। সংসারের হাল ধরবে। বড় চাকরি করে পরিবারের অর্থ কষ্ট দূর করবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন হঠাৎ মাটির সাথে মিশিয়ে দিল আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা।

শহীদ কাউসার হোসেন ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। লেখাপড়ায় ছিলেন খুবই মনোযোগী। নিজ উপজেলার বিদ্যাপীঠ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাস করে মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি। এইচএসসি পরীক্ষায়ও সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর নিজের স্বপ্নকে মেলে ধরার জন্য তিনি ভর্তি হন লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে। শাহাদাত বরণের আগ পর্যন্ত তিনি এই কলেজের সম্মান তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

০৪ আগস্ট ২০২৪ রবিবার। সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে গণঅবস্থান এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। ছাত্র-জনতা এবং সাধারণ জনতা মিলেমিশে একাকার হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। লক্ষ্মীপুরে সাধারণ শিক্ষার্থী ও জনতা সদর থানার পাশে বিক্ষোভ মিছিল করে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশে সেদিন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্র-জনতার ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। নিরপরাধ, নিষ্পাপ, শান্তিকামী ছাত্র জনতার উপর লক্ষ্মীপুর যুবলীগের সভাপতি সালাউদ্দিন টিপুর নেতৃত্বে সাইফুদ্দিন আফলু, হুমায়ুন কবির পাটোয়ারীসহ অসংখ্য সন্ত্রাসীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন অসংখ্য নিরপরাধ ছাত্র-জনতা।

হঠাৎ ঘাতকের একটি বুলেট কাউছার হোসেনের শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তাক্ত জখম শরীরে রাজপথে অচেতন হয়ে পড়ে থাকেন। রাজপথের সহযোদ্ধারা হামলা এবং গুলি উপেক্ষা করে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানায়- তিনি আর নেই। ইতিমধ্যে মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন। এভাবেই জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাতের সুধা পান করেন শহীদ কাউছার হোসেন।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদকে হারিয়ে এই মুহূর্তে তাঁর পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরিবারের সবচেয়ে দায়িত্ববান ছেলে ছিলেন কাউছার হোসেন। শহীদ পিতার বর্তমানে বয়স হয়েছে। একপ্রকার অক্ষম হয়ে পড়েছেন তিনি। শহীদ লেখাপড়ার পাশাপাশি টিউশন করে সংসারের হাল ধরেছিলেন।

সাহসী তরুণ কাউসার হোসেন

শহীদ কাউছার হোসেন এদেশের তরুণ সমাজের রোল মডেল। সেদিন শত শত আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বুলেটের সামনে নিজের বুক চিতিয়ে দিয়ে এদেশের মানুষকে মুক্ত করেছেন। নিয়ে এসেছেন স্বাধীনতার ঝলমল সূর্য। ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে তিনি সাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্লোগান দিয়েছেন। সাহস যুগিয়েছেন ছাত্র জনতাকে। নিজে শাহাদাতবরণ করার মাধ্যমে তিনি সাক্ষী দিয়ে গেলেন, সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং মিথ্যা অপসারিত।

সত্যের পতাকাবাহী কাউছার

কাউছার হোসেন ছিলেন সব সময় সত্যপন্থী। সত্যের পথে চলতেন। সত্য কথা বলতেন। মানুষকে সত্যের আহবান জানাতেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। ছাত্র জনতার মাঝে ইসলামে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন। তিনি আজীবন এদেশের মানুষের জন্য সত্যের পতাকাবাহী হয়ে বেঁচে থাকবেন।

অভিমত

শহীদ জননী অবিরত ছেলের জন্য কেঁদে চলেছেন। কাউছারের কথা মনে পড়তেই দরজার কাছে ছুটে আসেন। তিনি বলেন, "আমার বড় ছেলে, আমার কলিজার টুকরা। আমার ছেলেটাকে কেন মারলো? যারা আমার ছেলেকে মেরেছে আমি তাদের ফাঁসি চাই।"

শহীদের একমাত্র বোন ফিরোজা আফরোজ বলেন, "আমার ভাই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। পরিবারের দায়িত্ব পালন করা কালীন আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে মারলো। এখন আমার বৃদ্ধ মা-বাবার কি হবে? কে আমার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াবে"।

এক নজরে শহীদ কাউছার হোসেন

নাম	:	কাউছার হোসেন
পেশা	:	ছাত্র, লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, শ্রেণি: সম্মান তৃতীয় বর্ষ, বিভাগ: পদার্থ বিজ্ঞান
জন্ম তারিখ ও বয়স	:	১০ জানুয়ারি ২০০১, ২৩ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	:	০৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার
শাহাদাত বরণের স্থান	:	লক্ষ্মীপুর সালাহ উদ্দীন টিপুর বাড়ির সামনে
দাফন করা হয়	:	নিজগ্রাম, জয়পুর, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	:	https://maps.app.goo.gl/QhuazeU5D6o89uZz9
স্থায়ী ঠিকানা	:	জয়পুর, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
পিতা	:	ইসমাইল হোসেন
মাতা	:	জোসনা আক্তার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	:	একটি টিনের বাড়ি আছে। অল্প বসতি জমি রয়েছে।
ভাই বোনের বিবরণ:		
১. ফিরোজা আফরোজ, বয়স	:	২৮, সম্পর্ক: বোন (বিবাহিতা)
২. কাদের আমিন বিপুল বয়স, বয়স	:	১৯, পেশা: ছাত্র, সম্পর্ক: ভাই

প্রস্তাবনা

১. শহীদের ভাইয়ের লেখা পড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে

২. শহীদের বাসস্থানকে থাকার উপযোগী করে দেয়া যেতে পারে

৩. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহায়তা দেয়া যেতে পারে

শহীদ ইউনুছ আলী শাওন

ক্রমিক : ৫০৬
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৫

শহীদ পরিচিতি

লক্ষ্মীপুর জেলার সবুজ-শ্যামল দক্ষিণ মাগুরী গ্রাম। এখানে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় লুকিয়ে আছে সরলতা, আর সেই সরলতার আঁচলে বেড়ে উঠেছিলেন শহীদ ইউনুছ আলী শাওন। ২০০৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব যেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি–একদিকে গ্রাম্য জীবনের সরলতা, অন্যদিকে অভাব-অনটনের চাপ। শাওনের বাবা আবুল বাশার, একজন সৎ ও পরিশ্রমী কৃষক। প্রতিদিন মাঠের ফসলের সাথেই লড়ে যেতেন তিনি, যেন মাটির গন্ধেই জীবনের শক্তি খুঁজে পান।

শহীদের মা, কুলসুমা বেগম, সংসারের প্রতিটি কোণায় মায়ার হাত রেখে আগলে রাখতেন সন্তানদের। গৃহিণীর মতোই নিঃশব্দে, ত্যাগে-সমর্পণে জীবনের প্রতিটি দিন কাটাতেন তিনি। এই পরিবারে জন্ম নেওয়া শাওন, ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন সংগ্রামের রূপরেখা। কিন্তু এই সংগ্রাম তাঁকে কখনো ভেঙে দেয়নি, বরং শক্তির উৎস হয়ে ধরা দিয়েছে। সবুজ গ্রামে ঘেরা তাঁর শৈশব, দারিদ্রের ঘেরাটোপে বাঁধা থাকলেও, মাটির মতোই গভীর আর শান্ত ছিল।

কর্মজীবন: শহীদ ইউনুছ আলী শাওন, দারিদ্রের অন্ধকারে জন্ম নিয়ে যিনি কখনো দমে যাননি। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিনই ছিল সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। ছোট্ট গ্রামে শৈশব কাটলেও, অর্থনৈতিক কষ্ট তাঁকে বইয়ের পাতা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। সংসারের দায়ভার কাঁধে নিয়ে, কিশোর বয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তিনি। শাওনের হৃদয়ের গভীরে ছিল একটি স্বপ্ন–পরিবারের মুখে হাসি ফুটানোর। মা-বাবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তিনি ছেড়ে আসেন তাঁর শৈশবের গ্রাম, পা রাখেন নিষ্ঠুর শহরের পাথুরে পথে। নারায়ণগঞ্জের এক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির তীব্র যান্ত্রিক শব্দের মধ্যে, শাওনের জীবন ঘনীভূত হয় শ্রম আর ত্যাগের রক্তে। অল্প বেতনের সামান্য অংশ দিয়ে নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর পর, বাকি সবটুকু পাঠাতেন প্রিয় পরিবারে।

প্রতিটি টাকা যেন মায়ের হাসির ফোয়ারা হয়ে ফোটে, বাবার কপালের চিন্তার ভাজ মুছে যায়–এমনটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু সেই স্বপ্নের শহর, যেটিতে সুখ খুঁজতে তিনি এসেছিলেন, তা তাঁকে এক নির্মম পরিহাসে মুছে দেয়। অচেনা নগরীর পাথরে পাথরে ঘুরে বেড়ানো শাওনের হৃদয় যখন ক্লান্ত, তখনই মৃত্যু তাঁকে করে নেয় আপন। শহরের কঠিন পথ, যেখান থেকে তিনি আশার আলো খুঁজতে চেয়েছিলেন, সেখানেই তিনি নিস্তব্ধ হয়ে যান চিরতরে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি: শহীদ ইউনুছ আলী শাওন ছিলেন এক অমায়িক, সাহসী এবং নির্লোভ মানুষ। তাঁর চলাফেরা ছিল এমনই সুন্দর ও শুদ্ধ, যা প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে যেত। দেশের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল স্পষ্ট প্রতিটি কথায় ও কাজে। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্য দিয়ে দেশকে সেবা করাই প্রকৃত ভালোবাসা।মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, শাওনের চাচাতো ভাই, গভীর শোকের সুরে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, "শাওন কখনো কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। তাঁর আচরণ ছিল সবার প্রতি অমায়িক এবং শ্রদ্ধাশীল।" প্রতিবেশীদের প্রতি শাওনের ব্যবহার ছিল অতুলনীয়, এবং তাঁর এ স্নেহশীলতা তাঁকে সবার প্রিয় করে তুলেছিল। শাওনের মতো সাহসী, সদালাপী এবং সৎ একজন মানুষকে হারিয়ে শুধু পরিবার নয়, পুরো সমাজ আজ শোকের সাগরে ভাসছে। তাঁর ভালোবাসা, সততা আর নিরহংকার জীবনযাপন সকলের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে।

যেভাবে ভাইকে হারালাম: ২০ জুলাই ২০২৪, শনিবার–বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তে লেখা এক বর্বরতম দিন। সেই দিনটি ছিল যেন মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়ানক অধ্যায়ের সূচনা, যেদিন আওয়ামী স্বৈরাচারী সরকার তাদের ক্ষমতার লাঠিকে আঘাত হানে ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামা ছাত্র-জনতার উপর। সারা দেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে আন্দোলনের চিৎকার নিস্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা, যেন প্রতিবাদের কণ্ঠগুলোকে নীরব করে দেওয়ার নিষ্ঠুর প্রয়াস।

ঢাকার শনির আখড়া এলাকায় দুপুরের দিকে এক দৃপ্ত ভোরের অপেক্ষা করছিল। পথে পথে ভিড় জমে উঠছিল–ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সাধারণ মানুষও নেমে এসেছিল রাজপথে। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই–বৈষম্য আর স্বৈরাচারের শৃঙ্খল ভেঙে গড়তে হবে একটি নতুন বাংলাদেশ। আর সেই সংগ্রামের মিছিলে দৃঢ় পদক্ষেপে যোগ দিয়েছিলেন ইউনুস আলী শাওন, এক সাহসী যুবক যিনি নিজের জীবন বাজি রেখে দেশ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করেই প্রতিবাদের সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রূপ নেয় বিভীষিকায়। হাসিনা সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহীম ফরাজি ও সেক্রেটারি আকতারের নেতৃত্বে শতশত গুন্ডাদের নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর চালায় সরাসরি গুলি। কোন নিয়ম-নীতি, মানবিকতার তুচ্ছতম ধারাও তারা মানেনি। বুলেটের পর বুলেট ছুটতে থাকে নিরীহ ছাত্র-জনতার দিকে। এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু বদলে যায়–আকাশে ছড়িয়ে পড়ে কান্না আর আতঙ্ক। জনতার মিছিল ভেঙে যায় রক্তের ধারায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অসংখ্য প্রাণ।

ইউনুছ আলী শাওন ও সেই নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে বিদ্ধ হন। সহকর্মীরা দিশেহারা হয়ে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও, স্থানীয় আওয়ামী নেতারা সেই মানবিক প্রয়াসেও বাধা দেয়। কিন্তু কোনো বাধা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। জনতার দাবির কাতারে নেমে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ ছিল অদম্য। স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিলেও, সময়ের ঘূর্ণিতে জীবনকে টেনে রাখা যায়নি। ইউনুছ আলী শাউন শেষ মুহূর্তে চোখ বুজলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় তখনো বলছিল স্বাধীনতার গান, অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার। তিনি হাসিমুখে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন, পান করলেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। তাঁর রক্তে লাল হলো বাংলাদেশের মাটি, সেই মাটি যার জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন।

কেমন আছেন শহীদের পরিবার: শহীদ ইউনুছ আলী শাওনকে হারিয়ে তাঁর পরিবার এখন শোকে ভেঙে পড়েছে, যেন গোটা সংসারটি শূন্যতায় ঢেকে গেছে। মায়ের বুক জুড়ে শুধুই কান্নার

অনুরণন, আর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে উঠে আসে একটাই নাম-শাওন। কুলসুমা বেগম, তাঁর একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে যেন জীবনের সব রং হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিটি স্মৃতিতে ছেলেকে মনে করে চোখের জল বাঁধ মানে না। প্রতিটি দিন কাটে সন্তানহীন মায়ের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায়। অন্যদিকে, শাওনের বাবা আবুল বাসার, যিনি ছিলেন গ্রার্মের একজন সাধারণ মানুষ, আজ অসহায় বোধ করছেন। তাঁর হৃদয়ে একটাই প্রশ্ন জেগে ওঠে বারবার–কি অপরাধ ছিল তাঁর ছেলের? ছোট্ট একটি দোকানের কর্মী হয়ে, কী এমন অন্যায় করেছিল যে আওয়ামীলীগ সরকার তাঁকে সহ্য করতে পারল না? এই প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা, কিন্তু শোকের ভার তাঁকে নতজানু করেছে।

তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিল ইউনুস আলী শাওন। ছোট বলে, পরিবারে সবার আদরের পাত্র ছিল সে। ভাই-বোনদের ভালোবাসা আর স্নেহে শাওন বড় হয়ে উঠলেও, তাঁর জীবনের প্রদীপটি অকালে নিভে গেছে। সেই আদরের ভাইটি আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতিরা যেন ঘরের প্রতিটি কোণে বেঁচে আছে। পরিবারে আজ কেবলই শূণ্যতা আর স্মৃতির ভার।

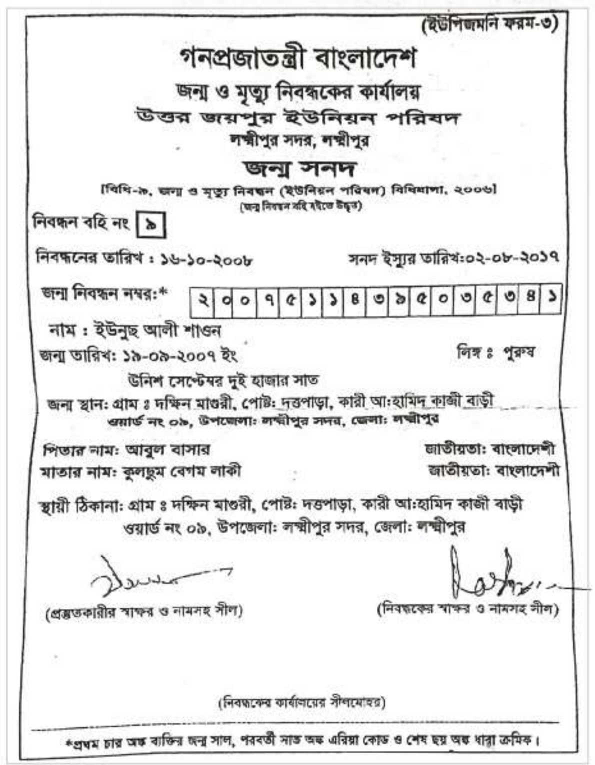

(ইউপিজমনি ফরম-৩)

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

উত্তর জয়পুর ইউনিয়ন পরিষদ

লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

জন্ম সনদ

[বিধি-৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্বৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৯

নিবন্ধনের তারিখ : ১৬-১০-২০০৮ সনদ ইস্যুর তারিখ:০২-০৮-২০১৭

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৭৫১১৪৩৯৫০৩৫৩৪১

নাম : ইউনুছ আলী শাওন

জন্ম তারিখ: ১৯-০৯-২০০৭ ইং লিঙ্গ : পুরুষ

উনিশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার সাত

জন্ম স্থান: গ্রাম : দক্ষিন মাগুরী, পোষ্ট: দত্তপাড়া, কারী আ:হামিদ কাজী বাড়ী
ওয়ার্ড নং ০৯, উপজেলা: লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর

পিতার নাম: আবুল বাসার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: কুলছুম বেগম লাকী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম : দক্ষিন মাগুরী, পোষ্ট: দত্তপাড়া, কারী আ:হামিদ কাজী বাড়ী
ওয়ার্ড নং ০৯, উপজেলা: লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

*প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ধারা ক্রমিক।

এক নজরে শহীদ ইউনুছ আলী শাওন

নাম	: ইউনুছ আলী শাওন, দোকান কর্মী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৯-০৯-২০০৭, ১৬ বছর
পেশা	: দোকান কর্মী
	: গ্রাম: দক্ষিণ মাগুরী, ইউনিয়ন: ৯নং উত্তর জয়পুর, থানা-চন্দ্রগঞ্জ, জেলা-লক্ষ্মীপুর
পিতা	: আবুল বাসার, কৃষক
মাতা	: কুলসুম বেগম, গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫
	: ওমর ফারুক, বয়স-৩৬ চাকরি, হামদর্দ কারখানা, মেঘনা, কুমিল্লা, সম্পর্ক: ভাই
	: কামরুল হোসেন, বয়স- ৩২, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, সম্পর্ক- ভাই
	: শিউলি আক্তার, বয়স-৩৮, গৃহিণী, সম্পর্ক- ভাই
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪ সাল
শাহাদাত বরণের স্থান	: শনির আখড়া
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী পুলিশবাহিনী
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে, দক্ষিণ মাগুরী, উত্তর জয়পুর, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/9XQ8HxErPddcHrBV6

প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন। বাবার জন্য ভালো কোন কর্মসংস্থান করা দরকার

শহীদ মো: মাযহারুল ইসলাম (মাশরুর)

ক্রমিক: ৫০৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মাজহারুল ইসলাম ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে পশ্চিম চর ফলকন কমলনগর লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতার নাম আব্দুল খালেক মিজী। তিনি বয়সের কারণে এখন আর কোনো কাজ করতে পারেন না। মায়ের নাম শামসুন্নাহার। তার বয়সও সত্তর বছর। তিনিও তেমন কিছুই করতে পারেন না। শহীদ মাজহার তার নিজ গ্রামে বড় হন। এখানেই পড়াশোনা করেন গ্রামে। এলাকাবাসী সবার সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। সবাই তার প্রশংসা করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম। সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। নিজ গ্রামেই তার পড়াশুনার হাতেকড়ি হয়। লক্ষ্মীপুর খায়েরহাট আলিম মাদ্রাসা থেকে তিনি আলিম পাস করেন; পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসা থেকে সরে জামিয়া পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

কর্মজীবন

পড়াশোনা শেষ করে তিনি দারুল আরকাম কওমি মাদ্রাসা নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘদিন এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজে পড়তেন এবং শিক্ষার্থীদের পড়াতে ভালোবাসতেন। তার অনেক শিক্ষার্থী বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পরিবারের সমৃদ্ধির জন্য তিনি একসময় মাদ্রাসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেন। বিসমিল্লাহ বাণিজ্যালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি কর্মরত ছিলেন। এটি গাজীপুর বিশ্বরোড শামসুদ্দিন সরকার সুপার মার্কেটে অবস্থিত। শাহাদাতে আগ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারীসহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শাহাদাত বরণ করেন

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয়ের দিন। দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয় এই দিনে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা এই দিন ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মুখে পালিয়ে ভারত চলে যান। বিজয়ের দিন হলেও দিনটি ছিল মানুষের জন্য বেদনাদায়ক। শহীদ মাজহারুল ইসলাম এর মত অসংখ্য নিরপরাধ জনতা কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এই দিনে। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাকা মার্চে দেখা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সকালে বাসা থেকে বের হয়। ছাত্র-জনতার সাথে মিছিলে অংশগ্রহণ করে গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার সামনে গেলে পুলিশ জনতার উপর উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়ে। এতে ঘটনাস্থলে অনেকেই নিহত হয়। একটি গুলি এসে মাজহারুল ইসলামের গায়ে লাগে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পথচারীরা তাকে তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিকাল চারটার দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ মাজহারুল ইসলামকে হারিয়ে তার পরিবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে

পড়েছে। তিন বছরের শিশু নাজিফা আক্তার তার বাবাকে না পেয়ে প্রতিদিন কান্না করে। তার স্ত্রী এখন ৮ মাসের সন্তান সম্ভবা। তার অনাগত সন্তানে জানে না তার বাবা নাই পৃথিবীতে। স্ত্রী বিবি সালমা বিরহ ব্যথা এবং প্রসব ব্যথা এই দুইটাতে একসাথে ভুগছেন। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। স্বামীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করলেই কান্না করছেন আর বলছেন আমার কি হবে, আমার তিন বছর বয়সী সন্তানের কি হবে, আর অনাগত সন্তানের কি হবে! আমার স্বামী কোন দোষ করেনি। কেন তাকে মারা হলো? আমি আমার স্বামীকে যারা হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি চাই। মাজহারুল ইসলামের ৭০ বছর বয়সী মা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তার ছেলে দুনিয়াতে আর নাই। তিনি সন্তানকে হারিয়ে শারীরিকভাবে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ৮০ বছর বয়সী বাবা ও সন্তানের জন্য কান্না করেন নিয়মিত।

আমার ভাই মো: মাযহারুল ইসলাম। সে একজন সমাজসেবক ছিলেন। তিনি একজন মাদ্রাসার শিক্ষকও। তিনি দেশ ও জাতিকে অনেক ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার গুণ দেখে অত্র এলাকা ও বন্ধু সকলে তার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট ছিলো। আমার ভাই আমাদেরকে অনেক ভালবাসতেন। আমরাও আমার ভাইকে ভালোবাসি; ভাইকে হারিয়ে আমরা আজ অনেক ব্যথিত।

শোকাহত এলাকাবাসী

একজন তরুণ উদীয়মান আলেমকে হারিয়ে এলাকাবাসী খুবই শোকাহত। প্রতিবেশীরা নিয়মিত তাকে স্মরণ করছেন। তার চরিত্রের প্রশংসা করছেন। তার ভাই হুমায়ুন কবির বলেন, আমার ভাই মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। নিরলসভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। একই সাথে তিনি একজন আলেম ও মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন। কেন তাকে গুলি করে মারা হলো?

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ মাযহারুল ইসলামের বিসমিল্লাহ বাণিজ্যালয় নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিলো। এটি বাইপাল এলাকার বিশ্বরোডের ভোগড়া অঞ্চলের গাজীপুরের আলহাজ শামসুদ্দিন সরকার সুপার মার্কেটে অবস্থিত।

মাযহারুলের শাহাদাতের পর পরিবারে উপার্জনক্ষম আর কেউ নেই। তার এক মেয়ে অসুস্থ। যার বয়স তিন বছর এবং স্ত্রী এখন সন্তান সম্ভবা আট মাস। শহীদের বৃদ্ধ বাবা মা আছেন।

একনজরে শহীদ মাজহারুল ইসলাম

নাম	: মাজহারুল ইসলাম
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০১-০১-১৯৯৫
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগষ্ট ২০২৪ , সোমবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: তাজ উদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে, পশ্চিম চরফলকন, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/bFYZQEMPceS55mBY8
স্থায়ী ঠিকানা	: পশ্চিম চরফলকন, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর
পিতা	: আব্দুল খালেক মিজি
মাতা	: শামসুন্নাহার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: একটি টিনের বাড়ি আছে। অল্প ভিটা জমি আছে
সন্তানাদির বিবরণ	: তিন বছরের এক মেয়ে আছে। স্ত্রী এখন আট মাসের সন্তান সম্ভবা

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে জন্য বাসস্থান প্রয়োজন

২. শহীদের বাবার জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ

ক্রমিক: ৫০৮
আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৭

শহীদ পরিচিতি

ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার দক্ষিণ আনন্দপুর গ্রামে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ। বাবা নেছার আহাম্মদ এবং মা ফাতেমা আক্তার। ছোট দুটি বোন রয়েছে তার। তিনি পড়াশোনা করতেন ফেনী সরকারি কলেজে। তার স্বপ্ন ছিলো পড়াশোনা শেষে পরিবারের হাল ধরবেন, বাবা মায়ের মুখে হাসি ফুটাবেন। কিন্তু স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের পালিত সন্ত্রাসীর বুলেট শ্রাবণের সে স্বপ্ন কেড়ে নিলো।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়।

উত্তপ্ত রাজপথ

ভোটচোর আওয়ামী সরকার তার গুম-খুন রাজনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জুলাইয়ের শুরুতে ছাত্রদের করা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে ভিন্নখাতে ঘুরানোর জন্য নানা রকম কুটচাল চালতে থাকে। তাদের কোনো চালে ধরা না দিয়ে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমন দৃঢ়তা দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে স্বৈরাচার সরকার। ১৬ জুলাই থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নৈরাজ্য; গুম, খুন ও হত্যা সহ নানা অপকর্ম।

১৭, ১৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালায় গণহত্যা! শহীদের মিছিলে যুক্ত হয় আবু সাঈদ আর মুগ্ধ'র মতো শত শত শিক্ষার্থীর নাম।

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রদের খুনে হাত রাঙানো স্বৈরাচারী হাসিনা ইন্টারনেট বন্ধ করে সারাদেশে কারফিউ জারি করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জরুরী কাজ ছাড়া কেউ বাসা থেকে বের হতে পারবে না। যেকোনো জায়গায় ১০/১২ জন একসাথে দেখলেই কোনো সতর্কতা ছাড়া চালানো হচ্ছে গুলি।

তারপর একটার পর একটা দিন গেছে আর ফাল্গুনের গাছের শুকনো পাতার মতো দল বেধে ঝরে গেছে বাংলার সোনার সন্তানেরা। প্রতি দিন গণহত্যা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে রাজপথে নামে স্কুল, কলেজ,

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ছাত্ররাই অজেয়- এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে চলাকালীন তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। এর ফলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ছাত্র আন্দোলন 'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই তাদের যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ। পরিবারে অভাব অনটন মাথায় রেখে স্বপ্ন দেখা তরুণ প্রজন্মের আইডল শহীদ ইশতিয়াক পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তা কখনো কল্পনাতীত ছিল না।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। আরও ভয়ংকর হয়ে উঠে খুনি সরকারের পৈশাচিকতা। কি নারী কি পুরুষ; কি যুবক কি শিশু; কোনো কিছুই বিবেচনা করে না খুনি হাসিনার গুন্ডাবাহিনীরা। যাকে যেভাবে পাচ্ছে তাকে সেভাবেই হত্যা করছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। নিজের সন্তানদের রক্ষায় রাজপথে নেমে এসেছে সবাই। এবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন হয়ে গেছে এদেশের আপামর জনতার আন্দোলন; গণমানুষের আন্দোলন। সবাই মিলে একযোগে ডাক দিলো নতুন এক বিপ্লবের। সব দফা সব দাবি একত্রিত হয়ে নতুন স্লোগান হয়েছে 'এক দফা এক দাবি হাসিনা তুই কবে যাবি?'

এবার প্রতিটি জেলায়, থানায়, গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বিপ্লব। শ্রাবণের ফেনীতেও লেগেছে জুলাই বিপ্লবের আগুন। যে আন্দোলনে আবু সাঈদ, মুগ্ধ ভাইয়াদের মতো শত শত মেধাবী শিক্ষার্থীরা শহীদ হয়েছে সে আন্দোলনে শ্রাবণ যেতে চায়। মরবে না বাচবে সেই চিন্তা করার এখন সময় নাই।

ঢাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর গুলি ছুঁড়ছে রক্তপিপাসু খুনি হাসিনা সরকার। একজন শিশু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছে। স্বৈরাচার প্রশাসন কোথাও চার-পাঁচজন একত্রিত হতে দেখলেই গুলি করছে। রাজনৈতিক দলের নেতা, সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, আলেম-ওলামা যে-ই সরকারের এই তাণ্ডবের প্রতিবাদ করছে তার উপরই নেমে আসছে গ্রেফতার, জেল-জুলুম, গুম, হত্যা আর নানাবিধ লাঞ্ছনা বঞ্চনা। গণগ্রেফতারে ভরে ফেলেছে সারা দেশের কারাগার।

৪ আগস্ট, সরকার পতনের একদফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাকা অবৈধ সরকারের বিপক্ষে সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ব্যাপক সংঘাত হয়। অবৈধ স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নৈরাজ্য যেন একাত্তরের পাকবাহিনীর সন্ত্রাসকেও হার মানায়। মানুষ যেন দিনে দুপুরে প্রত্যক্ষ করছে ২৫ মার্চের কাল রাত!

পরিস্থিতি এমন দেখে বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহবান জানায়। শুরুতে ৬ আগস্ট ' মার্চ টু ঢাকা ' কর্মসূচি জানানো হলেও পরে তা একদিন আগে ৫ আগস্ট করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

আন্দোলনে যোগদান

বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন ইশতিয়াক আহমেদ মত সচেতন তরুণ, মেধাবী শিক্ষার্থী কি বসে থাকতে পারে? তার হৃদয়ে কি দাগ কাটতে পারেনা? রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা দেখে সমাজ সচেতন একজন শ্রাবণের মনেও আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ;

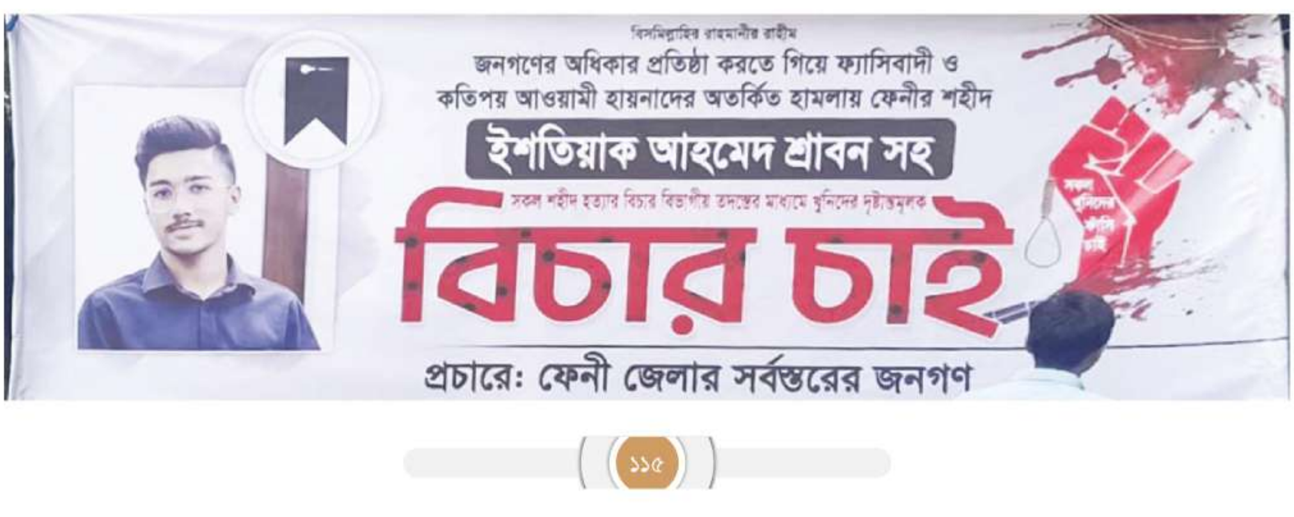

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: ইশতিয়াক আহমেদ
Name: ISHTIAK AHMED
পিতা: নেছার আহাম্মদ
মাতা: ফাতেমা আক্তার
Date of Birth: 16 Dec 2004
ID NO: 9584932413

ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী। ৪ আগস্ট ২০২৪ মহীপাল সার্কিট হাউস রোডে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইশতিয়াক ইশতিয়াক আহমেদ।

যেভাবে শহীদ হলেন

৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার। মহীপাল সার্কিট হাউস রোডে আন্দোলন রত মিছিলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইশতিয়াক ইশতিয়াক আহমেদ। আন্দোলনরত মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে থামতে অকস্মাৎ নির্বিচারে আক্রমণ করে বসে রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী হাসিনার পালিত ঘাতকের দল। মিছিলের উপর আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ শুরু করে; মুহুর্তেই হায়েনার মত হিংস্র হয়ে উঠে মরণ কামড় দেয়। বালিগাও ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বাবলু ও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা কালামোহনসহ আরও অনেক লোক উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়ছিলেন। হঠাত কয়েকটি গুলি এসে লাগে ইশতিয়াক আহমেদের মাথায় ও পিঠে। মাথায় গুলি লাগার

সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন; আর শহদি কাফেলায় নিজের নাম যুক্ত করেন ইশতিয়াক আহমেদ। আওয়ামি কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের নৃশংস বর্বতার স্বীকার হয়ে অকালে ঝরে গেলো আরও একটি তাজা প্রাণ।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে নিজ এলাকায় শহীদের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে শহীদ ইশতিয়াক আহমেদকে এলাকার কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ ইশতিয়াক আহমেদের বাবা নেছার আহমদই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। তিনি একটি ব্রিক ফিল্ডে মাত্র ১৬ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করেন। যা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। তাদের পরিবার খুবই অসচ্ছল।

প্রিয়জনদের ভাষায় শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ

শহীদ ইশতিয়াকের মামা বলেন- শ্রাবণ খুবই বিনয়ী ছিলেন। নামাজ পড়তো নিয়মিত, সত্যবাদি ছেলে। তার জানাজায় ফেনীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লোক সমাগম হয়।

ইশতিয়াকের বন্ধু বলেন- সে খুবই ভালো মনের ছেলে, খেলা-ধুলা পছন্দ করত। তার বন্ধুদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। যেদিন শহীদ হয় সেদিন মায়ের থেকে দোয়া হিসেবে মায়ের ওড়না নিয়ে বের হয়।

একনজরে শহীদ ইশতিয়াক আহমেদ

নাম	: ইশতিয়াক আহমেদ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৬/১২/২০০৪, ২০ বছর
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক দুপুর ১:৪৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: মহিপাল সার্কিট হাউজ রোড, ফেনী
দাফন করা হয়	: দক্ষিণ আনন্দপুর, ফুলগাজী, ফেনী
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 23°04'49.1"N 91°25'55.6"E
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ আনন্দপুর, থানা/উপজেলা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
পিতা	: নেছার আহাম্মদ
মাতা	: ফাতেমা আক্তার
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: অসচ্ছল পরিবার।
ভাইবোনের বিবরণ	: ছোট দুই বোন রয়েছে।

প্রস্তাবনা

১. বাবার জন্য কোন ব্যবসার ব্যাবস্থা করে দিলে ভালো হয় (বাবা ডিগ্রি পাশ)

২. ছোট বোনদের লেখাপড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

৩. শহীদের পরিবারকে নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান করা

শহীদ ছাইদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৫০৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ছাইদুল ইসলাম ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে ফেনী সদর থানার ফাজিলপুরের ৫ নং ওয়ার্ডের কলাতলী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: রফিকুল ইসলাম এবং মাতা রাহেনা বেগম। ছাইদুল একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান, যেখানে তার বাবা কোনো অর্থ উপার্জন করতে পারতেন না এবং তার মা ছিলেন একজন গৃহিণী। পাঁচ সদস্যের এই পরিবারে তার বড় ভাই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। ছাইদুলের পরিবারে তার বাবা-মা ও তিন ভাই ছিলেন, যেখানে ছাইদুল ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান।

ছাইদুল ইসলাম ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ফাজিলপুর ডাব্লিউ-বি কাদরি উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন। তার মেধা, মনন ও অধ্যবসায় তাকে সহপাঠীদের মাঝে অন্যতম করে তোলে। এসএসসি পাশ করার পর তিনি বারিয়ারহাট ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হন এবং ২০২৪ সালে তার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তিনি তার পরিবার এবং গ্রামের জন্য একটি আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতেন এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ছাইদুল ছিলেন একজন অত্যন্ত বিনয়ী, দেশপ্রেমিক ও সচেতন তরুণ। তিনি ছোটবেলা থেকেই সমাজের বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনের জন্য তার প্রবল আগ্রহ ছিল। তার চিন্তাধারা ছিল সমাজের জন্য কিছু করা এবং দেশের উন্নতির জন্য নিজেকে নিবেদিত করা। তরুণ বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন, যা তার সমাজ সচেতন ও দেশপ্রেমিক মনোভাবের প্রকাশ।দেশের নানা অন্যায়-দুর্নীতি নিয়ে সে সব সময় সরব ছিল। খেলাধুলায় ছিল তার প্রবল আগ্রহ।

পরিবারের একমাত্র সদস্য যিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠন করা, কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি অল্প বয়সেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মাসে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০২৪ সালে জুলাই মাসের শুরুতেই মূলত শুরু হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটার সংস্কার আন্দোলন। মেধার ভিত্তিতে দেশকে গড়ার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে সারা দেশের ছাত্রসমাজ। শহীদ ছাইদুল ইসলাম নিয়মিতই আন্দোলনে যোগদান করতেন। শুরুতে ছাত্র-সমাজের আন্দোলন হলেও ১৫ জুলাই এরপরে একটি রূপ নেয় ছাত্র জনতার আন্দোলনে। সারাদেশে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে ও কারফিউ জারি করে সরকার। স্বৈরাচার হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ,যুবলীগ ও দলীয় সন্ত্রীরা নির্মম্ভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় ছাত্র-মাজের উপর। দেশের ক্লান্তি লগ্নে আন্দোলনকারীদের বুকে সাহস যোগানো এই তরুণ।

বরাবরের ন্যায় ৪ তারিখে মায়ের কাছে থেকে দোয়া নিয়ে ১২ টার দিকে বের হন বাড়ি থেকে। সে সময় ফেনীর মহিপালে ছাত্র জনতার আন্দোলন চলছিল। তিনিও তাদের সাথে যুক্ত হলেন। অন্যদিকে খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী,যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্র জনতার উপর আক্রমণ চালায়। রাবার বুলেট, টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে পুলিশ বাহিনী ও সন্ত্রাসীরা। এর মধ্যে তিনি আন্দোলনকারীদের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। হঠাৎ যুবলীগের ছোড়া দুইটা গুলি এসে তার ঘাড় ও বুকে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পরেন মাটিতে। পাশে থাকা আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদের পরিবার খুবই অসচ্ছল। বাবা সাধারণ ড্রাইভার। যিনি তেমন উপার্জন করতে সক্ষম নয়। পরিবারের বড় ছেলে ডেন্টাল ক্লিনিকে অল্প বেতনে চাকরি করে। ছোট ছেলে ৮ম পাশ করে বর্তমানে বেকারত্বের মধ্যে পার করছেন। সন্তানকে হারিয়ে বাবা মা দুজনই পাগলপ্রায় অবস্থা।

পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ ছাইদুলের বন্ধু মীর আসাদ বলেন- ছাইদুল খুবই বিনয়ী ছিলেন। ২০১৮ সালের কোটা আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক সে।

শহীদের বড় ভাই সহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমার ভাই ছিল আমাদের সবার থেকে আলাদা। কথাবার্তা কম বলতেন, অন্তরে দেশের জন্য ভালোবাসা লালন করতেন। রাজনৈতিকভাবে সে কখনো কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না।

শহীদের মা জানান আমার একমাত্র শিক্ষিত ছেলে, যাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছি। দেশের জন্যে সে শহীদ হয়ে গেল। আমি তাঁর বিচার চাই,খুনিদের ফাঁসি চাই।

পত্রিকার লিংক

https://shorturl.at/cLUND

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: ছাইদুল ইসলাম
Name: SAIDUL ISLAM
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: রাহেনা বেগম
Date of Birth: 23 Sep 2004
ID NO: 3775695301

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ছাইদুল ইসলাম
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: দ্বাদশ, প্রতিষ্ঠান: বারইয়ারহাট ডিগ্রি কলেজ, ফেনী
পিতা	: মো: রফিকুল ইসলাম, বয়স: ৫৪, পেশা: ড্রাইভার
মাতা	: রাহেনা বেগম, বয়স: ৪৫, পেশা: গৃহিণী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৩.০৯.২০০৪, বয়স: ২০ বছর
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: কলাতলি, ওয়ার্ড: ফাজিলপুর ৫ নং, থানা/উপজেলা: সদর, জেলা: ফেনী
স্থায়ী ঠিকানা	: মহল্লা: কলাতলি, ওয়ার্ড: ফাজিলপুর ৫ নং, থানা/উপজেলা: সদর, জেলা: ফেনী
পরিবারের সদস্য	: ৪
ভাইবোনের বিবরণ	: দুই ভাই রয়েছে
	: ১. বড় ভাই: শহীদুল ইসলাম, বয়স: ২৫, পেশা: ডেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
	: ২. নিজ: শহীদ ছাইদুল ইসলাম
	: ৩. সাকিবুল ইসলাম, বয়স: ১৭, পেশা: বেকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাশ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: অসচ্ছল পরিবার।
ঘটনার স্থান	: মহিপাল, ফেনী
আক্রমণকারী	: জিয়া উদ্দিন বাবলু, স্থানীয় যুবলীগ নেতা
আহত হওয়ার সময়, তারিখ ও স্থান	: ০৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক দুপুর ১:৫৫ টা, ফেনী
নিহত/শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ৪/৮/২৪, ১টা ৫৫ মি, মহীপাল, ফেনী
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°58'02.1"N 91°2928.7"E

“অপরাজিত সংগ্রাম স্বপ্নভঙ্গের করুণ কাহিনী”

শহীদ ওয়াকিল আহেমদ শিহাব

ক্রমিক : ৫১০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৬৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ওয়াকিল আহমদ শিহাবের জীবন এক সাহসী সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি, যা দারিদ্র ও সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল ভেদ করে অনন্য উচ্চতায় ওঠার প্রতিজ্ঞায় পরিপূর্ণ। ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি ফেনীর পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ কাশিমপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার পিতা জনাব সিরাজুল ইসলাম একজন প্রবাসী, যিনি দেশের বাইরে কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। মা মাহফুজা আক্তার একজন গৃহিণী যিনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

শহীদ ওয়াকিল দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় হয়ে তিনি পরিবারের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ছোট ভাই তখন মাদরাসায় অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে আর শিহাবের স্বপ্ন ছিল ভাইকে পড়াশোনা করিয়ে জীবনে সফলতার পথে নিয়ে যাওয়া। তার অনুপ্রেরণামূলক ও দায়িত্বশীল আচরণ ছোট ভাইয়ের প্রতি ছিল অনুকরণীয়।

অত্যন্ত বিনয়ী, পরিশ্রমী ও সহজ-সরল স্বভাবের অধিকারী শিহাব ছিলেন সকলের প্রিয়। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা আর ছোটদের প্রতি স্নেহ তাকে সমাজে একজন মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিদেশে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন। তিনি ২০২৩ সালে ফেনীর জয়লস্কর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, যা ছিল তার শিক্ষাজীবনের একটি বড় অর্জন।

কিন্তু শিহাবের সেই বড় স্বপ্নগুলো অসম্পূর্ণই থেকে যায়। ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ফেনীতে যুবলীগের সহিংস আক্রমণে শিহাব প্রাণ হারান। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, গোটা সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার ত্যাগ, সাহস, ও স্বপ্ন আমাদের সকলের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০২৪ সালের ছাত্র জনতার কোন অভ্যুত্থানের জন্য প্রাণ দিয়েছেন শহীদ ওয়াকিল আহমেদ। তিনি শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ধারাবাহিকতায় চার তারিখে তার মায়ের কাছ থেকে চুল কাটানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। পরে তার বন্ধু মাসুদের সঙ্গে ছাত্র জনতার আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য ফেনীর বহিপালে যান। তারা মহিপাল ফ্লাইওভারের নিচে অবস্থান গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে বেলা বেলা ২ টার দিকে স্বৈরাচার সরকার আওয়ামী লীগের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্র জনতা কে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। তারপর তারা ছাত্র জনতা কে লক্ষ্য করে সরাসরি গুলি চালাতে থাকে। বালিগাউ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি জিয়া উদ্দিন বাবলুর ছোঁড়া তিনটি গুলিবিদ্ধ হয় তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পরেন। সেই মুহূর্তে সেখানকার পরিস্থিতি এত ভয়াবহ ছিল যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে হসপিটালে নেওয়ার কোন পরিস্থিতি ছিল না। সে কারণে মহিপাল সার্কিট হাউস রোডেই পড়েছিল তার নিথর দেহ।একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজনও আন্দোলনকারীরা তাকে নিয়ে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে রিকশা যোগে নিয়ে যান। কিন্তু হসপিটালে যাওয়ার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সন্তানকে হারিয়ে পিতা-মাতা এখন শোকে শোকাহত। খুনি হাসিনার ক্ষমতা থাকার অভিলাষে দিতে হয়েছে মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষার্থীর প্রাণ।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ওয়াকিল আহমেদ এর পিতা প্রবাসে থাকেন। সেখান থেকেই তিনি পরিবারের ব্যবহার বহন করেন। তার পিতার স্বল্প আয়ে দুই ভাই পড়াশোনা করতেন। ছোট ভাই মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে বর্তমানে পড়াশুনা করেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও ভালোভাবেই দিন পার হচ্ছিল তাদের। তবে সন্তানের মৃত্যুর পর পিতা-মাতা শোকের বন্যায় নিমজ্জিত। যা তাদের পরিবার কোন ভাবেই বহন করতে পারছে না। স্নেহের ও ভালোবাসার সন্তান হারিয়ে পিতা-মাতা সহ তার ভাই প্রায় পাগলপ্রায় অবস্থা।

নিকটাত্মিয়ের জবানীতে শহীদ শিহাব

শিহাবের ভাতিজা ফারহান বাদন। তিনি ছিলেন খুব বিনয়ী। কারো সাথেই কখনো ঝগড়া করেনি।

শিহাবের ছোট ভাই সায়েম বলেন- আমার ভাই খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। পড়তেন। বড়দের সম্মান করতেন।

এক নপজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পুরো নাম	: শহীদ ওয়াকিল আহমদ শিহাব
জন্মতারিখ	: ২৭ জানুয়ারি, ২০০৫
জাতীয়তা	: বাংলাদেশী
পেশা	: ছাত্র ও কাজ শিখতেন
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এইচএসসি পাস ২০২৩
প্রতিষ্ঠান	: জয় লস্কর উচ্চ বিদ্যালয়
কাজ শেখার স্থান	: মহিপাল প্লাজা
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: মো: সিরাজুল ইসলাম, ৫৪ বছর, প্রবাসী
মায়ের নাম, পেশা	: মাহফুজা আক্তার, গৃহিণী
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পারিবারিক সদস্য	: ৪ জন
ভাই বোন সংখ্যা	: ২ ভাই
	: ১.বড় ভাই: নিজেই শহীদ ওয়াকিল আহেমদ শিহাব
	: ২. ছোট ভাই: ওয়ামিদ আহেমদ সায়েম, বয়স: ১৫, তামিরুল উম্মাহ ৮ম
স্থায়ী ঠিকানা	: দক্ষিণ কাশিমপুর গ্রাম, পাঁচগাছিয়া ইউনিয়ন, ফেনী সদর থানা
বর্তমান ঠিকানা	: ফেনী সদর, ফেনী
ঘটনার স্থান	: রামপুর, মহিপাল, ফেনী
আঘাতকারী	: জিয়া উদ্দিন বাবলু, সভাপতি, বালিগাঁও ইউনিয়ন যুবলীগ
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:৪৫ মিনিট, রামপুর, মহিপাল, ফেনী
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: 23°00'07.8N 91°21'02.4"E

যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলো সবে।
এমন জীবন তুমি করিও গঠন
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

শহীদ মোঃ সরোয়ার জাহান মাসুদ

ক্রমিক : ৫১১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ৭০

শহীদ পরিচিতি

বাবা মায়ের মুখ আলোকিত করে ২০০৩ সালের ২৩ নভেম্বর ফেনী জেলার দাগনভূঞা উত্তর জায়লস্কর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি নবজাতক। প্রথম সন্তান এবং পুত্র হওয়াই প্রবাসী বাবা খুশিতে আত্মহারা হয়ে নাম রাখেন সরোয়ার জাহান মাসুদ। বাবা মো: শাহ জাহান টিপু দীর্ঘদিন ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত এবং মমতাময়ী মা বিবি কুলসুম জাহান গভীর যত্নে লালন পালন করেন তার তিন সন্তানকে। তারা সকলে পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী। বাবার প্রবাস থেকে পাঠানো টাকায় খুশিতে চলছিল তাদের দিনগুলি। বড় ছেলে মাসুদ ফেনী সরকারি কলেজে ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত। সে খুবই ভদ্র এবং পরোপকারী ছেলে। গ্রামের সবার বিপদে আপদে আগে ছুটে যেতন তিনি। তাছাড়া মাসুদ ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ এবং নিয়মিত নামাজ পড়তেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

জুলাই'২৪ জুড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারাদেশ ছিল উত্তাল। আর এই আন্দোলনে শুরু থেকেই সরোয়ার জাহান মাসুদ সরব ছিলেন। তিনি মুখ বুঝে বসে না থেকে আন্দোলনের শুরু থেকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি ভাবতেন, সরকার যেন এই কোটা সংস্কারের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মেধাবীদের চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করেন। তার ও ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা শেষ করে বড় সরকারী কর্মকর্তা হওয়ার, যাতে তিনি দেশের মানুষের সেবা করতে পারেন। পরবর্তীতে এই আন্দোলন যখন সরকার পতনের দিকে ধাবিত হলো তখন মাসুদ আরো সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হলেন দেশের মানুষকে স্বৈরাচারী সরকার থেকে বাঁচাতে।এরই পথ ধরে আন্দোলনে অংশ নিতে ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ সকাল ১০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাইক নিয়ে মহিপালে যান। সাড়ে ১২টার দিকে উত্তাল জনতার সাথে মহিপাল ফ্লাইওভারের নিচে ছিলেন বাইক নিয়ে। হঠাৎ করে দুপুর ১টা ৪৫ এর দিকে আন্দোলনরত ছাত্রজনতা, যারা স্টার লাইন বাস কাউন্টারের দিকে অবস্থান নিয়েছিল, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ঐদিকে গোলাগুলি শুরু করে। মাসুদ তখন বাইক নিয়ে সে জায়গা থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে ১ টা ৫০ এর দিকে ফেরার পথে সার্কিট হাউস রোডে সন্ত্রাসীদের গুলির মুখে পড়ে যান মাসুদ। একটি ঘাতক বুলেট এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েন মাসুদ। আশপাশের কিছু জনতা যখন আহত অবস্থায় মাসুদকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। শহীদ হলেন সরোয়ার জাহান মাসুদ,ঝরে গেলো আরো একটি তাজা প্রাণ। খালি হলো আরো একটি মাতাপিতার কোল।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। তারই জের ধরে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। এরই মাধ্যমে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদ।

তারই জন্য কবি হয়তো লিখেছিল-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

কেমন আছে শহীদ মাসুদের পরিবার

পরিবারের বড় সন্তানকে হারিয়ে পাগল প্রায় মাসুদের মমতাময়ী মা এবং তার বাবা। কেননা প্রথম বাবা-মা ডাক যে তার কাছে থেকে শোনা। শোকে কাতর তার ছোট ভাই দুটো। বাড়ির সমস্ত আঙ্গিনা জুড়ে তারা মাসুদের স্মৃতি দেখতে পায়। বাবা প্রবাসে থাকেন বলে আর্থিক অবস্থা ভালো মাসুদের পরিবারে।কিন্তু মাসুদের শোকে তারা দিশেহারা। পাড়াপড়শিরা তাদের বিপদে পাশে থাকার বন্ধুকে হারিয়ে শোকে কাতর।জীবন শুরু হওয়ার আগেই হারিয়ে গেলো সম্ভাবনাময় একটি নিষ্পাপ প্রাণ। এজন্যই ইংরেজ কবি হয়তো লিখেছিলেন "Many a rose is born to blush unseen"

প্রতিবেশি ও স্বজনদের অনুভূতি

কর্মের কারণে পৃথিবীতে মানুষ অমর হয়। মানুষ চলে গেলে ও থেকে যার তার কর্ম। তেমনি মৃত্যুর পরে ও শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদ অমর। এলাকাবাসীর মুখে মুখে আজ ও তার সম্পর্কে বন্দনা। শহিদ মাসুদ সম্পর্কে তার এক প্রতিবেশী শেখ নেয়াজ বলেন- "খুব মানবিক,ভদ্র ও নম্র ছিলো সে। পরিবারে বড় সন্তান হিসেবে অনেক দায়িত্বশীল ছিল সে। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতো সে।"

তার ফুফাতো ভাই বলেন- "মাসুদ নামাজী ছিলেন এবং সে অত্যন্ত নম্র ভদ্র একটা ছেলে ছিলেন।"

মাসুদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তার চাচাতো ভাই আরও বলেন-"তার ভেতরে প্রবল মনুষত্ব ছিলো। সে অন্যের বিপদকে নিজের মনে করে সবার আগে ছুটে যেতো।"

সর্বোপরি মহৎ হৃদয়ের মানুষেরা বুঝি এমনই হয়, মহাকাল তাদেরকে অমর করে রাখে। তেমনি শহীদ সরোয়ার জাহান মাসুদের মতো মহৎ মানুষেরা পৃথিবীতে আসে স্বল্প সময়ের জন্য কিন্তু ফেলে রেখে যায় দীর্ঘ পদচিহ্ন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে তাঁর এই অবদান জাতি আজীবন মনে রাখবেন।

মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুক (আমিন)।

এক নজরে শহীদ মো: সরোয়ার জাহান মাসুদ

নাম	: মো: সরোয়ার জাহান মাসুদ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৩/১১/২০০৩, ২১ বছর প্রায়।
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, আনুমানিক দুপুর ২: ০৫ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: মহিপাল, ফেনী
দাফন করা হয়	: মহিপাল, ফেনী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর জায়লস্কর, থানা/উপজেলা: দাগনভূঁইয়া, জেলা: ফেনী
পিতা	: শাহজাহান টিপু
মাতা	: বিবি কুলসুম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ৩ তলা পাকা বাড়ি; সচ্ছল পরিবার
ভাইবোনের বিবরণ	: ছোট দুই ভাই রয়েছে।
মেজো ভাই	: মাসুম আল সামির (বয়স-১৯, একাদশ)
ছোট ভাই	: সায়েম সুলতান (বয়স-১২,হিফজ)
সমাধি	: মহিপাল, ফেনী

"ছাত্রলীগের ছোঁড়া তিনটি গুলি এসে লাগে মাহবুবুলের মাথায়"

শহিদ মোঃ মাহবুবুল হাসান

ক্রমিক : ৫১২

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মাহবুবুল হাসান ছিলেন এক সাহসী ও মেধাবী তরুণ, যিনি দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামে ১৫ মার্চ ১৯৯৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাইবোনের মধ্যে ৪র্থ ছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত মাসুম দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করেন। সোনাগাজী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ২০১৪ সালে দাখিল এবং চট্টগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ২০১৬ সালে আলিম পাশ করেন। পরে ছাগলনাইয়া আব্দুল হক ডিগ্রি কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি হন।

মাসুম শুধু পড়াশোনায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন অমায়িক ও বিনয়ী। জীবিকার তাগিদে তিনি প্রাইভেট টিউশনের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন, যেন পরিবারের হাল ধরতে পারেন। তাঁর পিতা নোমান হাসান (মৃত) ছিলেন একজন সমাজসেবক, যিনি ২০২৩ সালের ২৭ মে ইন্তেকাল করেন। মাতা ফেরদৌস আরা বেগম একজন গৃহিণী, যিনি ৫৫ বছর বয়সে সন্তানের শোক বয়ে বেড়াচ্ছেন।

শহীদ মাসুমের চার ভাই ও তিন বোন রয়েছে। মাহমুদুল হাসান (২৮) একজন চাকরিজীবী, মাহফুজুল হাসান (২৬) মাস্টার্স শেষ করেছেন, আর ছোট ভাই একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তিন বোনের মধ্যে আছিয়া খাতুন গৃহিণী, রাবেয়া বসরী এবং সালেহা খাতুনও গৃহিণী। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল, এবং মাসুম পরিবারের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছিলেন।

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ফেনীর মহিপালে ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন অন্তরের নেতৃত্বে এক আক্রমণের শিকার হন শহীদ মাসুম। ঐ হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, কিন্তু ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শাহাদাত গোটা এলাকাকে শোকের সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

মাসুমের দাফন করা হয় ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায়, যেখানে তাঁর কবরের অবস্থান চিরকাল দেশপ্রেমের উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাঁর এই আত্মত্যাগ কেবল তাঁর পরিবার নয়, সমগ্র জাতির জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

মাহবুবুল হাসান মাসুম ছিলেন এক সাহসী ও দেশপ্রেমিক যুবক, যিনি দেশকে ভালোবেসে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামে থাকাকালীন সময়ে তিনি নিয়মিত ফেনীর মহিপাল এলাকায় এসে চলমান আন্দোলনে যোগ দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ন্যায্যতার দাবী এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল বৈষম্য মুক্তির অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন, যেদিন তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

সেদিন দুপুরে ফেনীর মহিপালে একটি মিছিলের সাথে বের হন মাসুম। আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মিছিলের উপর হামলা চালায়। মিছিলে বৃষ্টির মত গুলি চালানো হয়। ছাত্রলীগের ১৬ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন অন্তরের বন্দুক থেকে ছোঁড়া তিনটি গুলি এসে লাগে মাসুমের মাথায়। গুলির আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই পড়ে যান এবং সেখানে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। মাসুমের বড় স্বপ্নগুলো থেমে যায়; থেমে যায় তাঁর সংগ্রামী জীবন। তিনি এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে চিরনিদ্রায় শায়িত হন, যিনি নিজের স্বপ্ন ও পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টার পাশাপাশি দেশের জন্য লড়াই করেছেন।

আঘাতের পরেই তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন ধরে তাঁকে বাঁচানোর সব চেষ্টা করা হলেও ৭ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাসুম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং এলাকাবাসীর মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। একজন মেধাবী, সম্ভাবনাময় যুবককে এভাবে হারানোতে সবাই ভেঙে পড়ে।

মাসুমের মৃত্যুর পর ৭ আগস্ট রাতেই তাঁর মরদেহ চট্টগ্রাম থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে গ্রামের বাড়ি সোনাগাজীর চরচান্দিয়া গ্রামে পৌঁছানো হয়। সে রাতে পুরো গ্রাম জুড়ে একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা কাঁদতে কাঁদতে শোকাহত হৃদয়ে মাসুমকে শেষ বিদায় জানান। পরদিন, ৮ আগস্ট সকাল ৯ টায় সোনাগাজী মোহাম্মদ ছাবের সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেয়, যারা এই তরুণ শহীদের জন্য শোক প্রকাশ করে। পরে চরচান্দিয়া ছোবহানিয়া মসজিদের সামনে দ্বিতীয় জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে চিরশায়িত করা হয়।

মাহবুবুল হাসান মাসুমের আত্মত্যাগ শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য এক বিশাল ক্ষতি। তাঁর মতো দেশপ্রেমিক যুবকের মৃত্যুতে গোটা এলাকাবাসী শোকাহত এবং তার স্মৃতি চিরকাল বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়ে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ফেনীর মহিপালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে মো: মাহবুবুল হাসান (মাসুম) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গণবিক্ষোভের মুখে দেশত্যাগী স্বৈরাচার খুনী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ মোট ১৬২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৪০০-৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই মামলাটি ফেনী মডেল থানায় দায়ের করেন নিহত শিক্ষার্থী মাহবুবুল হাসান মাসুমের ভাই মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান।

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদ মাসুমের পরিবার চরম অস্বচ্ছলতায় দিন কাটাচ্ছে। বাবাহীন এই পরিবারের বিরাট দায়িত্ব কাঁধে ছিল মাসুমের। টিউশনি করে নিজের পড়াশোনা চালানোর পাশাপাশি পরিবারকেও সহায়তা

করত সে। পরিবারের অন্যান্য ভাইয়েরাও চাকরি ও টিউশনি করে কোনোমতে জীবনযাপন করছে। মাসুমের মায়ের জন্য সন্তান হারানোর শোক সহ্য করা কঠিন তার আশা ভরসার প্রতীক, শিক্ষিত, সম্ভাবনাময় তরুণ সন্তানকে হারিয়ে তিনি প্রায় পাগলপ্রায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ মাসুম সম্পর্কে তার বড় ভাই মাহফুজুল হাসান বলেন-মাসুম একজন উদ্যোক্তা ছিলো। পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারের হাল ধরার জন্য ফেনীতে আসেন ব্যবসা করতে। খুব পরহেযগার ও বিনয়ী ছিল। চট্টগ্রাম কলেজে মাস্টার্স অধ্যয়নরত ছিল ও। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে চতুর্থ। গত রোববার (৪ আগস্ট) সকাল থেকে ফেনীতে বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলনের ছাত্র-জনতার মিছিলে জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল মাসুম। দুপুর ১ টার দিকে সন্ত্রাসী ছাত্র ও যুব লীগ কর্মীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আমার ভাই। পরে লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফেনী জেনারেল হাসাতালে ভর্তি করেন। সেখানে থেকে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মোঃ মাহবুবুল হাসানের পরিবার বর্তমানে চরম অর্থকষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বাবা হারানোর পর, মাহবুবুল হাসানের ওপরেই ছিল পরিবারের ভার। চার ভাই ও তিন বোনের এই বড় পরিবারের জন্য তিনি নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি করে খরচ চালাতেন। তার অনুপস্থিতিতে, বাকি ভাইদের ১জন চাকরি ও অন্যরা কোনোমতে টিউশনি করে নিজেদের পড়াশোনা এবং পরিবারের খরচ বহন করছেন, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়।

মাহবুবুল হাসানের মায়ের অবস্থা সবচেয়ে মর্মান্তিক। ছেলেকে হারিয়ে তিনি শোকে পাগলপ্রায়। তাঁর মা প্রতিটি মুহূর্তে সন্তান হারানোর বেদনায় ভেঙে পড়ছেন, আর পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। এই পরিবারের আর্থিক দুর্দশা হৃদয়বিদারক; যা সমাজের সহমর্মিতা ও সহায়তার জন্য অব্যাক্ত আকুল আবেদন জানায়।

প্রস্তাবনাসমূহ

শহীদ পরিবারটির সহযোগিতা প্রয়োজন। শহীদ মোঃ মাহবুবুল হাসান যিনি দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন। তাঁর পরিবারটি বর্তমানে একটি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। শহীদ পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসন এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনা-১: শহীদ পরিবারের বর্তমান বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর ও অদৃশ্য। তাদের নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশে বসবাসের জন্য একটি উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। একটি টেকসই ও সুরক্ষিত আবাসন নিশ্চিত করলে পরিবারটি মানসিকভাবে শান্তিতে থাকবে এবং জীবনযাপন করতে পারবে।

প্রস্তাবনা-২: ভাইদের জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরি করলে উপকার হবে। শহীদ মোঃ মাহবুবুল হাসানের ভাইদের জন্য একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা গেলে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও সুযোগ অনুসারে ছোট ব্যবসার মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে এবং পরিবারটির অভাবের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে।

প্রস্তাবনা-৩: ভাইদের চাকরির ব্যবস্থা করা। শহীদ পরিবারের ভাইদের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা করা গেলে পরিবারটির আর্থিক সংকট অনেকটাই কমবে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে তাঁদের জন্য চাকরি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা নিজেদের ও পরিবারের জন্য একটি স্থিতিশীল জীবন গড়তে সক্ষম হবে।

উপরিউক্ত, প্রস্তাবনাগুলি বাস্তবায়ন হলে শহিদ মোঃ মাহবুবুল হাসানের পরিবারটি আবারও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করতে পারবেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করা নৈতিক দায়িত্ব।

Pe.SL.no- 1119
time:- 7.00pm.
Date:- 7.8.24

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Health and Family Welfare
Directorate General of Health Services

W- 8 ICU-16
B. 687

International Form of Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: C.H.

Hospital Code No: 10000756 Admission Reg. No: 004275883637

Name: MD. MAHBUBUL HASAN

Father's Name: MD NOMAN HOSSAIN

Mother's Name: FERDOUS ARA BEGUM

Address: House/Road (Name/No): Tonup Bhuyan Bari · Village/Area/Town: Char Chandia · Union/Ward: Char chandia
Post Office: Bhuyinnar Hat · Post Code: 3930 · Upazila/Thana: Shonagazi · District: Feni

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender · Religion: ☐ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: 15 03 1999 · Age if DoB is not available:

Date of admission: 07 08 2024 · Time of Admission: 03 38 PM

Date of Death: 07 08 2024 · Time of Death: 08 00 PM

NID of deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 1028248217 · ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phone number (if available): 01839013997

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Head Injury	
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Due to: Gun shot injury & shock &	
	c	Due to: Metabolic Acidosis & Anaemia	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মাহবুবুল হাসান
Name: MD. MAHBUBUL HASAN
পিতা: মোঃ নোমান হোসেন
মাতা: ফেরদৌস আরা বেগম
Date of Birth: 15 Mar 1999
ID NO: 1028248217

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: মাহবুবুল হাসান
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫ মার্চ ১৯৯৯ (বয়স: ২৫ বছর)
নিজ জেলা	: ফেনী
পেশা	: প্রাইভেট টিউশন
পিতা	: মো: নোমান হোসেন (মৃত, ২৭ মে ২০২৩)
মাতা	: ফেরদৌস আরা বেগম (গৃহিণী, বয়স: ৫৫ বছর)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরচান্দিয়া, ইউনিয়ন: চরচান্দিয়া, থানা/উপজেলা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
বর্তমান ঠিকানা	: এলাকা: মুরাদপুর, থানা: পাঁচলাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম
পরিবারের বিবরণ	: ভাই ১: মাহমুদুল হাসান (বয়স: ২৮), চাকরি: কোহিনুর ফুডস অ্যান্ড কনজুমার প্রোডাক্টস, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি
	: ভাই ২: মাহফুজুল হাসান (বয়স: ২৬), শিক্ষাগত যোগ্যতা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স
	: ভাই ৩: (বয়স: ২০), শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, বায়তুশ শরফ মাদ্রাসা
	: বোন ১: আছিয়া খাতুন (বয়স: ৫০), গৃহিণী
	: বোন ২: রাবেয়া বসরী (বয়স: ৩০)
	: বোন ৩: সালেহা খাতুন (বয়স: ৩২), গৃহিণী
পরিবারের আর্থিক অবস্থা	: অসচ্ছল
ঘটনা সংক্রান্ত	:
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার, দুপুর ২টা ১০ মিনিট
আক্রমণকারী	: সাজ্জাদ হোসেন অন্তর, ছাত্রলীগ নেতা, ১৬ নং ওয়ার্ড
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ০৭ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৬টা
শাহাদাতবরণের স্থান	: মহিপাল, ফেনী
দাফনের স্থান	: সোনাগাজী, ফেনী
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°5023.0"N 91°2243.9"E
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, চরচান্দিয়া, সোনাগাজী, ফেনী

শহীদ মোঃ সবুজ

ক্রমিক: ৫১৩

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭২

শহীদ পরিচিতি

বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি ঘেরা জেলা লক্ষীপুর। শহিদ মোহাম্মদ সবুজ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর রামগতি উপজেলার লক্ষীপুর জেলার। দক্ষিণ টুমচর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ সবুজের পিতার নাম। আবদুল মালেক। তাঁর পিতা পেশায় একজন রিকশাচালক। সাত ভাই-বোনের মাঝে সবুজ ছিলেন তৃতীয়। সাগরের হিম শীতল বাতাসে বেড়ে উঠা সবুজ কর্মের প্রয়োজনে চলে আসেন ফেনীতে, চালাতেন অটো রিক্সা। দারিদ্রের নিষ্পেষণ সবুজকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে দেয়নি। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি রিক্সা চালানো শুরু করেন। ধরেন পরিবারের হাল।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

৪ আগস্ট ২০২৪। এদিন বাংলাদেশের জন্য একটি অন্ধকার অধ্যায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ফেনীর মহিপালে ছাত্র-জনতা নেমে আসে এক মহৎ লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু সেদিন নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর নেমে আসে আওয়ামী লীগের ঘাতক বাহিনীর নির্মম আক্রমণ, যে আক্রমণে জীবন হারান মো: সবুজসহ আরও ৯ জন। তারা ছিলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামী, যারা ফ্যাসিবাদী দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল মাথা উঁচু করে।

সবুজ ছিল ফেনীর এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। জীবিকার তাগিদে তিনি রিকশা চালাতেন। কিন্তু তার অন্তরে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক দুর্নিবার প্রতিবাদী সত্ত্বা। ৪ আগস্ট সকালে তিনি রিকশা নিয়ে রাস্তায় বের হন। নিজের জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যেও দেশের স্বার্থের প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল অবিচল। সেদিন রিকশার মালিক তাকে ফোন করে রিকশা জমা দিতে বলেন। সবুজ রিকশা জমা দিয়ে মহিপালে চলে যান, যেখানে ছাত্ররা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। তখনও কেউ ভাবেনি, কিছুক্ষণ পরই মহিপালের সেই সড়ক রক্তে ভেসে যাবে। সেদিন ট্রাংক রোড থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠন যুবলীগ, ছাত্রলীগের সশস্ত্র বাহিনী মহিপালে এসে হাজির হয়। তারা নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়, নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে, যেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠগুলো চিরতরে থামিয়ে দেওয়া। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা তখনও বুঝতে পারেনি যে তাদের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি ঘনিয়ে আসছে।

সবুজ তার বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বন্দুকধারীদের এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ভিডিও ধারণ করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এই অন্যায়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা, জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই প্রমাণ সংগ্রহের আগেই তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। আওয়ামী লীগ-সমর্থিত যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানায়। সবুজকে প্রথমে গুলি করে আহত করা হয়, পরে তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার মতো একজন সাহসী তরুণের জীবন অকালে ঝরে গেল, কিন্তু তার সংগ্রামের চেতনা আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে।

সবুজের মৃত্যু ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড এখানেই থেমে থাকেনি। আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী সার্কিট হাউজ রোডে যেখানে তাকে গুলি করে, সেই একই স্থানে আরও অনেক শিক্ষার্থীর ওপরও তারা হামলা চালায়। এই বর্বরতা যেন একটি পরিকল্পিত গণহত্যা ছিল, যা প্রতিবাদীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য চালানো হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা তখন নিজেদের বাঁচানোর জন্য ইটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের ক্ষুদ্র প্রতিরোধ ছিল আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে অসহায়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেই এলাকা পরিণত হয়েছিল এক যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা বারবার গুলি ছুঁড়ে জনতাকে আতঙ্কিত করে তুলছিল। সেদিনের এই আক্রমণে সবুজের মতো নিরীহ শিক্ষার্থীরা প্রাণ হারিয়েছে, শুধু তাদের জন্য নয়, বরং পুরো জাতির জন্য এই ঘটনা এক বড় শিক্ষা। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র আক্রমণে সেদিন শুধু সবুজের জীবনই থেমে যায়নি, তার সঙ্গে আরও অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছিল। সবুজের হত্যাকাণ্ডের পরপরই তার মরদেহ ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের পুনরায় হামলার আশঙ্কা থাকায় তার ময়নাতদন্ত করা সম্ভব হয়নি। নিরাপত্তার কারণে দ্রুত তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে দাফন করা হয়।

সবুজ ছিল একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি শুধু একজন রিকশাচালক ছিলেন না; তিনি ছিলেন ফেনীর সেই সংগ্রামী যুবকদের মধ্যে একজন, যারা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তার দরিদ্রতা কখনও তাকে নীতি থেকে বিচ্যুত করেনি। তিনি কখনও আপস করেননি, কখনও পিছু হটেননি। মো: সবুজের মতো একজন সাহসী তরুণের আত্মত্যাগ আজকের প্রজন্মের জন্য এক প্রেরণা। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছেন, ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার রক্তে ভেজা ফেনীর মাটি আজও সেই প্রতিবাদী সত্তার সাক্ষী। তার মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই কখনও থেমে থাকতে পারে না।

সবুজের মৃত্যুর পর তার পরিবার শোকে নিমজ্জিত, তাদের জীবনে নেমে এসেছে এক গভীর অন্ধকার। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সবুজের স্বপ্ন ছিল দেশের জন্য কিছু করা, কিন্তু আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সন্ত্রাসীরা সেই স্বপ্নকে নির্মমভাবে থামিয়ে দিয়েছে। সবুজের মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দমননীতি যতই কঠিন হোক, একদিন প্রতিরোধের শিখা জ্বলে উঠবেই। মো: সবুজ আজ আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে নেই, কিন্তু তার আত্মত্যাগ আমাদের মননে, চেতনায়, এবং প্রতিটি সংগ্রামে বেঁচে থাকবে। বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদমুক্তি আন্দোলনে তার অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ফেনীর মহিপালে মো: সবুজ হত্যার ঘটনায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ফেনী-২ আসনের সদ্য সাবেক এমপি নিজাম উদ্দিন হাজারীসহ ৪৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ৪ আগস্ট ২০২৪, ফেনীর মহিপালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে অটোরিকশাচালক মো. সবুজ নিহত হলে এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে মোট সাড়ে চারশ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলাটি সবুজের বড় ভাই ইউসুফ বাদী হয়ে করেন।

মামলার বিবরণীতে বলা হয়, ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সবুজ অংশ নেন। দুপুর ২টার দিকে ট্রাংক রোড থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালালে সবুজ সার্কিট হাউজ রোডের দিকে চলে যান। সেখানেই স্বপন মিয়াজী, জানে আলম, মাহবুবুল হক লিটন ও অর্নবের গুলিতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর অন্যান্য আসামিরা এগিয়ে এসে সবুজকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। সবুজের মরদেহ ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের পুনরায় হামলার আশঙ্কায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই দ্রুত মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

দাফনের ৩৬ দিন পর আদালতের নির্দেশে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরগাজী এলাকা থেকে মো: সবুজের মরদেহ উত্তোলন করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষ হলে পুনরায় তাকে দাফন করা হয়। এই ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নতুন করে আন্দোলনের শিখা জ্বলে ওঠে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য

প্রতিবেশী শাহজাহান মানিক বলেন, সবুজ পরিবারের খুব অনুগত ছেলে ছিলো। তাঁর সম্পূর্ণ আয় বাবাকে বুঝিয়ে দিতো। তাঁর কোনো ধরনের খারাপ অভ্যাস ছিলো না। আরেক প্রতিবেশি পান্না আক্তার বলেন, সবুজ ভাই অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বড়দের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একজন অতুলনীয় মানুষ ছিলেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

অর্থনৈতিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। শহীদের পিতাও অটোরিকশা চালক। সাত ভাই-বোনের মধ্যে শহীদ ছিলেন ৩য় বাকী তিন ভাইয়ের মধ্যে ১ জন রিশসা চালক। ১ জন হোটেল বয় এবং ১ জন মানষিক প্রতিবন্ধী

প্রস্তাবনা

শহীদ সবুজের পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পরিবারের আয় কম, অথচ প্রয়োজন অনেক।

তাই নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো তাদের জীবনে স্থিতিশীলতা এবং সম্মানজনক জীবিকা অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

১. বাসস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রয়োজন।

২. বাবার জন্য কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

৩. বড় ভাইকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. প্রতিবন্ধী ভাইটির ব্যয়ভার গ্রহণ করা।

এক নজরে শহীদ মো: সবুজ

নাম	: মোহাম্মদ সবুজ
পেশা	: অটোরিক্সা চালক
জন্ম তারিখ	: ২১ অক্টোবর ২০০৪
জন্মস্থান	: দক্ষিণ টুমচর, রামগতি, লক্ষ্মীপুর
নিজ জেলা	: লক্ষ্মীপুর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
শহিদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:৪৫
শহিদ হওয়ার স্থান	: মহিপাল, ফেনী
মৃত্যুর স্থান	: ঘটনাস্থলে (মহিপাল, ফেনী)
দাফনের স্থান	: দক্ষিণ টুমচর, রামগতি, লক্ষ্মীপুর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: 22°36'09.4"N 91°03'18.2"E
পিতা	: আবদুল মালেক (রিকশা চালক, বয়স ৪৫)
মাতা	: শাহনাজ বেগম (গৃহিণী, বয়স ৩৪)
মাসিক আয়	: ১০,০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: রিকশা চালিয়ে পরিবার চালান
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ভাই-বোনদের বিবরণ	: ১. মোহাম্মদ ইউসুফ (বয়স: ২২, পেশা: রিকশাচালক)
	: ২. মোহাম্মদ ফয়সাল (বয়স: ১৮, পেশা: হোটেল কর্মচারি)
	: ৩. ইয়াসমিন আক্তার (বয়স: ২০, পেশা: ছাত্রী)
	: ৪. জাহিদ ইসলাম (বয়স: ৫, মানসিকভাবে অসুস্থ)
	: ৫. শাবনুর ইসলাম (বয়স: ১০, ছাত্রী, ৪র্থ শ্রেণি)
ঘটনার স্থান	: মহিপাল, ফেনী
আক্রমণকারী	: জিয়াউদ্দিন বাবলু (যুবলীগ সভাপতি, বালিগাও ইউনিয়ন)
আহত হওয়ার সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১:৪৫
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, মহিপাল, ফেনী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ টুমচর, উপজেলা: রামগতি, জেলা: লক্ষ্মীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: আদনান টাওয়ার, সার্কিট হাউজ (জামেয়া হাফসার পাশে), ফেনী সদর, জেলা: ফেনী

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতীক"

শহীদ জাকির হোসেন (শাকিব)

ক্রমিক : ৫১৪
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জাকির হোসেন শাকিব, সময়ের এক অমূল্য সম্পদ, একজন সাহসী তরুণ, যিনি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রজ্জ্বলিত মশাল হয়ে উঠেছিলেন। ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার মান্দানা গ্রামে ২১ মে ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করা শাকিব ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সংগ্রামী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতীক। তাঁর পিতা আব্দুল লতিফ প্রবাসী হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং মা কহিনুর আক্তার ছিলেন ঘরের কর্তা, যিনি সন্তানদের বড় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন।

শাকিবের দুই ছোট ভাই রয়েছে–জাহিদুল হাসান, একজন টেইলর এবং জুনায়েদ ইসলাম, মাত্র ছয় বছর বয়সী এক শিশু। পরিবারটি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হলেও, শাকিবের মধ্যে ছিল সীমাহীন ইচ্ছাশক্তি এবং দেশের জন্য কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

২০২৪ সালে শেখ হাসিনার সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। শাকিবও এই আন্দোলনের নেতৃত্বে অংশ নেন, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। ৪ আগস্ট ২০২৪, ফেনী শহরের মহিপাল এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে শাকিব নির্মমভাবে নিহত হন। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা জিয়া উদ্দিন বাবলুর নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলায় শাকিবের মাথায় গুলি লাগে এবং তিনি সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। সেদিনের সেই পিচঢালা রাজপথ সাকিবের রক্তে রঞ্জিত হয়।

শাকিব মারা গেয়েছেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য এক নতুন উদ্দীপনা এবং লড়াইয়ের সাহসের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর রক্তের বিনিময়ে তিনি আমাদের দিয়েছেন অজেয় হিম্মত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা। তাঁর কবর ফেনীর মহিপালে, যেখানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। শহীদ শাকিব আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন, একজন সংগ্রামী যোদ্ধা হিসেবে যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

গত ৪ আগস্ট ২০২৪, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ফেনীর মহিপাল যেন রক্তাক্ত অধ্যায় হয়ে উঠেছিল । একদল নিরস্ত্র, নিপীড়িত শিক্ষার্থী তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মহিপাল এলাকায় বিক্ষোভে অংশ নেয়। বুকে ছিলো সাহস, হাতে ছিলো মাত্র কিছু প্ল্যাকার্ড আর কণ্ঠে ছিলো ন্যায়ের দাবির স্লোগান। তাঁরা লড়ছিলেন এক অসম যুদ্ধে, যেখানে তাদের একমাত্র অস্ত্র ছিলো সত্য আর ন্যায্যতা।

বেলা ২টা বাজতে না বাজতেই পুরো ফেনীর আকাশ ভারী হয়ে ওঠে বোমা ও গুলির গর্জনে আর জমিন থমথমে হয় আওয়ামী জালিমদের হিংস্রতায়। শহরের ট্রাংক রোড থেকে আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র নেতাকর্মী এগিয়ে আসে মহিপাল ফ্লাইওভারের দিকে, যেখানে অপেক্ষায় ছিলো আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে শাকিবও ছিল–এক তরুণ, যার স্বপ্ন ছিলো এই দেশটাকে বৈষম্যহীন ও ন্যায্যতার মাটিতে দাঁড় করানো। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথেই মৃত্যুর অন্ধকার নিয়ে আসে সেদিনের সন্ত্রাসী হামলা।

আওয়ামীলীগের সশস্ত্র কর্মীরা আচমকাই মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়তে থাকে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের দিকে। প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। একের পর এক গুলি, ককটেল বিস্ফোরণ, আর আকাশে কালো ধোঁয়া; সেদিনের বিকেল যেন এক অভিশপ্ত স্মৃতির জন্ম দেয়। নিরুপায় শিক্ষার্থীরা আত্মরক্ষার জন্য ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু তাদের সেই প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত দুর্বল, কারণ তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল না, ছিল কেবল সাহস।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকা সংঘর্ষে চারিদিকে রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে পড়ে। শাকিবসহ অন্তত ৯ জন শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও পথচারী নিহত হয়। যাদের জীবন অকালে নিভে যায় এই নির্মম আক্রমণে। তাঁদের স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায় রক্তের ধারা, আর আন্দোলনকারীদের বুকেও রয়ে গেল গভীর ক্ষত আর স্বজনের বুকে শোক।

সেদিনের সিসিটিভি ফুটেজ আর প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি একটাই–এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। যারা সশস্ত্র হয়ে নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়, নির্মমভাবে তাদের জীবন ছিনিয়ে নেয়। শাকিবদের স্বপ্ন মুছে গেলেও, তাঁদের রক্তে মাখানো পথ একদিন বয়ে নিয়ে আসবে ন্যায়ের দাবি, এমন আশায় বুক বাঁধে বেঁচে থাকা সহযোদ্ধারা।

এ ছিল এক ভয়াবহ দিন, যেখান থেকে উঠে আসবে এক নতুন ইতিহাস–বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক লড়াই, যেখানে ন্যায়ের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তরুণ শাকিবসহ অনেককে। অথচ তাদের দাবি ছিল সামান্য–একটি বৈষম্যহীন সমাজ। কিন্তু সেদিন সেই স্বপ্নের সঙ্গে নিভে যায় শাকিবের জীবন, রেখে যায় অবিরাম প্রশ্ন ও গভীর শোক।

কেমন আছেন শহীদ পরিবার

শহীদ জাকির হোসেন (শাকিব) এর পরিবার আজ শোক ও অসহায়ত্বের এক করুণ অধ্যায়। মায়ের মুখে কোনো ভাষা নেই, তিনি যেন বাকরুদ্ধ। যেকোনো কিছু বলতে গেলেই চোখে জল আসে, কান্নায় ভেঙে পড়েন বারবার। পৃথিবীর সব কষ্ট, বেদনা যেন সন্তানহারা এই মায়ের বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে। পিতা প্রবাসে থেকে শুধুই অশ্রুপাত করেন, আক্ষেপ করেন যে, প্রিয় সন্তানের শেষ চেহারাটাও দেখা হয়নি তাঁর।

তাদের একমাত্র দাবি, যারা তাদের সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাদের কঠোর বিচার হোক। এই পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, নানা সমস্যায় জর্জরিত তারা। মাথার উপর একটি স্থায়ী ছাদ নেই, এবং শহীদের ছোট ভাই জাহিদুল ইসলামের কর্মসংস্থানেরও জরুরি প্রয়োজন। পরিবারটির অসহায় চাহনি আমাদের হৃদয়কে বারবার নাড়া দেয়, কষ্টের অনুভূতিতে তারা আমাদের কাছে বিচার ও সহায়তা কামনা করে।

এ পরিবারটির যন্ত্রণার গল্প যেন আমাদের সমাজের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি, যেখানে শহীদের স্মৃতি চিরন্তন হলেও পরিবারটি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদের মা বলেন, আমার নির্দোষ সন্তানকে হত্যার বিচার চাই। যারা সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাদের কঠোর বিচার হোক।

শাকিবের বন্ধুরা বলেন ও নম্র ভদ্র ছিলো। কোন বাজে নেশা ছিলো না। নামাজী ছিলো। ওর এমন নির্মম মৃত্যু কাম্য ছিলো না। যারা হত্যা করেছে তাদের কঠোর শাস্তি চাই। একটি ন্যায্য আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় এমন হত্যা মেনে নেওয়া যায় না।

প্রবাসী পিতার দাবী, সন্তানের শেষ বিদায়ের চেহারাটাও দেখতে দিলো না ওরা পিতার জীবদ্দশায় সন্তানের মৃত্যু কী করে সইব? যারা আমার কলিজার টুকরাকে হত্যা করেছে; তাতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

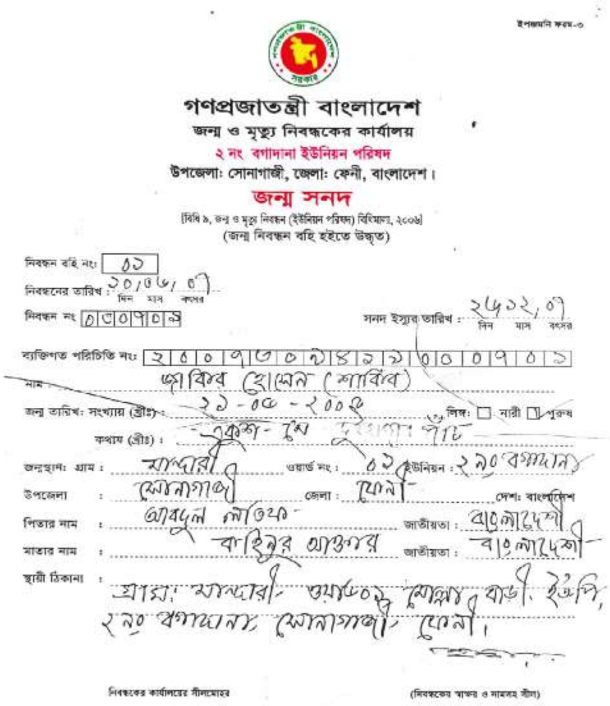

ইপজমনি ফরম-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
২ নং বগাদানা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ সোনাগাজী, জেলাঃ ফেনী, বাংলাদেশ।

জন্ম সনদ

[বিধি ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ০১
নিবন্ধনের তারিখ: ১০/০৬/০৭ (দিন মাস বৎসর)
নিবন্ধন নং: ০৩০৭০৯
সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৬/১২/০৭ (দিন মাস বৎসর)
ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২০০৭৩০১৪১২১০০০৭০১
নাম: জাকির হোসেন (শাকিব)
জন্ম তারিখঃ সংখ্যায় (খ্রীঃ): ২১-০৫-২০০৫ লিঙ্গঃ নারী / পুরুষ
কথায় (খ্রীঃ): একুশ-মে দুই হাজার পাঁচ
জন্মস্থানঃ গ্রাম: মান্দারী ওয়ার্ড নং: ০২ ইউনিয়ন: ২ নং বগাদানা
উপজেলা: সোনাগাজী জেলা: ফেনী দেশঃ বাংলাদেশ
পিতার নাম: আবদুল লতিফ জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: কহিনুর আক্তার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: মান্দারী, ওয়ার্ড-০২, মোল্লা বাড়ী, ইউপি, ২ নং বগাদানা, সোনাগাজী, ফেনী।

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

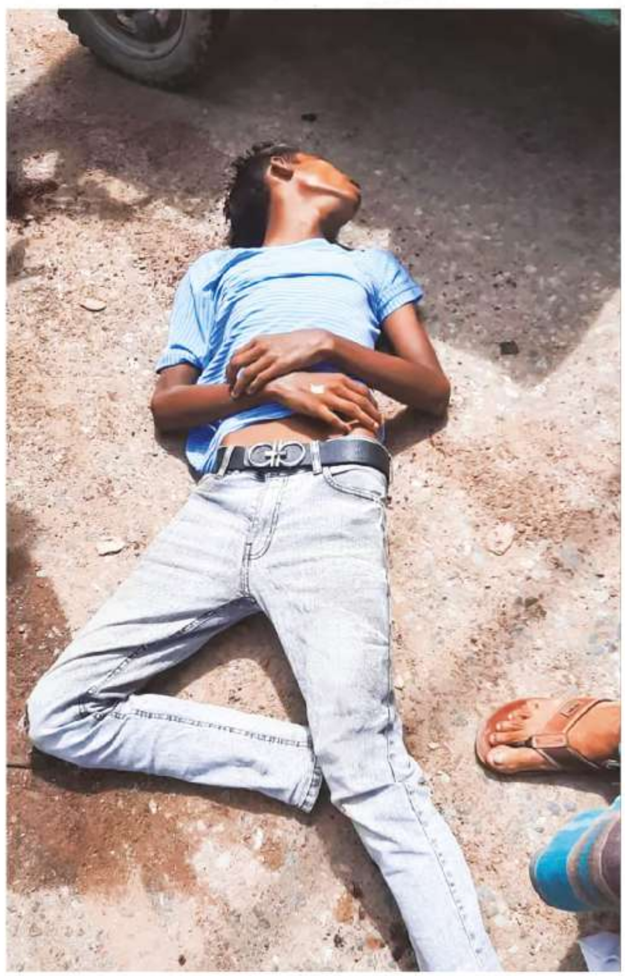

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ শাকিবের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক সংকটে ছিল। তাঁর পিতা, আব্দুল লতিফ, জীবিকার তাগিদে প্রবাসে থাকতেন, কারণ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। পরিবারটি সবসময়ই টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল, আর তাই সাকিবেরও স্বপ্ন ছিল বিদেশে গিয়ে পরিবারের অভাব দূর করা। প্রবাসে যাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যেই জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিবারের অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্ট সাকিবকে মানসিকভাবে সবসময়ই তাড়া করত, কিন্তু তবুও তিনি স্বপ্ন দেখতেন–একদিন পরিবারকে এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার।

প্রস্তাবনা

পরিবারটির সহযোগিতা প্রয়োজন আছে। একটি অসহায় পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হলঃ

প্রথমত, তাদের জন্য একটি স্থায়ী ও নিরাপদ বাসস্থানের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বর্তমান জরাজীর্ণ ঘরটি তাদের জীবনযাত্রার মানকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। একটি নতুন ঘর তাদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের ছোট ভাই জাহিদকে একটি ভালো চাকরির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাহিদ একটি চাকরি পেলে পরিবারটির আর্থিক দুরাবস্থা কিছুটা কমবে এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো মেটাতে সহায়ক হবে।

এক নজরে শহীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নাম	: জাকির হোসেন (শাকিব)
জন্ম তারিখ	: ২১-০৫-২০০৫
জন্মস্থান	: ফেনী
পেশা/পদবী	: ড্রাইভার
নিজ জেলা	: ফেনী
পেশাগত পরিচয়	: ড্রাইভিং
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মান্দানা, ইউনিয়ন: বগাদানা, উপজেলা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
বর্তমান বাসা/মহল্লা	: মান্দানা, এলাকা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
পিতার নাম	: আব্দুল লতিফ, প্রবাসী
মাতার নাম	: কহিনুর আক্তার, গৃহিণী
শহিদের সাথে সম্পর্ক	: মা
সদস্য সংখ্যা	: ৩

ভাই-বোনের বিবরণ

নাম	: জাহিদুল হাসান, বয়স: ১৬
পেশা	: টেইলর, ছোট ভাই
নাম	: জুনায়েদ ইসলাম, বয়স: ৬, ছোট ভাই
ঠিকানা	: গ্রাম: মান্দারী, ইউনিয়ন: বগাদানা, উপজেলা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
ঘরবাড়ি ও অর্থনৈতিক অবস্থা	: ঘর নির্মাণ প্রয়োজন
আহত ও শহিদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
শহিদ হওয়ার স্থান	: মহিপাল, ফেনী
মৃত্যুর সময়	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২: টা

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার

ক্রমিক : ৫১৫
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৪

"স্বপ্ন ছিল বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার পুলিশের গুলিতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট" মুহূর্তেই ইকরামের মগজ ছিটকে পড়ে সড়কে"

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার ছিলেন ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার রাজষপুর ইউনিয়নের পাগলিরকুল গ্রামের একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া কাউসার ছিলেন মাওলানা আনোয়ার হোসেন ও রুমা আক্তারের মেজো ছেলে। বাবা একজন স্কুল শিক্ষক, যিনি অল্প আয়ে তাঁর তিন সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। কাউসারের ছোট ভাই ইমরান হোসেন একজন শিক্ষার্থী এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস বড় বোন হিসেবে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কাউসার পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন এবং তিনি কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে, তিনি অনার্স শেষ করেন এবং মাস্টার্স পড়ছিলেন, তার স্বপ্ন ছিল বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিবারের দুঃখ-কষ্ট দূর করা। বাবা তার পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই স্বপ্নের অঙ্কুরেই বিনাশ ঘটে পুলিশের গুলিতে।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে পুলিশি হামলায় আহত হয়ে বিকাল ৪:১৫ মিনিটে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পরিবারের সদস্যরা সেই রাতেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে পরদিন সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসেন। কাউসারকে তাঁর নিজ গ্রাম পরশুরামে দাফন করা হয়।

একরাম ছিলেন বিনয়ী ও পরিশ্রমী। পড়াশোনার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ এবং পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতা তাঁকে সকলের প্রিয় করেছিল। তাঁর মায়ের মতে, কাউসার কখনও অযথা সময় নষ্ট করতেন না, পড়াশোনা এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেই তিনি নিবেদিত ছিলেন।

কাউসারের স্বপ্নগুলো পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগ করলেন, তাঁর এই অমূল্য জীবনহারানোর বেদনা আজও তাঁর পরিবার ও পরিচিতদের হৃদয়ে জাগরূক।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

থমথমে পরিস্থিতি সারা দেশে। সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে গত তিন দিনে সারা দেশে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ। আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দিয়েছেন যে, ৯ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে 'কমপ্লিট শাটডাউন'।

সকালে মহানগর মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ঢাকায় চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেও অনেকেই আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে তারা বাহাদুরশাহ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। এরপর শিক্ষার্থীরা বাংলাবাজারের প্রবেশমুখের গলিতে আশ্রয় নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন–"কোটা না মেধা, মেধা মেধা", "আবু সাঈদের মৃত্যু কেন, প্রশাসন জবাব চাই", "নয় দফার বাস্তবায়ন, করতে হবে করতে হবে" ইত্যাদি।

শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চললেও পুলিশের আচরণ হঠাৎই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ছুড়তে শুরু করে। জুমার নামাজের আগেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা জড়ো হন লক্ষ্মীবাজার সড়কে। একপাশে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা, অন্যপাশে বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে পুলিশের অবস্থান।

সেদিন শিক্ষার্থীরা রাজপথেই জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে দলে দলে সাধারণ জনতা ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে গোটা এলাকা। পুলিশের হ্যান্ডমাইকে আন্দোলনকারীদের রাজপথ ছেড়ে যেতে বলা হয়; অন্যথায় গুলি চালানোর হুমকি দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর একটি প্রতিনিধি দল পুলিশের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানায়, যেন তারা কোনো হামলা না করে এবং শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাঁধা না দেয়। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুরোধ গ্রহণ করেনি। পুলিশের জবাব ছিল, "আপনাদের ভিসির নির্দেশনায় আমরা এখানে এসেছি।" এরপর আন্দোলনকারীরা 'ভুয়া, ভুয়া' ধ্বনি দিতে থাকেন এবং 'আমার ভাই মরলো কেন–বিচার চাই, বিচার চাই', 'কোটা না মেধা–মেধা মেধা'সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে। নিজেদের রক্ষা করতে আন্দোলনকারীরা রাস্তায় আগুন জ্বালায়। পুলিশ একের পর এক রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে। পুলিশের বিপরীতে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ সরাসরি গুলিবর্ষণ করে।

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার ছিলেন কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি বঞ্চিত ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন। ঘটনাটি ঘটে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের পাতলাখান এলাকায়।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়, ১৭ ও ১৮ জুলাই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় অনেক ছাত্রের মেসে খাওয়া-দাওয়া অনিয়মিত চলছিল। ইকরামও তাদের একজন। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে ক্ষুধার্ত ইকরাম একটি ভাসমান দোকান থেকে ভাত খেয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। বিকালের দিকে পুলিশ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধাওয়া দিয়ে কবি নজরুল কলেজ থেকে সোহরাওয়ার্দী কলেজ পর্যন্ত নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা আশ্রয় নেন আশপাশের গলিতে। পুলিশ এসব গলি চিনতো না, কিন্তু সঙ্গে থাকা যুবলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে গলির দিকনির্দেশনা দিতে থাকে।

এসময় পুলিশের সঙ্গে থাকা অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে গুলি চালাতে তাড়িত করছিল। পুলিশ গলিতে ঢুকে এলোপাতাড়ি সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল ও গুলি ছোঁড়তে থাকে। পাতলাখান এলাকায় আন্দোলনকারীরা ঘাপটি মেরে

ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা ক্লান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্কুট, রুটি, পানি নিয়ে আসেন। ইকরামও অলিম্পিক বিস্কুটের একটি প্যাকেট খুলে একটি বিস্কুট খেতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পেছন থেকে একটি গুলি এসে তার মাথায় লাগে। মুহূর্তেই তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে মগজ ছিটকে পড়ে রাস্তায়। সেই গতিশীল বুলেটটি গিয়ে লাগে আরেকজনের চোখে। তিনিও ঘটনাস্থলেই মারা যান। ইকরামের ছিটকে পড়া মগজের সঙ্গে পড়ে থাকতে দেখা যায় অবশিষ্ট বিস্কুটটি ও তার প্যাকেট।

একজন দোকানদার এগিয়ে এসে মগজগুলো পলিথিনে করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সরাসরি পুলিশের গুলিতে ইকরাম নিহত হন। তার মৃত্যুতে থেমে যায় তার পরিবারের হাল ধরার স্বপ্ন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ইকরামের মরদেহ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবার নয়, পুরো আন্দোলনের জন্য এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পাসজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

সেদিন পুরো পুরান ঢাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মীবাজারের বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ, আর অলিগলিতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ–নারী, শিশুরা চোখের জ্বালাপোড়ায় অস্থির। সাউন্ড গ্রেনেডের বিকট শব্দে বাসাবাড়ি থেকে ভীত শিশুদের চিৎকার আর নারীদের আতঙ্কিত হাহাকার শোনা যাচ্ছিল।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসারকে হত্যার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ১৮ আগস্ট ২০২৪, রোববার ঢাকা বারের সদস্য নাসরিন বেগম ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের মামলার আবেদন করলে শুনানি নিয়ে হাকিম তরিকুল ইসলাম অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করতে সূত্রাপুর থানাকে নির্দেশ দেন।

এ মামলায় অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ফজলে নূর তাপস, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম, সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডিএমপির ডিবির সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদ, অতিরিক্ত যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব সরকার ও ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান।

মামলার আবেদনে বলা হয়, কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ১৯ জুলাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। আসামিদের মদদে পুলিশ ও তখনকার ক্ষমতাসীনরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা এলোপাথারি গুলি করলে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়, ধারাল অস্ত্রের আঘাতে অনেকেই জখম হয়।

হামলাকারীদের গুলিতে কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার মারা যান। প্রবল গণআন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া নবম মামলা এটি। (সূত্রঃ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। ১৮ আগস্ট, ২০২৪)

বন্ধু ও স্বজনদের চোখে শহীদ কাউসার

শহীদ কাউসার সবসময় তাঁর পরিবারের জন্য আশার আলো হয়ে ছিলেন,তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ছিলেন।

শহিদের পিতা বলেন, ছেলের কথা কী বলব। কলিজার টুকরা আমার। ছোটকালে মারা গেলে এক কথা। আমার উপযুক্ত ছেলে, আমার আশা-ভরসার মূলকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে, কী বলার থাকতে পারে? অনেক আশা ছিলো, এখন সব আশায় গুড়েবালি। মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে লাশ গ্রহণ করতে গিয়ে দেখলাম- পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছিল। নম্র-ভদ্র, নামাজি, পড়াশোনায় মনোযোগী ছেলে আমার- এখন সব শেষ হয়ে গেলো। মৃত্যুর কারণের জায়গায় ডেথ সার্টিফিকেটে হত্যাকারী 'অজ্ঞাত' লিখেছে। অথচ হত্যাকারী জ্ঞাত ও তারা পুলিশ বাহিনী। চেষ্টা চলছে সেটি সংশোধনের। আমি আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই।

ছোট ভাই ইমরান হোসেন জানায়, "ভাইয়ার শেষ ফোন কলটি ছিল বাবার সাথে শেষ কথা। বাবাকে সে বলেছিল সে ভালো আছে। তার জন্য দোয়া করতে। ছোট ভাই মানে আমাকে (ইমরানকে) দেখে রাখতে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে আসবে।"

জাফরুল্লাহ বলেন, "ভাই অনেক মিষ্টভাষী ছিলেন এবং মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতেন।" তার ছোট ভাই বলেন, "ভাইয়া কখনো অযথা আড্ডা দিতেন না, সবসময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অনেক যত্নবান এবং দায়িত্বশীল।"

ইকরামের বোন জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, আমাদের পরিবার খুবই গরিব। পড়ালেখা শেষ করে ইকরাম পরিবারে হাল ধরবে এবং আমাদের দুঃখ ঘোচাবে এমনটাই আশা করেছিলাম। এখন আমার ভাই নেই, আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। আমরা আশা করবো সমাজের বিত্তবানরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসারের বন্ধু আজমীর বলেন, আমি এটাকে মৃত্যু বলবো না-এটা হত্যা। যে দেশে মানুষ ঠিকমতো তার অধিকারের কথাও বলতে পারে না সেটা কোন গণতান্ত্রিক দেশ হতে পারে না। আজ অধিকারের জন্য মাঠে নামায় আমার বন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। আমি শুধু এই হত্যা না কোটা সংস্কার কে কেন্দ্র করে যত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক তদন্ত করে বিচার চাই।

সুবর্ণা মুস্তাফা নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনে ফেনি জেলার প্রথম শহিদ। আপনার মেধার জোরে সরকারি চাকরি পাওয়া আর হলো না ভাইয়া। আমাদের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়ে গেলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। মহান আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তের উচ্চ মাকাম দান করুক।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ কাউসারের বাবা একজন স্কুলশিক্ষক, অল্প বেতনে তিনি ৫ সদস্যের সংসার চালান। শহীদ কাউসারের পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু পুলিশের গুলিতে সেই স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে। সন্তান হারিয়ে তার মা এখন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তারা অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহিদ কাউছারের বাবা একজন শিক্ষক। অল্প বেতন পান, তা দিয়ে ৫ জনের সংসার চালান। শহিদ কাউসার পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের হাল ধরবেন এমন স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু পুলিশের গুলি তার সে স্বপ্ন কেরে নেয়। সন্তানকে হারিয়ে তার মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। সন্তানদের শিক্ষিত করতে জমি বিক্রি করে-পরিবার আর্থিকভাবে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে।

প্রস্তাবনা

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসারের পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটে দিনযাপন করছে। তাদের এই দুর্দশা লাঘবে নিম্নোক্ত কিছু সহযোগিতা প্রয়োজন, যা পরিবারটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে:

১/ বাসস্থান প্রয়োজন: শহীদের পরিবার বর্তমানে বাসস্থান সংকটে রয়েছে। তাদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একটি স্থায়ী বাসা পেলে পরিবারটি নিরাপদভাবে বসবাস করতে পারবে এবং দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

২/ বাবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান: শহীদ ইকরাম হোসেনের বাবা বর্তমানে সীমিত ইনকাম অবস্থায় আছেন। তাঁর জন্য একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে তা তাঁর পরিবারের নিয়মিত আয়ের উৎস বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পরিবারটি স্বনির্ভর হতে পারবেন।

৩/ ছোট ভাই-বোনদের শিক্ষার খরচ: শহীদের ছোট ভাই ইমরান হোসেন এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস শিক্ষারত। তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। শিক্ষা খরচের দায়িত্ব নিলে শহীদ ইকরামের পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এই তিনটি সহযোগিতা শহীদ ইকরামের পরিবারকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা করবে এবং তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অবদান রাখবে।

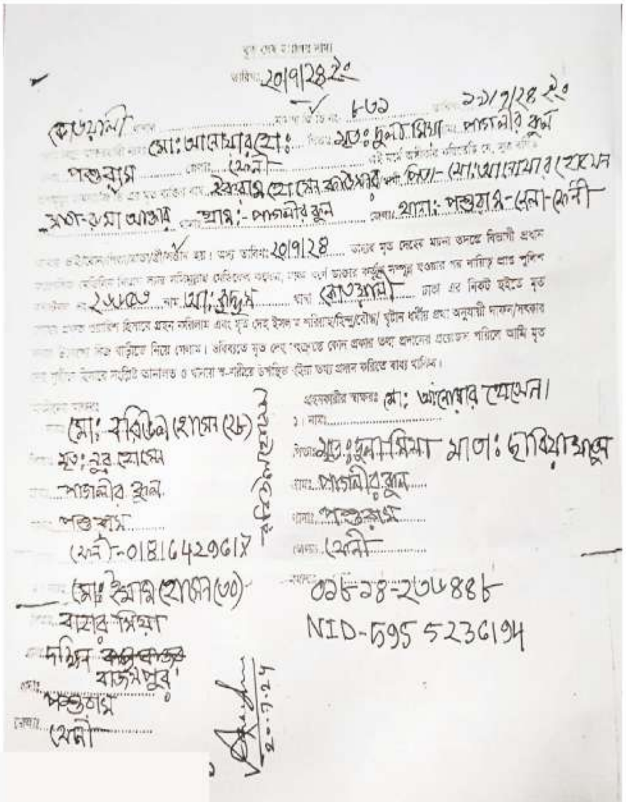

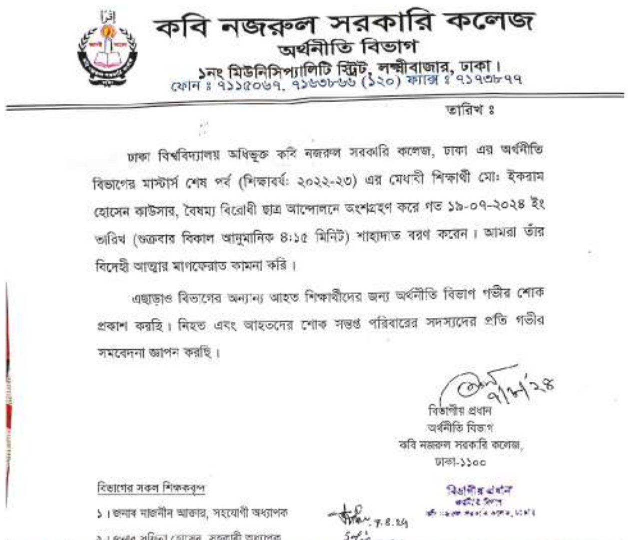

কবি নজরুল সরকারি কলেজ
অর্থনীতি বিভাগ
১নং মিউনিসিপ্যালিটি স্ট্রিট, লক্ষীবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১১৫০৬৭, ৭১৬৩৮৬৬ (১২০) ফ্যাক্স ঃ ৭১৭৩৮৭৭

তারিখ ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা এর অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্ব (শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩) এর মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ ইকরাম হোসেন কাউসার, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গত ১৯-০৭-২০২৪ ইং তারিখ (শুক্রবার বিকাল আনুমানিক ৪:১৫ মিনিট) শাহাদাত বরণ করেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

এছাড়াও বিভাগের অন্যান্য আহত শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থনীতি বিভাগ গভীর শোক প্রকাশ করছি। নিহত এবং আহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বিভাগীয় প্রধান
অর্থনীতি বিভাগ
কবি নজরুল সরকারি কলেজ,
ঢাকা-১১০০

বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দ
১। জনাব নাজনীন আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক
২। জনাব সফিনা হোসেন, সহকারী অধ্যাপক

'ভালো আছি, চিন্তা করো না বাবা'

২০ মিনিট পরই খবর এলো ছেলে গুলিবিদ্ধ

■ ফেনী সংবাদদাতা

সামান্য আয় রোজগারের টাকা দিয়ে এবং জমি বিক্রি করে পড়াচ্ছিলেন ছেলেকে। আশা ছিল ছেলে মাস্টার্স পাস করে পরিবারের হাল ধরবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হলো না পরশুরাম উপজেলার মাওলানা মো. আনোয়ার হোসেনের। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ১৯ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান পুরান ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার। তাঁকে হারিয়ে এখন দিশেহারা পরিবার। উপজেলার পাগলিরকুল গ্রামের মেধাবী এই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ইকরাম হোসেন কাউসার

পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কাউসার ও তাঁর তিন বন্ধু কলেজের কাছে লক্ষীবাজারে একটি মেসে ভাড়া থাকতেন। ১৯ জুলাই জুমার নামাজ পড়তে মেস থেকে বের হন। কাউসারের ফোনে চার্জ না থাকায় এক ফল দোকানদারকে অনুরোধ করে তাঁর মোবাইল ফোন দিয়ে বাড়িতে থাকা বাবার সঙ্গে কথা বলেন ১টা ১১ মিনিটে। তিনি বলেন, 'মোবাইলে চার্জ নেই। ভালো আছি। চিন্তা করো না বাবা। আমার মোবাইলে চার্জ দিতে পারলে পরে কথা বলব।' কথা শেষ করে কিছুদূর যেতেই ওপর থেকে ছোড়া গুলি তাঁর গায়ে লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাউসার। ফল দোকানদার ১টা ৩১ মিনিটে ওই নম্বরে ফোন করে বলেন, 'একটু আগে যে আপনাকে ফোন করেছেন, তিনি গুলিবিদ্ধ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।' কাউসারকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

ছেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর শুনে স্বজনকে নিয়ে আনোয়ার হোসেন অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় যান। মরদেহ বাড়ি এনে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন করা হয়।

এক নজরে শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার

নাম	: ইকরাম হোসেন কাউসার
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ০১ জানুয়ারি ২০০০
জন্মস্থান	: ফেনী
নিজ জেলা	: ফেনী
পেশাগত পরিচয়	: কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা
পিতার নাম	: মাওলানা আনোয়ার হোসেন (বয়স: ৫৫, পেশা: শিক্ষক)
মায়ের নাম	: রুমা আক্তার (বয়স: ৪০, পেশা: গৃহিণী)
মাসিক আয়	: ১৫,০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: শিক্ষকতা
ভাইবোন	: ছোট ভাই ইমরান হোসেন (বয়স: ২০, ছাত্র) এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস (বয়স: ২৭)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
আহত হওয়ার তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, দুপুর ১:৩০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:১৫ টা
মৃত্যুর স্থান	: লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা, কোতয়ালী, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফনস্থল	: পরশুরাম, ফেনী
শাহাদাত বরণের স্থান	: লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা
কবরস্থান	: পরশুরাম, ফেনী

শহীদ মো: আবদুর গনি

ক্রমিক: ৫১৬

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আবদুর গনির জন্ম ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার মনগাজী গ্রামে ১৯৮৮ সালের ২১ জানুয়ারি। পিতা মাওঃ আহসান উল্লাহ, মাতা শামসুন নাহার। বর্তমানে শহীদের পিতা-মাতা একজনও বেঁচে নেই। ৩ ভাই ও একজন বোন রয়েছেন। শহীদ আবদুল গণির পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়া কেউ নেই।

মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র ছিলেন আবদুল গণি। ফাযিল শেষে যোগ দেন সন্ধানী লাইফ ইনসুরেন্সে। পাশাপাশি ভর্তি ছিলেন কামিল ১ম সেমিস্টারে। ব্যক্তি জীবনে অসম্ভব ভালো মনের মানুষ ছিলেন তিনি।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি শহীদ মো: আবদুর গনি সন্ধানী লাইফ ইনসুরেন্সে কর্মরত ছিলেন। ১১ মাস হল বিয়ে করেছেন আয়েশা আক্তারকে। স্ত্রী আয়েশা ছিলেন একজন গৃহিণী। স্বামীর মৃত্যুতে নব্য বিবাহিতা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

৪ আগস্ট ২০২৪। এই দিনটিকে সারাদেশ তখন '৩৫ জুলাই,২০২৪' বলেই জানত। রোজ রবিবার। সময় দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আহ্বানে দেশব্যাপী চলছে অসহযোগ আন্দোলন, চলছে বিক্ষোভ- মিছিল। আন্দোলন চরম মাত্রা ধারণ করেছে। জায়গায় জায়গায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রায় ২১ জনের মত ততক্ষণে মারা গিয়েছেন। আবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে সরকার। পরিবেশ থমথমে।

শহীদ আবদুর গনি অফিস থেকে বের হয়ে ঢাকার বাংলামটরে আন্দোলনে যোগ দেন। মিছিলের একদম সামনে ছিলেন তিনি। এই সময় নিরীহ জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের দুটি গুলি এসে তার গায়ে লাগে- একটা বুকে, আরেকটা ঘাড়ে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

12:15

Sefaat Ahammad

গুলি চালাচ্ছিল। আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি তার অনুভূতি বাঁচিয়ে রাখার কিন্তু পারিনি তাই আমরা একটি ভ্যান পরিচালনা করে তাকে কিছু ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছি যারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। পরে আমরা ঘটনাস্থল থেকে তার অফিস আইডি কার্ড এবং তার মোবাইল ফোন তুলে নিলাম। আমরা জানি না তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা তার কি অবস্থা। জানি না কিভাবে তার পরিবারের সাথে এই নিউজ টা শেয়ার করবো তবে অপেক্ষা করছি তার নাম্বারে কেউ কল দিবে। আমি শুধু জানি যে আমরা একটি যৌনসঙ্গম যুদ্ধের মাঝখানে আছি এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হই। এটা এখন হাসিনাস গুন্ডারা বনাম আমরা! আমাদের এটা জিততে হবে। এই মুহূর্তে আমি শুধু প্রার্থনা করি এবং আশা করি সে সুস্থ আছে এবং বেঁচে আছে। আল্লাহ তুমি তাকে বাচিয়ে রাখ!

দয়া করে কেউ তাকে চিনে থাকলে তার পরিবার/সহকর্মী/বন্ধু-বান্ধবকে জানিয়ে আমাদের আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

এখানে তার বিবরণ -
Name - MD Abdul Goni
প্রতিষ্ঠান - শন্ধনী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
মোবাইল নং - +8801814166281

আমার নাম্বার - 01842455944

Rate this translation

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আবদুর গনি
জন্ম তারিখ	: ২১ জানুয়ারি ১৯৮৯
পেশা	: চাকরিজীবী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মনগাজী, ইউনিয়ন : ৩নং ওয়ার্ড, থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী
পিতার নাম	: মো: আহসান উল্লাহ
মাতার নাম	: সামছুন নাহার
ঘটনার স্থান	: বাংলামটর, ঢাকা
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ০৪ আগস্ট ২০২৪ , সময়: দুপুর ০৩:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: তারিখ : ০৪ আগস্ট ২০২৪, সময়: দুপুর ০৩:৩০ ঘটনাস্থলে

শহীদ মো: আবু বকর ছিদ্দিক

ক্রমিক : ৫১৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আবু বকর ছিদ্দিকের জন্ম ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া থানার ইয়াকুবপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ চানপুর গ্রামে ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি। পিতা আবুল হাসেম, মাতা দেলোয়ারা বেগম। বর্তমানে শহীদের পিতা-মাতা কেউই বেঁচে নেই। শহীদ আবু বকর ছিদ্দিকের পরিবারে তার স্ত্রী ও দুটি শিশু সন্তান রয়েছে। এলিফ্যান্ট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরিরত ছিলেন তিনি।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শহীদ মো: আবু বকর ছিদ্দিক। এলিফ্যান্ট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজে কর্মরত ছিলেন। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট দুটি শিশু। একমাত্র ছেলে ৮ বছর বয়সী ফারহান। ফারহান বর্তমানে ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। একমাত্র মেয়ে আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী, মাত্র ১০ মাস। বর্তমানে স্ত্রী তার ২ সন্তানসহ খুবই অসহায় জীবন-যাপন করছে। স্বামীর স্মৃতি তার

চোখের সামনে ভাসছে। ছেলে ফারহান বাবাকে ভুলতে পারছেনা। আর মেয়ে আয়াতুল্লাহ তো বুঝলই না বাবার আদর কি জিনিস পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারের মুখে, অনিশ্চিত হয়ে গেল তাদের সুন্দর আগামী। বাবার আদর থেকে বঞ্চিত হল সারাজীবনের জন্য।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

২১ জুলাই ২০২৪। দিনটা ছিল রবিবার। বরাবরের মত অফিস শেষে বের হয়েছেন আবু বকর। ফেনীর রেলগেট এলাকায় এসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল দেখে তাতে যোগ দেন তিনি। এসময় পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায়।

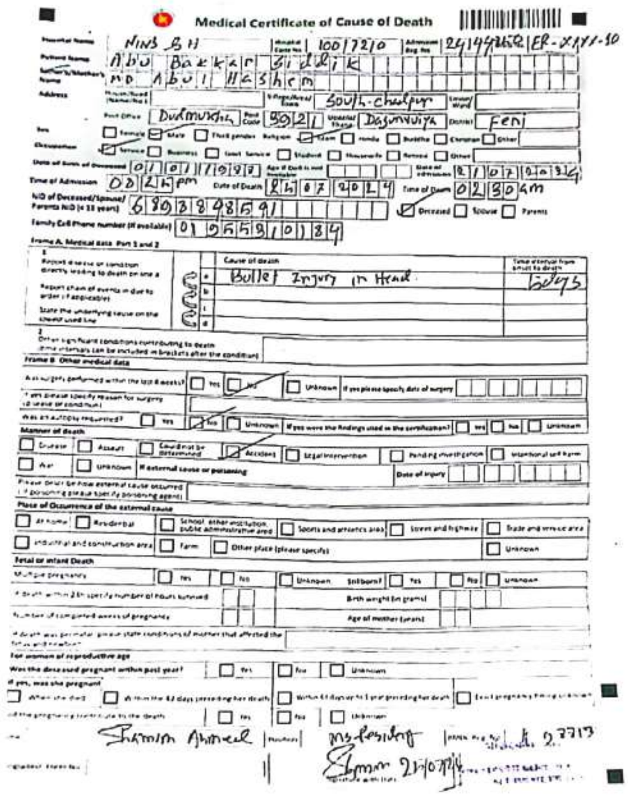

Medical Certificate of Cause of Death

NINS & H | 1001 7210 | 2414 ... | ER-X1X1-10

Patient Name: Abu Bakkar Siddik

Father's/Mother's Name: MD Abul Hashem

Address: South-chalpur | Post Office: Dudmukha | Post Code: 3921 | Upazila/Thana: Dagonbhuiya | District: Feni

Sex: Male | Religion: Islam | Occupation: Service

Date of Birth of Deceased: 01 01 1987 | Date of admission: 21 07 2024

Time of Admission: 08 25 pm | Date of Death: 26 07 2024 | Time of Death: 02 30 am

NID of Deceased/Spouse/Parents NID: 6893848591 | Deceased

Family Cell Phone number (if available): 01955910184

Frame A. Medical data Part 1 and 2

Cause of death: a. Bullet Injury in Head | Time interval from onset to death: 5 days

Frame B. Other medical data

Manner of death

Place of Occurrence of the external cause

Fetal or infant Death

বলে রাখা ভালো, দেশের পরিস্থিতি তখন একদম ভালো না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে তখন সারা দেশে চলছে তুমুল আন্দোলন। সরকারের নির্দেশে সারাদেশে ইন্টারনেট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে জানার উপায় নেই। এছাড়া ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশবাহিনী পাখির মত মানুষ মারছে। এমনই এক পাখি ছিল শহীদ আবু বকর। সে কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ করে পুলিশের একটি গুলি তার গায়ে এসে লাগে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পাঁচদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে না ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি।পরবর্তীতে তার মৃতদেহ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

শহীদ আবু বকর ছিদ্দিক তার নিজ বাড়ি ফেনীর দাগনভূঁইয়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/১৯৮৮
পেশা	: চাকরিজীবী, এলিফ্যান্ট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ চানপুর, ইউনিয়ন : ইয়াকুবপুর, থানা: দাগনভূইয়া, জেলা: ফেনী
পিতার নাম	: আবুল হাসেম
মাতার নাম	: দেলোয়ারা বেগম
ঘটনার স্থান	: রেলগেট, ফেনী
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ২১/০৭/২০২৪
মৃত্যুর তারিখ ও সময়: তারিখ	: ২৫/০৭/২০২৪

শহীদ জাফর আহাম্মদ

ক্রমিক : ৫১৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জাফর আহাম্মদের জন্ম ফেনী সদরের শশদী ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে। পিতা ওবায়দুল হক, মাতা হাজেরা বেগম। বর্তমানে শহীদের পিতা-মাতা কেউ বেঁচে নেই। শহীদ জাফরের পরিবারে তার স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে- এক ছেলে, এক মেয়ে। পেশায় তিনি একজন টমটম চালক ছিলেন।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

জাফর আহাম্মদের পরিবার খুব একটা সচ্ছল কখনোই ছিলনা। টমটম চালিয়ে যা আয় হত, তা ছিল এই পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া তার একমাত্র ছেলে গার্মেন্টসে চাকুরি করে। অনেক ইচ্ছা থাকলেও ছেলে রুবেলকে বেশি পড়াতে পারেননি

জাফর। তাই একমাত্র মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল তার। তার মেয়ে সানিয়া বর্তমানে পৌর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। কিন্তু অভাবের সংসারে মেয়েটির পড়ালেখা এখন বন্ধের উপক্রম। মাথার উপর থেকে বাবা নামক ছায়া সরে গেলে বোঝা যায় জীবন কত বিচিত্র আর কষ্টকর জাফরের স্ত্রী আছিয়া বেগম বর্তমানে দুই সন্তানকে নিয়ে মানবেতর দিন পার করছেন। শারিরীক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

নিকটাত্মীয়/ প্রতিবেশীর মন্তব্য

শহীদ জাফর আহাম্মদের ছোট ভাই মনির আহাম্মদ বলেন, “আমার ভাই ছিল সহজ-সরল।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশিরা পেল দ্বিতীয়বারের মত স্বাধীন হওয়ার সুযোগ। প্রায় ১৬ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশটাকে চেটেপুটে খাচ্ছিলো, মানুষের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। এদিন ছাত্র-জনতার ‘রোড মার্চ টু গণভবনে’ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেন বিগত সরকার প্রধান। এসময় সবাই যখন আনন্দ মিছিলে ব্যস্ত, তখনও দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে জালিম সরকারের দোসররা পরাজয় মেনে না নিয়ে আক্রমণ করেই যাচ্ছিলো । জাফর সেদিন ফেনী পৌরসভার সামনে আওয়ামী দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হন এবং নির্মমভাবে শহীদ হন। শহীদ জাফর তার নিজ বাড়ি ফেনী সদরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র National ID Card
নাম
জাফর আহাম্মদ
Name
JAFAR AHAMMED
পিতা
ওবায়দুল হক
মাতা
মৃত হাজেরা বেগম
Date of Birth 29 Mar 1972
NID No 286 385 6841

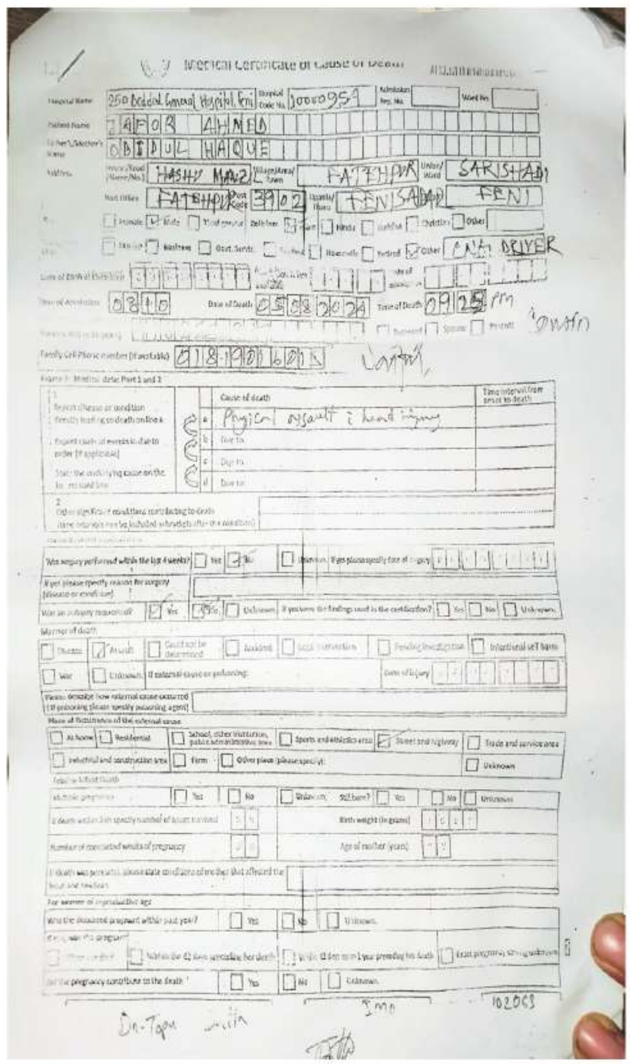

Medical Certificate of Cause of Death
Hospital Name: 250 Bedded General Hospital, Feni
Hospital Code No.: 10000959
Patient Name: JAFOR AHMED
Father's/Mother's Name: OBIDUL HAQUE
Address: HASHU MANZIL, FATEHPUR, SARISHADI, FATEHPUR, 3902, FENI SADAR, FENI
Other: CNG DRIVER
Date of Death: 05 08 2024
Time of Death: 09 25 pm
Family Cell Phone number (if available): 01819016015
Cause of death: a. Physical assault c head injury
b. Due to
c. Due to
d. Due to

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: জাফর আহাম্মদ
পেশা	: টমটম চালক
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ফতেহপুর, ইউনিয়ন: শশদী, থানা: সদর, জেলা: ফেনী
পিতার নাম	: ওবায়দুল হক
মাতার নাম	: মৃত হাজেরা বেগম
পরিবারের সদস্য	: ৩ জন
ছেলে	: রুবেল, গার্মেন্টস শ্রমিক
মেয়ে	: সানিয়া, ছাত্রী
ঘটনার স্থান	: ফেনী পৌরসভার সামনে
আক্রমনকারী	: দুর্বৃত্ত
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ০৫/০৮/২০২৪ দুপুর ২:৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়: তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪
কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ

ক্রমিক: ৫১৯

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। তাঁর পিতা জনাব আলতাপ হোসেন একজন কৃষক এবং মাতা কামরুন নাহার একজন গৃহিণী। আরিফ ২০০৬ সালের ৬ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান ফেনী।তিনি ছিলেন একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁর অমায়িক ব্যবহার মানুষকে বিমোহিত করত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় দাখিলে অধ্যয়নরত ছিলেন। দারিদ্রতার কারনে তাকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁর পরিবার। বিদেশ যাওয়ার জন্য টাকা পয়সাও জমা দেন। তাঁর ভিসার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। শুধু উড়াল দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।

জালিমের রক্তচক্ষুর হাত থেকে রেহাই মেলেনি এই নিষ্পাপ কিশোরটিরও। জালিম সরকারের ঘাতকের আঘাতে আহত হয়ে প্রাণ যায় তাঁর।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ এর বাবা একজন কৃষক। তার একমাত্র আয়েই সংসার চলে। স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হয়ে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে। বৃদ্ধ বয়সে ছেলের উপর ভরসা করে বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটিয়ে দিবেন।এজন্য ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা আর হল না। অকালে ছেলেকে হারিয়ে নিঃস্ব হলেন শহীদের পিতা জনাব আলতাপ হোসেন। আলতাপ হোসেনের ৪ ছেলে মেয়ের মধ্যে আরিফ বড়। আরিফের ছোট ৩ মেয়ে। সবাই পড়াশোনা করে। আলতাপ হোসেনের একক আয়ে পরিবারের ব্যয়ভার বহন খুবই কষ্টকর। অভাবের সংসারে কোনমতে ডাল ভাত খেয়ে বেঁচে আছেন। আলতাপ হোসেন নিজেও অসুস্থ। বাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে গিয়ে তাঁর আঙ্গুল উঠে গেছে। এই অসহায় পরিবারটির পাশে দাড়ানোর কেউ নেই।

BAFA-393 Part-1
HDU

DEATH CERTIFICATE

CMH DHAKA

1. Name of Hospital: CMH DHAKA
2. Hospital Code No: 10025057 Admission Reg No: CNE-1471
3. CNE
4. Name: SAIFUL ISLAM ARIF
5. Father's Name: ALTAP HOSSAIN
6. Mother's Name: KAMRUN NAHAR
7. Name of Spouse:
8. Address: Village/Area/Town: KOUSHOLLA; Ward: 02; Post Office: K.D HAT; Post Code: 3900; District: FENI
9. NIL
10. Sex: Male; Religion: Islam
11. Occupation: STUDENT
12. Dt of Birth/Age: 06 11 2003
13. Dt of admission: 09 09 2024; Time of admission: 08 51
14. Dt of Death: 30 09 2024; Time of death: 07 55
15. NID of Deceased/Spouse/Parents: 7815506200
16. Telephone/Cell phone (Family/NOK): 01817264596
17. Cause of Death

Mohammad Rafid Karim
Major

জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট

জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট জানতে হলে আমাদেরকে অনেক পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। এ বিপ্লবের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। একদিনে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। আওয়ামী সরকারের দীর্ঘদিনের দুঃশাসনের ফলাফল ছিল এ বিপ্লব।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদের (মইন উদ্দীন আহমেদ) পাতানো নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনা। ভারতের মধ্যস্থতায় শেখ হাসিনা এই নিশ্চয়তা দেয় যে, মইন ইউ আহমেদ ও তার দোসরদের দুই বছরের সকল অপরাধের দায়মুক্তি দেওয়া হবে। হলোও তাই। ২০০৭-২০০৮ এই দুই বছরের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা অনেক বিষোদগার করলেও কুশীলবদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ভারতের মধ্যস্থতায় বিনা ভোটে ক্ষমতায় এসে সাধারণ মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। পিলখানার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সেনাবাহিনীকে পোষা বিড়ালে পরিণত করা হয়েছে। হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের মাথার ওপর চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মতো। এ যেন রূপকথার ভয়ংকর ডাইনি।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় মুক্তিকামী জনতা।

জুলাইয়ের শুরু থেকেই কোটা সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। প্রতিদিনই ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুলোতে অবস্থান করে।

১৪ জুলাই রাতে স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-জনতাকে রাজাকার বলে গালি দেয়। মুহূর্তেই ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মধ্যরাতে ঢাবির হলগুলো থেকে ভেসে আসে,তুমি কে আমি কে?-রাজাকার, রাজাকার। মুহূর্তেই '৭র ঘৃণিত শব্দ ২৪ এ এসে মুক্তির স্লোগানে পরিণত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা মধ্য রাতে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকা সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একযোগে প্রতিবাদ জানায়।

১৫ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা ফ্যাসিস্ট সরকারের এমন বাজে মন্তব্যের প্রতিবাদে শাহাবাগ ও ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকে। স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী আদায়ের আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। ছাত্রদের দমন করতে সরকার তার দলীয় পোষা গুণ্ডা ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়। ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনানের নির্দেশে ছাত্রলীগের হেলমেট বাহিনী লোহার রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প, রামদা, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অতর্কিত হামলা চালায়। ছাত্রলীগের পোষা গুণ্ডা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া করে আনা গুণ্ডাদের নিয়ে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের হামলার হাত থেকে নিরস্ত্র বোনদেরও রক্ষা মিলেনা। রাস্তায় আটকিয়ে বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে তাদেরকে নির্বিচারে পিটাতে থাকে।

৫ আগস্ট সোমবার ছাত্র-জনতা লং মার্চ টু গণভবন ঘোষণা করে। সারাদেশ থেকে মুক্তিকামী জনতা গণভবনের দিকে রওনা করে। স্বৈরাচারের ঘাতক-দালাল আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিপথগামী পুলিশ সদস্যরা একত্রিতভাবে ছাত্র-জনতার উপর টিয়ারশেল, ছররা গুলি, গ্রেনেড, বোমা, সাজোয়াজান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে হামলা চালাতে থাকে। অসংখ্য মানুষ হামলায় আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে আরও অনেকে। তবু ছাত্র-জনতা জুলুমের সাথে আপোষ করেননা। জালিমের বুলেটকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে অনেক মানুষ মারা যায়। এসব মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে পীড়া দেয়। যার ফলে মানুষ আর ঘরে থাকতে পারে না। শহীদের আর্তনাদ তাদেরকে রাজপথে নিয়ে আসে। অবশেষে তুমুল আন্দোলনের মুখে নরখেকো ডাকু রানী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ সাইফুল ইসলাম আরিফ ছিলেন এই আন্দোলনের একজন সম্মুখ যোদ্ধা। বৈষম্যবিরোধী স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৪ আগস্ট শহীদ আরিফ বাড়ি থেকে বেরিয়ে চট্টগ্রাম শহেরের দিকে যায়। সেখানে স্বৈরাচারের ঘাতকরা শহীদ আরিফের উপর পৈশাচিক হামলা চালায়।তাঁকে হকিস্টিক এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। রাতে তাঁর পরিবারের লোকজন খবর পায় যে, আরিফ হাসপাতালে ভর্তি আছে। তারপর তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে দেখে আরিফের অবস্থা খুবই খারাপ। এরপর তাঁকে ঢাকার সিএমএইচ হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তিনি শাহাদাত বরন করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের পিতা আলতাপ হোসেন বলেন, আমার ছেলেটার খুব সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ ছিল। বিদেশে পৌঁছাতে পারলেই ৬০/৭০ হাজার টাকা বেতন পেতেন। এখন আমার পাশে দাড়ানোর মত কেউ নাই। আপনারা সবাই দু'আ করবেন আল্লাহ যেন আমার ছেলেকে জান্নাত দান করেন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: সাইফুল ইসলাম আরিফ
পিতা	: আলতাপ হোসেন
মাতা	: কামরুন নাহার
জন্ম	: ৬ নভেম্বর ২০০৩
জন্ম স্থান	: চট্টগ্রাম
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: ২নং কৌশল্যা, দাগনভূঁঞা, ফেনী,চট্টগ্রাম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

২. ছোট বোনদের পড়াশুনাসহ ভবিষ্যতের যাবতীয় খরচের নিশ্চয়তা প্রদান

শহীদ ইফাত হাসান খন্দকার

ক্রমিক : ৫২০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৭৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ইফাত হাসান খন্দকার ২০০৮ সালের ২০ আগস্ট ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক ঠিকানা নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ থানার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের আলমপুর গ্রাম। তিনি যাত্রাবাড়ি এ.কে.আইডিয়াল স্কুলের ক্লাস নাইনের শিক্ষার্থী ছিলেন। পিতা রবিউল আমিন খন্দকার, মাতা কামরুন নাহার। শহীদের বাবা বেঁচে নেই, দুই বছর হল মারা গিয়েছেন। বর্তমানে শহীদ ইফাতের পরিবারে তার মা ও দুজন বোন রয়েছে।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ইফাতের পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তার বাবা রবিউল আমিন। কিন্তু দুই বছর পূর্বে বাবার মৃত্যু হয়। এতে পুরো পরিবারটি মানসিকভাবে তো বটেই আর্থিকভাবেও ভেঙ্গে পড়ে। মাথার উপর থেকে বাবা নামক ছায়া সরে গেলে বোঝা যায় জীবন

কত বিচিত্র আর কষ্টকর। এরপর ইফাত এর মা তার তিন সন্তান নিয়ে ইফাতের নানাবাড়িতে আশ্রয় নেন। তার চাচা- মামারা আর্থিকভাবে সহায়তা করতে চেষ্টা করতেন।

যদিও দুই বছর আগেই পরিবারটির আর্থিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে, তাও একমাত্র ছেলে ইফাতকে নিয়ে তার মায়ের ছিল অনেক স্বপ্ন- ছেলে বড় হবে, বড় চাকুরি করবে, মায়ের আর কোন কষ্ট থাকবেনা, বাব-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু ইফাতের মৃত্যুতে সেই স্বপ্নও ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

উল্লেখ্য, ইফাতের বড় বোন উম্মে সালমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ছোট বোন তাজরিয়ানের বয়স মাত্র চার বছর ছোট তাজরিয়ান কিছু বুঝে উঠার আগেই বাবা-ভাই দুজনকে হারিয়ে ফেলল। বাবা আর ভাইয়ের আদর কেমন হয় সে হয়ত ঠিকভাবে আর কখনো জানতেও পারবেনা।

নিকটাত্মীয়/ প্রতিবেশীর মন্তব্য

ইফাতের নানা জানান, "ইফাত অনেক শান্ত ও ভদ্র বাচ্চা ছিল। বাবা মায়ের অনেক আদরের সন্তান ছিল। কর্মঠ ইফাত পড়ালেখা ছাড়াও কোন না কোন কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখত। আমরা আমাদের সোনার টুকরা ইফাত হত্যার বিচার চাই।"

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

শহীদ ইফাত বয়সে ছোট হলেও এতটুকু বুঝতেন যে অন্যায়ের সাথে কখনো আপোষ করা উচিত না। তাই সবাইকে যার যার জায়গা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত। আর তার এই চিন্তাই তাকে ২০২৪ এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করার সাহস জুগিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই যাত্রাবাড়ীর কাজলাতে আন্দোলনে যোগ দিতেন তিনি। তখন আন্দোলনের প্রধান কয়টি স্পটের মধ্যে যাত্রাবাড়ী ছিল অন্যতম। প্রায় প্রতিদিনই এখানে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হত।

২০ জুলাই ২০২৪ দুপুর তিনটা। আন্দোলনে পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে। হঠাৎ একটি গুলি ইফাতের বুকে এসে লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুবরণ করেন। সরকার কর্তৃক ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় এসব খবর আর আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শহীদকে তার নিজ পৈতৃক বাড়ি নোয়াখালির বেগমগঞ্জে নিজ গ্রামে দাফন করা হয়।

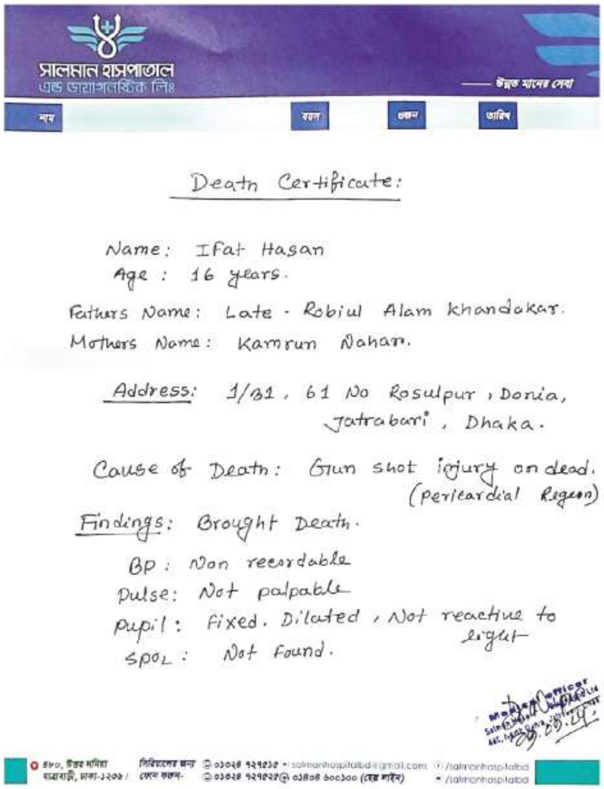

সালমান হাসপাতাল
এন্ড ডায়াগনস্টিক লিঃ
— উন্নত মানের সেবা

নাম | বয়স | ওজন | তারিখ

Death Certificate:

Name: Ifat Hasan
Age: 16 years.
Fathers Name: Late - Robiul Alam khandokar.
Mothers Name: Kamrun Nahar.
Address: 1/31, 61 No Rosulpur, Donia, Jatrabari, Dhaka.
Cause of Death: Gun shot injury on dead. (Pericardial Region)
Findings: Brought Death.
BP: Non recordable
Pulse: Not palpable
Pupil: Fixed. Dilated, Not reactive to light
SpO2: Not Found.

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION

Back to Previous Page (/)

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

REGISTRATION DATE	REGISTRATION OFFICE	ISSUANCE DATE
21 SEPTEMBER 2022	ZONE - 4, DHAKA NORTH CITY CORPORATION	21 SEPTEMBER 2022
DATE OF BIRTH	BIRTH REGISTRATION NUMBER	SEX
20 AUGUST 2008	20082692513608968	MALE

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম	ইফাত হাসান খন্দকার	REGISTERED PERSON NAME	EFAT HASAN KHANDAKER
জন্মস্থান	ঢাকা	PLACE OF BIRTH	DHAKA
মাতার নাম	কামরুন নাহার	MOTHER'S NAME	KAMRUN NAHAR
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	MOTHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI
পিতার নাম	রবিউল আমিন খন্দকার	FATHER'S NAME	RABIUL AMIN KHANDAKER
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	FATHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI

NB: This record is retrived from Birth and Death Registration Database . Location of the Register office : ZONE - 4 MIRPUR-10, DHAKA NORTH CITY CORPORATION, DHAKA. everify.bdris.gov.bd (https://everify.bdris.gov.bd/) is the official website to verify the record

Back to Previous Page (/)

© 2024 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ইফাত হাসান খন্দকার
জন্ম তারিখ	: ২০/০৮/২০০৮
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আলমপুর, ইউনিয়ন: রাজগঞ্জ থানা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালি
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা: ১/৩১,৬১,রসুলপুর, এলাকা: দনিয়া থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: রবিউল আমিন খন্দকার
মাতার নাম	: কামরুন নাহার
পরিবারের সদস্য	: ৩ জন
বড় বোন	: উম্মে সালমা, ছাত্রী
ছোট বোন	: তাজরিয়ান
ঘটনার স্থান	: কাজলা, যাত্রাবাড়ী
আক্রমনকারী	: পুলিশ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: তারিখ : ২০/০৭/২০২৪, দুপুর ৩ টা
কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

শহীদ নাছিমা আক্তার

ক্রমিক : ৫২১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ নাছিমা আক্তার ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি নোয়াখালি সদরের মাইজদীতে জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বছর বয়সী নাছিমা সুজাপুর মহিলা দাখিল মাদরাসায় দশম শ্রেণির পর্যন্ত পড়েন, পরবর্তীতে বাসায় ইলমে দীন গ্রহণ করতেন। পিতা হাজী ইউসুফ আলী, মাতা ছালেহা বেগম। শহীদের বাবা বেঁচে নেই।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

নাছিমা আক্তারের বাবা বেঁচে নেই। তাদের নিজস্ব বাড়িভাড়া দিয়ে তাদের সংসার চলত। বর্তমানে এটাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া নাছিমা তার ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন।

আহ্লাদী ছোট বোন ছিলেন সবার খুব আদরের। তার ৬ ভাইবোনের মধ্যে বোনেরা সবাই বিবাহিত, বড় ভাই ও ছোট ভাই বর্তমানে স্পেনে আছেন, আর মেজ ভাই আপাতত বেকার। আদরের মেয়েকে হারিয়ে মা শোকে মুহ্যমান।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

নাছিমা আক্তার নিউমার্কেট এলাকায় তার ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। ১৯ জুলাই বিকালবেলা সে তার দুই ভাতিজাকে নিয়ে ছাদে উঠে। র‍্যাব হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুড়েছিল সেদিন। একটি গুলি এসে প্রথমে নাছিমার বড় ভাতিজাকে আহত করে। কি হল বুঝে উঠার আগেই আরেকটি গুলি এসে নাছিমার মাথায় বিদ্ধ হয়।

পরে আহত ভাতিজা কোনরকমে বাসায় ফিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাসার মানুষ ছাদে গিয়ে দেখেন নাছিমা গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন। তৎক্ষনাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অপারেশন করে বিদ্ধ গুলি বের করা সম্ভব হয়না দুই দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ২১ তারিখ পপুলার হাসপাতালের আইসিউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শহীদ নাছিমার আহত ভাতিজাও মৃত্যুবরণ করেন।

জানাযা ও দাফন

শহীদকে তার নিজ গ্রামে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। পরিবার থেকে নাছিমা ও তার ভাতিজার মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবি উঠেছে।

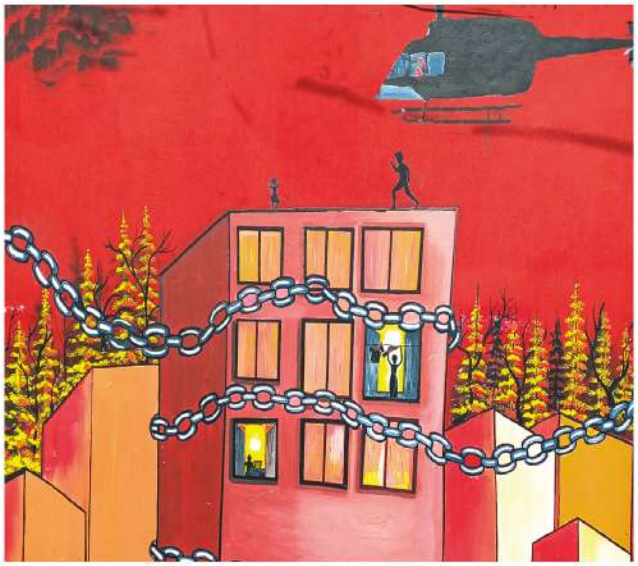

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Noakhali Paurashava
Noakhali Sadar, Noakhali
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

ZDRAQ

Date of Registration 28/12/2023
Birth Registration Number 20007528301204127
Date of Issuance 28/12/2023

Date of Birth : 20/01/2000 Sex : Female
In Word : Twentieth of January Two Thousand

নাম	: নাছিমা আক্তার	Name	: Nasima Akter
মাতা	: ছালেহা বেগম	Mother	: Saleha Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: হাজী ইউছুফ আলী	Father	: Hazi Yousuf Ali
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: নোয়াখালী, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Noakhali, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: মাইজদী নোয়াখালী কলেজ-৩৮০১, নোয়াখালী পৌরসভা, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	Permanent Address	: Maijdee Noakhali College-3801, Noakhali Paurashava, Noakhali Sadar, Noakhali

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
HEALTH ASSISTANT
NOAKHALI PAURASHAVA

MD. SAKAOAT HOSSAIN
SENITARY INSPECTOR
NOAKHALI PAURASHAVA

Seal & Signature
Registrar
SANJIDA RIYA
PANEL MAYOR-3
NOAKHALI PAURASHAVA

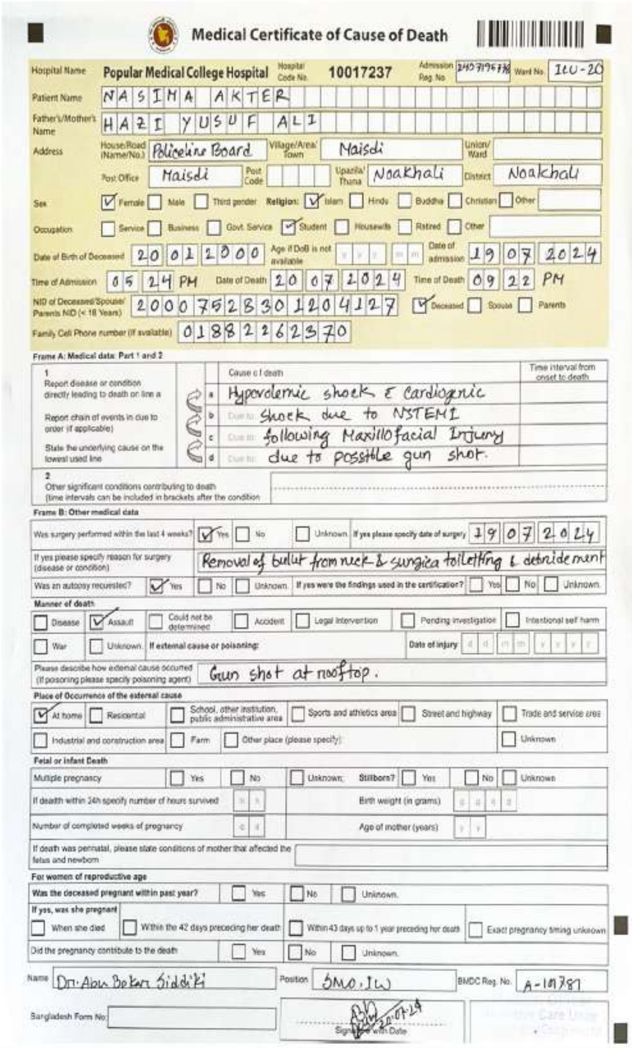

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: Popular Medical College Hospital Hospital Code No. 10017237 Admission Reg. No. 24073196738 Ward No. ICU-20
Patient Name: NASIMA AKTER
Father's/Mother's Name: HAZI YUSUF ALI
Address: House/Road (Name/No.) Policeline Board Village/Area/Town Maisdi Union/Ward
Post Office Maisdi Post Code Upazila/Thana Noakhali District Noakhali
Sex: [✓] Female [ ] Male [ ] Third gender Religion: [✓] Islam [ ] Hindu [ ] Buddha [ ] Christian [ ] Other
Occupation: [ ] Service [ ] Business [ ] Govt. Service [✓] Student [ ] Housewife [ ] Retired [ ] Other
Date of Birth of Deceased 20 01 2000 Age if DoB is not available Date of admission 19 07 2024
Time of Admission 05 24 PM Date of Death 20 07 2024 Time of Death 09 22 PM
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 Years) 20007528301204127 [✓] Deceased [ ] Spouse [ ] Parents
Family Cell Phone number (if available) 01882262370

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Hypovolemic shock & Cardiogenic	
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Due to: Shock due to NSTEMI	
	c	Due to: following Maxillofacial Injury	
State the underlying cause on the lowest used line	d	Due to: due to possible gun shot.	

2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? [✓] Yes [ ] No [ ] Unknown If yes please specify date of surgery 19 07 2024
If yes please specify reason for surgery (disease or condition): Removal of bullet from neck & surgical toiletting & debridement
Was an autopsy requested? [✓] Yes [ ] No [ ] Unknown If yes were the findings used in the certification? [ ] Yes [ ] No [ ] Unknown

Manner of death
[ ] Disease [✓] Assault [ ] Could not be determined [ ] Accident [ ] Legal intervention [ ] Pending investigation [ ] Intentional self harm
[ ] War [ ] Unknown If external cause or poisoning: Date of injury
Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent): Gun shot at rooftop.

Place of Occurrence of the external cause
[✓] At home [ ] Residential [ ] School, other institution, public administrative area [ ] Sports and athletics area [ ] Street and highway [ ] Trade and service area
[ ] Industrial and construction area [ ] Farm [ ] Other place (please specify): [ ] Unknown

Fetal or Infant Death
Multiple pregnancy [ ] Yes [ ] No [ ] Unknown Stillborn? [ ] Yes [ ] No [ ] Unknown
If death within 24h specify number of hours survived Birth weight (in grams)
Number of completed weeks of pregnancy Age of mother (years)
If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For women of reproductive age
Was the deceased pregnant within past year? [ ] Yes [ ] No [ ] Unknown
If yes, was she pregnant [ ] When she died [ ] Within the 42 days preceding her death [ ] Within 43 days up to 1 year preceding her death [ ] Exact pregnancy timing unknown
Did the pregnancy contribute to the death [ ] Yes [ ] No [ ] Unknown

Name Dr. Abu Bakar Siddiki Position SMO, ICU BMDC Reg. No. A-107781
Bangladesh Form No: Signature with Date 20.07.24

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: নাছিমা আক্তার
জন্ম	: ২০/০১/২০০০
পেশা	: ছাত্রী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাইজদী পৌরসভা, থানা: সদর, জেলা: নোয়াখালী
পিতার	: হাজী ইউসুফ আলী (মৃত)
মাতার নাম	: ছালেহা বেগম
ঘটনার স্থান	: ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায়, ঢাকা সিটি কলেজের কাছে
আক্রমনকারী	: র‍্যাব
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়	: তারিখ : ১৯/০৭/২০২৪ দুপুর ৩ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়: তারিখ	: ২১/০৭/২০২৪
কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

শহীদ মো: নিজাম উদ্দিন ইমন

ক্রমিক: ৫২২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮১

শহীদ পরিচিতি

২০০৪ সালের নভেম্বর মাস, শীতের তীব্রতা তেমন প্রকট হয়ে উঠেনি তখন। কুয়াশাঘেরা সকালে শিশির জমে ঘাসের বুকে। তেমনি একবুক স্বপ্নে বিভোর হয়ে অপেক্ষায় দিন গুনছেন সাহাবউদ্দীন ও শিল্পী আক্তার। তাঁদের অপেক্ষার অবসান হলো নভেম্বরের ৭ তারিখ। ঘর আলো করে দুনিয়ায় এলো তাদের প্রথম সন্তান নিজাম উদ্দিন, যার আদুরে নাম ইমন। আর এখন তিনি দেশের মানুষের কাছে পরিচিত শহীদ মো: নিজাম উদ্দিন ইমন নামে।

শহীদ ইমনের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার ৬ নং রাজগঞ্জ ইউনিয়নের গণি হাকিমপুর গ্রামে। তবে ইমনের পরিবার বাস করতেন চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানার বাকলিয়া গ্রামে।

পরিবারের আর্থিক অবস্থান

দুই ভাই ও একমাত্র বোন নিয়ে ৫ জনের পরিবার ইমনের।পিতা দর্জির কাজ করতেন ও মাতা গৃহিণী। চট্টগ্রামে নিজস্ব টেইলার্সের দোকানে বাবার কাজে সহযোগিতা করতেন ইমন এবং এটাই তাদের পরিবারের আয়ের উৎস। মধ্যবিত্ত এই পরিবারের খরচ ও ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচ চলতো এই আয় থেকেই।বড় ছেলে ইমনকে আলেম বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিলো ভিন্ন। তিনি সহজ সরল ইমনকে বেছে নিয়েছিলেন শহীদ হিসেবে। সবার সাথে যে এত মিলেমিশে থাকতো সেই ছেলেটি যে তাদের ছেড়ে চলে যাবে সে কথা কি আর কেউ জানতো!

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট, ২০২৪। রোজ শুক্রবার। এক পবিত্র দিনে পতন ঘটে স্বৈরাচার হাসিনার। দেশজুড়ে চলছিলো বিজয়োল্লাস। হাজারো মায়ের ছেলে হারানোর শোক আর বিধবা স্ত্রীর অসহায়ত্বের করুণ চাহনি যেন একেকটা উত্তপ্ত মরুভূমি। যে মরুভূমিতে কখনো বসন্ত আসে না।হাসিনার পতন ধ্বনি সেই মরুভূমিতে বৃষ্টির রহমধারার মতো শান্তির ও স্বস্তির অনুভূতি সৃষ্টি করেছিলো প্রতিটি অন্তরে। বুকের উপর চাপানো মস্ত বোঝার ভার যেন কিছুটা হালকা হলো।আনন্দের বন্যা বইছিলো সারা দেশের আনাচে কানাচে।সেই আনন্দে মিছিলে শামিল হতে নিজেদের দোকান থেকে বের হয়ে চট্টগ্রামের লালদিঘি পাড়ের দিকে এগিয়ে যায় ইমন। কিন্তু জনতার এই উল্লাসে আগুন ধরে যায় আওয়ামীলীগের পেটুয়া বাহিনীর গায়ে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। তাদের গুলি বিদ্ধ করে ইমনের চোখ। ছুটে আসা বুলেটটি তার চোখ ভেদ করে বেরিয়ে যায় মাথার অপর পাশ দিয়ে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় ইমনের গায়ের শার্ট। উপস্থিত লোকজন ইমনকে রিক্সায় করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসপাতালে পৌছার আগেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে স্বপ্নবাজ ইমন।

শহীদ সম্পর্কে বন্ধু/নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা হলো পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ। যে পিতার দৃঢ়তা আমাদের সাহস যোগায় সে পিতাই ছোট্ট অবুঝ শিশুর মতো হু হু করে কেঁদে উঠে সন্তানের লাশ দেখে। এ দৃশ্য বিবেককে নাড়া দেয়।

ইমনের বাবা বলেন, "ইমন আমার বড় ছেলে, তাকে আলেম বানানোর স্বপ্ন ছিলো। সে আমাকে দোকানের কাজে হেল্প করতো পরিবারকে একটু ভালো রাখার জন্য। সে সবার সাথে মিশতো এবং সবসময় হাসিখুশি ছিলো।

প্রশাসনের কাছে আমার দাবি-আমার ছেলে হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই, খুনিদের যেন ফাঁসি দেয়া হয়।"

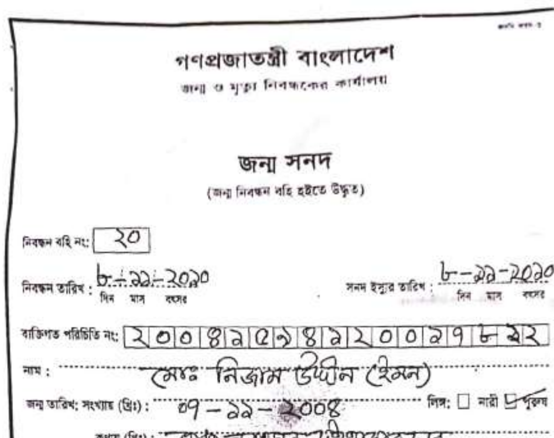

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ২০

নিবন্ধন তারিখ: ৮-১১-২০১০ (দিন মাস বৎসর)   সনদ ইস্যুর তারিখ: ৮-১১-২০১০ (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২০০৪১৫৭৪১২০০১৭৮২২

নাম: মোঃ নিজাম উদ্দীন (ইমন)

জন্ম তারিখ; সংখ্যায় (খ্রিঃ): ০৭-১১-২০০৪   লিঙ্গ: ☐ নারী ☑ পুরুষ

কথায় (খ্রিঃ): সাত নভেম্বর দুই হাজার চার

জন্মস্থান: নোয়াখালী

পিতার নাম: মোঃ সাহাব উদ্দীন   জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: কিরনী আক্তার   জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-গনিপ্রাকিমপুর   ডাক-[illegible]
থানা- কোম্পানীগঞ্জ   জেলা- নোয়াখালী

০৮/১১/২০১০

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)   (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

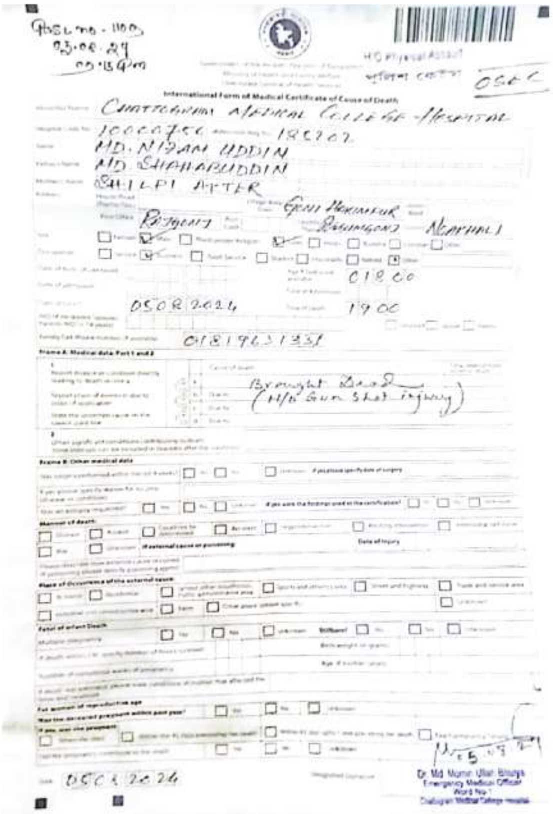

International Form of Medical Certificate of Cause of Death

CHATTOGRAM MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

MD. NIZAM UDDIN

MD. SHAHABUDDIN

SHILPI AKTER

Brought Dead (H/O Gun Shot injury)

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: নিজাম উদ্দিন ইমন
জন্ম তারিখ	: ৭/১১/২০০৪
পিতার নাম	: সাহাব উদ্দিন (৩৮) ব্যবসা
মাতার নাম	: শিল্পী আক্তার (৩১) গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: গনি হাকিমপুর, ৬ নং রাজগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: বাকলিয়া, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম
	: ভাই মো: শরিফ উদ্দিন, বয়স-১১, হিফজ বোন জান্নাতুল ফেরদৌস মীম, বয়স: ১৬
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: লালদিঘি, চট্টগ্রাম, ০৫/০৮/২০২৪
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: লালদিঘি, চট্টগ্রাম ০৫/০৮/২০২৪
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন।

২. বাবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেয়া যায়।

৩. ছোট ভাই বোনদের পড়ালেখার খরচ দিয়ে সহযোগিতা করা যায়।

শহীদ মো: রুবেল

ক্রমিক : ৫২৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮২

শহীদ পরিচিতি

হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মানুষ মো: রুবেল। ১৯৯০ সালের ৩ এপ্রিল এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: সেলিম এবং মাতা তইবা বেগম। পেশায় ভাঙারি ব্যবসায়ী রুবেলের পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার মীর ওয়ালীপুর গ্রামে।

ফ্যাসিবাদ সরকারের দীর্ঘ ১৬ বছরের জুলুমের শিকার হয়েছিলো সর্বস্তরের জনগণ। অন্যায় -অবিচার, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সারাদেশ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির। আর দিনমজুর ও শ্রমিক শ্রেণি করেছে মানবেতর জীবনযাপন।

বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে এই দীর্ঘ সময় ধরে। তাই সরকারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন খেটে খাওয়া রুবেল।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান

জন্ম থেকে বেড়ে উঠেছেন দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে। জীবিকার তাগিদে ঢাকা শহরের সিদ্ধিরগঞ্জ এ করতেন ভাঙারির ব্যবসা। গ্রামে অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতার খরচ, স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ নিজের বেঁচে থাকার সম্বল ছিলো এই ব্যবসাটুকু। তিনি শহীদ হওয়ার সাথে সাথে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তার ব্যবসা। চারদিক থেকে অন্ধকার ঘিরে ধরে বিধবা রুপাকে। দুই সন্তান নিয়ে অসহায় রুপা যেন আবার নতুন করে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে স্বামীর ব্যাবসা আবার দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন তিনি।

ঘটনার বিবরণ

২১ জুলাই, ছাত্র আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ১৫ জুলাই ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদের উপর ব্যাপক হামলা চালায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ, এতে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়ে ঢামেকে চিকিৎসা নেন। ১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। তারই জের ধরে ১৯ জুলাই পর্যন্ত আওয়ামীলীগের সব অংগ সংগঠন, র‍্যাব, বিজিবি, পুলিশ ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে আন্দোলন থামাতে ব্যর্থ হলে সরকার কারফিউ জারি করে।

২১ জুলাই বিকেলে ভাঙারির দোকান বন্ধ করে আন্দোলনে যোগ দেন রুবেল।মিছিল নিয়ে বের হলে স্থানীয় পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনরত ছাত্রজনতার উপর। পরপর ৫ টি গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যান রুবেল। একটি গুলি হাঁটুর নিচে, আরেকটি গুলি লাগে উরুতে, বাকি ৩ টি গুলি মেরুদণ্ড ভেদ করে চলে যায়।গুলিবিদ্ধ স্থানের মাংস খুলে পড়ে যায়।অনবরত রক্ত ঝড়তে থাকে ক্ষতস্থান থেকে।সাথে থাকা ফুফাতো ভাই ও স্থানীয় লোকজন মিলে কাছাকাছি একটা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তার ভর্তি নেয়া হয় না। পরে ভ্যানে করে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয় তাদেরকে। অপেক্ষারত অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান রুবেল। এখানেই শেষ নয়, লাশ আনার জন্য কোনো গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি সেদিন। অগত্যা ভ্যানে করে তাকে সিদ্ধিরগঞ্জে আনার সিদ্ধান্ত নেন তারা। লাশ আনার পথে জায়গায় জায়গায় পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন রুবেলের পরিবার। পরে কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় নিজ বাসায় আনা হয় তাকে। সেখানে তার জানাজা শেষে নিজবাড়িতে নেয়ার জন্য বহুকষ্টে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় একটি এ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে নিজ গ্রামে আনতে আনতে লাশে গন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতস্থানগুলো থেকে বাসি রক্ত ও ময়লা পানি ঝরা শুরু হয়। তাই তড়িঘড়ি করেই দাফন করা হয় শহীদ রুবেলের লাশ।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের প্রতিবেশি চাচাতো ভাই মোজাম্মেল হোসেন সাদ্দাম জানান, রুবেল খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ঢাকায় থাকার পরেও গ্রামে মা বাবা ও ভাইবোনদের খোঁজ নিতেন তিনি।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Registrar, Birth and Death Registration

Mirwarishpur Union Parishad

Begumganj, Noakhali

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Death Registration Number
19937510770014745

Date of Birth: 03/04/1993

Sex: Male

Date of Death: 21/07/2024

In Word: Twenty First of July Two Thousand Twenty Four

Name	Md Rubel
Mother	Toyba Begum
Nationality	Bangladeshi
Father	Md Selim
Nationality	Bangladeshi
Place of Death	Noakhali, Bangladesh
Cause of Death	Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: রুবেল
জন্ম তারিখ	: ৩ এপ্রিল ১৯৯০, বয়স ২৪
পিতার নাম	: মো: সেলিম
মাতার নাম	: তইবা বেগম
গ্রাম	: মীর ওয়ালীপুর
থানা	: বেগমগঞ্জ
জেলা	: নোয়াখালী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩
	: ১. স্ত্রী
	: ২. মোসা: রিমা (বয়স -৮, ২য় শ্রেণি)
	: ৩. মোসা: জান্নাত (বয়স-২)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ২১ জুলাই, ২০২৪, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ঢামেক, ২১/০৭/২০২৪
সমাধি	: নিজ গ্রাম

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. মায়ের চোখের চিকিৎসা ও বাবার স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

৩. ব্যাবসা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

৪. মেয়েদের পড়ালেখার খরচ চালানো

শহীদ মোঃ সজিব

ক্রমিক : ৫২৪

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৩

শহীদ পরিচিতি

২০০৬ সালের ১ অক্টোবর সালাউদ্দিন সুমন ও বিবি কুলসুমের অভাবের ঘরে প্রথম সন্তান হিসেবে জন্ম সজিবের। একদিকে প্রানপ্রিয় সন্তানের আহার চিন্তা অন্যদিকে ভবিষ্যতের সচ্ছলতার আশায় এক মিশ্র অনুভুতির সৃষ্টি হয় হতদরিদ্র এই দম্পতির মনে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া সজিবের পড়ালেখা বেশিদূর যেতে পারেনি। অল্প বয়েসেই ধরতে হয়েছে পরিবারের হাল।

দিনমজুরি করেই পরিবারকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন। সজিবের জন্ম নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার রসুলপুর ইউনিয়নের লাউতলী গ্রামে।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ সজিবের বাবা রিকশা চালক। মা গৃহিণী। নিজেদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা না থাকায় নানাবাড়িতে থাকেন তারা। সজিব নারায়ণগঞ্জের চিটাগং রোডে বিক্রমপুর হার্ডওয়্যারে কাজ করতেন। একমাত্র ছোট ভাই আশরাফুলের বয়স মাত্র আট। সে একটি প্রাইমারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারমধ্যে প্রাণপ্রিয় সন্তান এবং একটু আশার

আলো সজিবকে অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে তার হতদরিদ্র পরিবার।

> **"দেখিনু সেদিন রে**
> **কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!**
> **চোখ ফেটে এল জল**
> **এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল? "**

না, এ আমরা হতে দিতে পারি না। শহীদ সজিবের অসহায় পরিবারের পাশে দাড়ানো এখন আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যেবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে,তখন ছাত্রজনতাকে নৃশংস কায়দায় দমন করার চেষ্টা করে অবৈধ সরকার ও তার বাহিনী। সারাদেশে পুলিশ, বিজিব, র‍্যাব মোতায়েন করে।

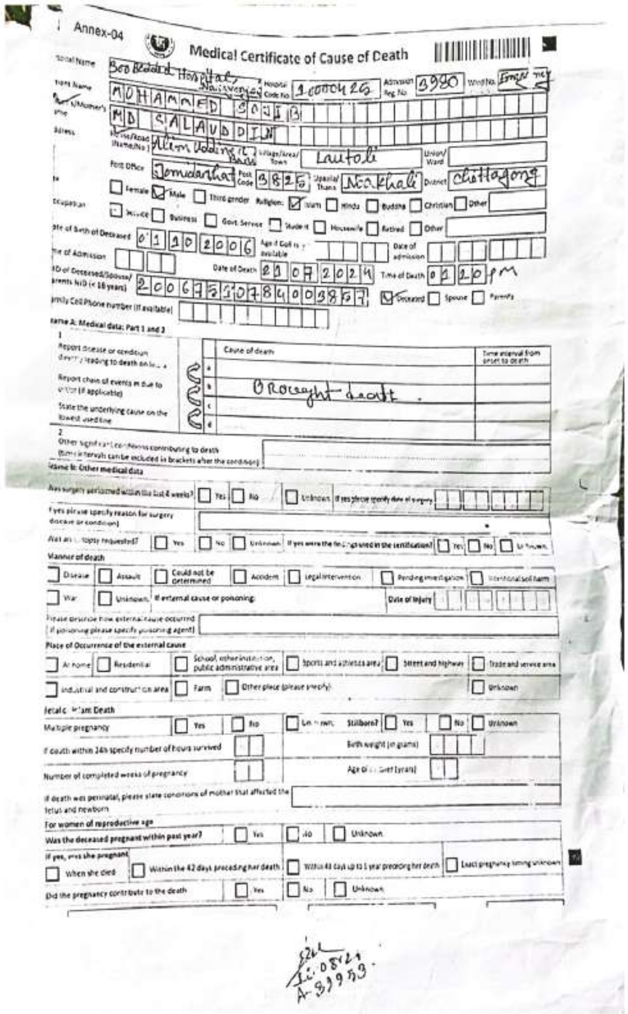

Annex-04

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: 300 Bedded Hospital, Narayanganj — Hospital Code No: 10000426 — Admission Reg. No: 3980 — Ward No: Emergency

Name: MOHAMMED SOJIB

Father's/Mother's Name: MD SALAUDDIN

Address: House/Road (Name/No.): Alim Uddin's Bari — Village/Area/Town: Lautoli — Union/Ward:

Post Office: Jomidarhat — Post Code: 3825 — Upazila/Thana: Noakhali — District: Chittagong

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender — Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: 01 10 2006 — Age if DoB is not available: — Date of admission:

Time of Admission: — Date of Death: 21 07 2024 — Time of Death: 01 20 pm

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 20067515078400386[?] ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phone number (if available):

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a		
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Brought death.	
State the underlying cause on the lowest used line	c		
	d		

2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown — If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (disease or condition)

Was an autopsy requested? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown — If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Manner of death

☐ Disease ☐ Assault ☐ Could not be determined ☐ Accident ☐ Legal intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm

☐ War ☐ Unknown — If external cause or poisoning: — Date of injury

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause

☐ At home ☐ Residential ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletics area ☐ Street and highway ☐ Trade and service area

☐ Industrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify) ☐ Unknown

Fetal or infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown — Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

If death within 24h specify number of hours survived — Birth weight (in grams)

Number of completed weeks of pregnancy — Age of mother (years)

If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

If yes, was she pregnant: ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown

Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

21.08.24
A-33953

সাজোয়া যানে টহলরত সেনাবাহিনী শুরু করে তল্লাশী। ইন্টারনেট সেবা তখন বন্ধ, আর দেশজুড়ে জারি করা হয় কারফিউ। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি ফ্যাসিবাদ সরকার। হেলিকপ্টারযোগে গুলিবর্ষণ ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হয় আন্দোলনরত ছাত্র ও সাধারণ জনগণের উপর। অনেক শিশুও নিহত হয় সেই গুলিতে।

২০ জুলাই নারায়ণগঞ্জের চিটাগং রোডে ডাচ বাংলা ব্যাংকের সামনের ঘটনা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সজিবও যোগ দেন মিছিলে। হঠাৎ করেই সেই মিছিলে হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ করা হয় অঝোর ধারায়। ছুটে আসা ২ টি বুলেট বিদ্ধ হয় সজিবের গায়ে। জায়গায় লুটিয়ে পড়েন সজিব। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় পিচঢালা কালো পথ। তার নিথর দেহ কালের সাক্ষী হয়ে পড়ে থাকে রাজপথে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেখান থেকে তার লাশ উদ্ধার করে আনে তার বন্ধুরা। পরে পরিবারের লোকজন এসে তাকে নিয়ে যায় নিজ বাড়িতে এবং সেখানেই দাফন করা হয় শহীদ সজীবকে।

নাম	: মোহাম্মদ সজিব
পিতার নাম	: সালাউদ্দিন সুমন
মাতার নাম	: বিবি কুলসুম
ঠিকানা	: লাউতলী, রসুলপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: তিন জন
	: ১. বাবা
	: ২. মা
	: ৩. ভাই (আশরাফুল, বয়স-৮, ৩য় শ্রেণি)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, চিটাগং রোড
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪, চিটাগং রোড
সমাধি	: নিজ গ্রাম

সহযোগিতা প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. বাবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিয়ে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

৩. ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ চালানোর দায়িত্ব নেয়া

"Step Down Hasina"

শহীদ মোঃ বেলাল হোসেন

ক্রমিক : ৫২৫
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৪

শহীদ পরিচিতি

ঘর্মাক্ত শরীর, কপালে লাল সবুজের পতাকা বাঁধা। দুই হাত উঁচু করে প্ল্যাকার্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মোঃ বেলাল হোসেন। যাতে লিখা ছিলো "Step Down Hasina" যে দেশে বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয় সে দেশে এটাই বুঝি প্রতিবাদের ভাষা।

২৬ বছরের টগবগে যুবক শহীদ বেলাল হোসেন। দারিদ্রের কশাঘাত তাকে ছাড়পত্র দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু তার মন মনন জুড়ে ছিলো জ্ঞান পিপাসা। অন্যায়ের প্রতিবাদ দৃশ্যমান ছিলো তার দুচোখের চাহনিতে।ছাত্রলীগের গুলির আঘাত চিরতরে নিভিয়ে দেয় রাব্বির জীবন প্রদীপ।

শহীদ বেলাল ১৯৯৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার হাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৃত কবির হোসেন এবং জেসমিন আক্তারের তিন সন্তানের মধ্যে বয়সে সবার বড়।

পরিবারের আর্থিক অবস্থান

বিধবা মা ও দুইবোন সহ ৪ জনের পরিবারের ছিলো শহীদ বেলাল হোসেন। তাই বড় ভাই হিসেবে বাবার দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকেই। মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন তিনি। পরিবারের আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে লিফটম্যানের চাকরি নেন কাকরাইলের মুসাফির টাওয়ারে। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ছোট দুইবোনের পড়াশোনা ও পরিবারের খরচ চলতো তার আয়েই। শহীদ বেলালের মৃত্যুতে একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছেন জেসমিন আক্তার। বিবাহ উপযুক্ত দুই মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কি করবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না বেলালের মা। বাবা হারানোর পর ভাই-ই ছিলেন দুইবোনের আশা ও ভরসার কেন্দ্র। ছাত্রলীগের নৃশংসতার শিকার হলেন তাদের প্রাণপ্রিয় ভাই।

যেভাবে শহীদ হলেন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা জুলাই মাসে প্রাণ হারায় হাজারো মানুষ। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে। যার ফলশ্রুতিতে ৩ আগস্ট সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও ৪ আগস্ট সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

৪ আগস্ট রাজধানীর বাংলামটর এলাকায় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শহীদ বেলাল। আন্দোলনের শুরু থেকেই মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে রোজ রোজ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। মা তাকে নিষেধ করলে তিনি বলেন, "অনেকের মায়েরাই তো আন্দোলন

করতে মাঠে নামছে, আর তুমি আমাকে নিষেধ করো? আরে মা, তুমি একদম চিন্তা করো না।"

মিছিলে থাকাকালীন পার্শ্ববর্তী একটি বহুতল ভবন থেকে ছাত্রলীগের গুলি বেলালের ঘাড়ের অংশ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। উপস্থিত লোকজন ও তার বন্ধুরা বহুকষ্টে তাকে বারডেম হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার জানায় বেলাল হোসেন আর নেই। কিন্তু তার বন্ধুদের বিশ্বাস না হওয়ায় তারা তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে ও ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছিলো না। বেশ কিছু সময় পরে ডাক্তার জানান তাকে এই মুহুর্তে আইসিউতে না রাখলে বাঁচানো যাবে না। পরে তাকে দ্রুত আইসিউতে স্থানান্তর করা হয়। ডাক্তার স্বল্পতা, অবহেলা ও বেলালের শারীরিক কন্ডিশনের কারণে তার অপারেশন করা যাচ্ছিলো না। বুলেটের আঘাতে তার স্পাইনাল কর্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে শরীরের বেশিরভাগ

অংশই প্যারালাইজড হয়ে যায়। তার পরিবার তাকে প্রাইভেট হাসপাতালে নেয়ার চিন্তা করেলেও কোনো হাসপাতাল তাকে ভর্তি নিচ্ছিলো না কারণ সে আন্দোলনরত ছিলো এবং গায়ে বুলেটের আঘাত ছিলো। এভাবেই সময় অতিবাহিত হতে থাকে। ফলে ঢাকা মেডিকেলে নামেমাত্র চিকিৎসাধীন থেকে ৮ আগস্ট সকাল ১১টায় তিনি মারা যান।

মায়ের অনুভূতি

শহীদের মা বলেন,আমার ছেলের কি দোষ ছিলো? সে তো দেশের পক্ষেই কাজ করছিলো? তাকে কেন মারা হলো? আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ বেলাল হোসেন
Name: MD BELAL HOSSAIN
পিতা: কবির হোসেন
মাতা: জেসমিন আক্তার
Date of Birth: 17 Feb 1998
ID NO: 3323939276

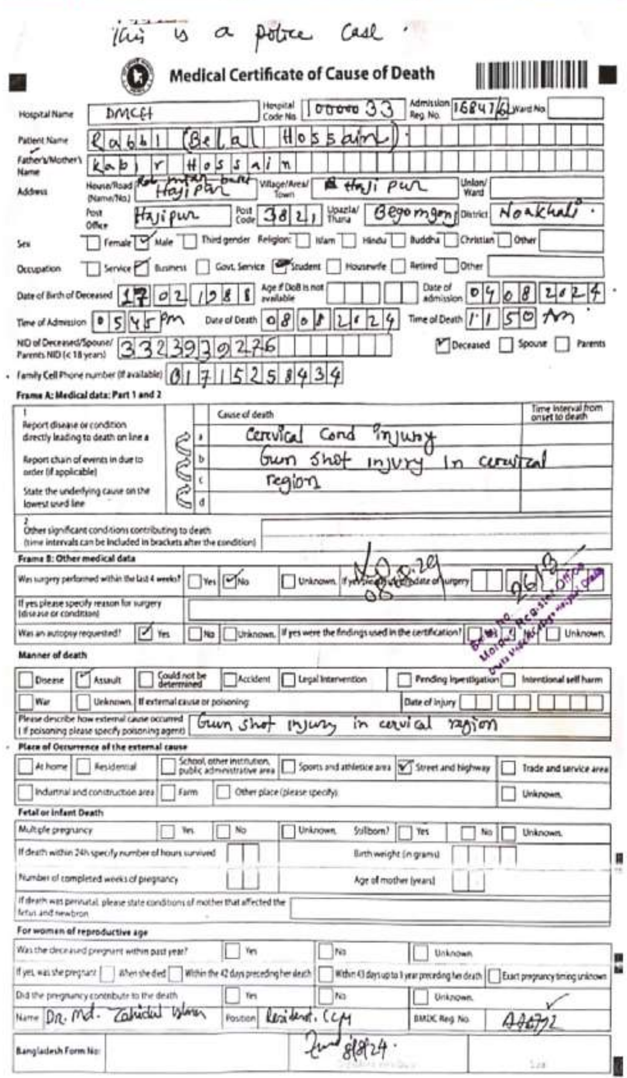

this is a police case.

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No: 10000033 | Admission Reg. No: 168476 | Ward No:
Patient Name: Rabbi (Belal Hossain)
Father's/Mother's Name: Kabir Hossain
Address: House/Road (Name/No): Haji pur | Village/Area/Town: Haji pur | Union/Ward:
Post Office: Hajipur | Post Code: 3821 | Upazila/Thana: Begomgonj | District: Noakhali
Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender | Religion: ☐ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other
Occupation: ☐ Service ☑ Business ☐ Govt. Service ☑ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other
Date of Birth of Deceased: 17 02 1998 | Age if DoB is not available: | Date of admission: 04 08 2024
Time of Admission: 05 45 pm | Date of Death: 08 08 2024 | Time of Death: 11 50 Am
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 3323939276 | ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents
Family Cell Phone number (if available): 01715258434

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Cervical Cord Injury	
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Gun shot injury in cervical	
State the underlying cause on the lowest used line	c	region	
	d		
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? ☐ Yes ☑ No ☐ Unknown. If yes please specify date of surgery
If yes please specify reason for surgery (disease or condition)
Was an autopsy requested? ☑ Yes ☐ No ☐ Unknown. If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.

Manner of death

☐ Disease ☑ Assault ☐ Could not be determined ☐ Accident ☐ Legal Intervention ☐ Pending Investigation ☐ Intentional self harm
☐ War ☐ Unknown. If external cause or poisoning | Date of Injury
Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent): Gun shot injury in cervical region

Place of Occurrence of the external cause

☐ At home ☐ Residential ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletice area ☑ Street and highway ☐ Trade and service area
☐ Indurtrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify) ☐ Unknown.

Fetal or Infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown. Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.
If death within 24h specify number of hours survived | Birth weight (in grams)
Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)
If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newbron

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
If yes, was she pregnant ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown
Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.
Name: Dr. Md. Zahidul Islam | Position: Resident, CCM | BMDC Reg. No: A40792
Bangladesh Form No: | 8/8/24.

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

পুরো নাম	: মো: বেলাল হোসেন
জন্মতারিখ	: ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, ২৬ বছর
পেশা	: চাকরি
পিতার নাম	: মৃত কবির হোসেন
মাতার নাম	: জেসমিন আক্তার
ঠিকানা	: গ্রাম: হাজীপুর থানা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩
	: ১. মা
	: ২. বোন-লামিয়া সুলতানা পুতুল(বয়স-১৮, কলেজ)
	: ৩. বোন-তাহমিনা সুলতানা তিথি(বয়স-১৬, দশম শ্রেণি)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: বাংলামটর, ০৪/০৮/২০২৪
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ঢাকা মেডিকেল, ৮ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ১১ টা
সমাধি	: নিজ গ্রাম

শহীদ পরিবারকে সহযোগিতা প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন
২. শহীদের মায়ের চিকিৎসা সহযোগিতা
৩. স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা
৪. বোনদের পড়াশোনা ও বিয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ আবদুল কাইয়ুম

ক্রমিক : ৫২৬

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আবদুল কাইয়ুম ২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার নরোত্তমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলা উদ্দিন এবং মাতা বিবি খোদেজা। চার ভাই বোনের মধ্যে আবদুল কাইয়ুম বয়সে সবার ছোট। মীর কাসেম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন তিনি। এরপর এসির কাজ শেখার জন্য চলে আসেন ঢাকায়। যাত্রাবাড়ীতে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স এ কাজ শিখা শুরু করেছেন। কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ আবদুল কাইয়ুমের বড় ভাই আরব আমিরাতে থাকেন। তিন মাস পূর্বে চার লক্ষ টাকা ঋণ করে তার ভাইকে আরব আমিরাতে পাঠানো হয়। মেঝো ভাই কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। একমাত্র বোনটি বিবাহিতা।

বয়স্ক পিতার কোন আয় নেই। শহীদ কাইয়ুম চেয়েছিলেন ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারের হাল ধরতে। তা আর হলো না। আদরের ছোট ছেলেকে হারিয়ে মা বাবা যেন পাগলপ্রায়।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ কাইয়ুম কাজ শিখতে গিয়েছিলেন যাত্রাবাড়ী ট্রান্সকম ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। সেখান থেকেই তিনি যোগদান ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে। শুরু থেকে যাত্রাবাড়ী এলাকা ছাত্রদের আন্দোলনের একটি মজবুত কেন্দ্র ছিল এবং পুরো এলাকা জুড়ে ছিল পুলিশের পাহারা। দলকানা পুলিশ দফায় দফায় আক্রমণ চালায় ছাত্রদের উপর। হেলিকপ্টার থেকেও ছোঁড়া হয় টিয়ারশেল ও বুলেট। তবু থেমে যায়নি তরুণ ছাত্ররা। জীবন বাজি রেখে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৮ জুলাই কাজলা এলাকায় মিছিল থেকে ফেরার পথে পুলিশের গুলির মুখে পড়ে যায় শহীদ আব্দুল কাইয়ুম অনবরত গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় শহীদ কায়ুমের দেহ। সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। পুলিশের গুলির কারণে কেউ আগাতে পারছিলোনা কাইয়ুমকে একটু সহযোগিতা করতে। অনবরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে আহত স্থান থেকে। আহতদের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিলো সেদিন। অল্প সময়ের মধ্যেই শহীদ হয়ে যান আবদুল কাইয়ুম। রাস্তায় পড়ে থাকে শহীদ কাইয়ুমের নিথর দেহ।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাঁকে সেখান থেকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তার পরিবারকে জানানো হলে তার বাবা ঘটনাস্থলে যান এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে যান। কিন্তু আদরের ছেলে ততক্ষণে আর দুনিয়াতে নেই। পরে হাসপাতাল থেকে কাইয়ুমকে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

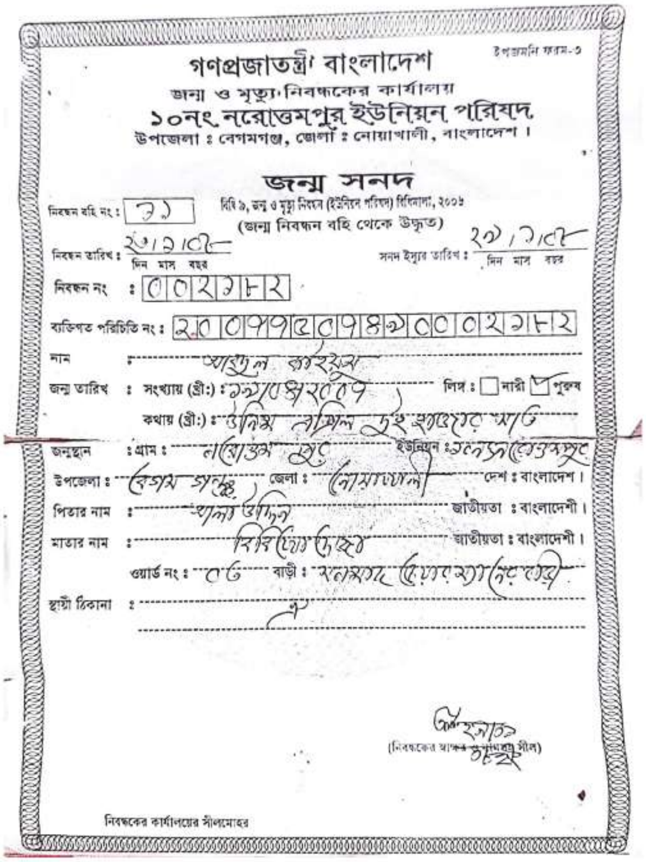

উপআইনি ফরম-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

১০নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা : বেগমগঞ্জ, জেলা : নোয়াখালী, বাংলাদেশ।

জন্ম সনদ

বিধি ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬

(জন্ম নিবন্ধন বহি থেকে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং :

নিবন্ধন তারিখ : (দিন মাস বছর)

সনদ ইস্যুর তারিখ : (দিন মাস বছর)

নিবন্ধন নং :

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং :

নাম : আব্দুল কাইয়ুম

জন্ম তারিখ : সংখ্যায় (খ্রী:) : লিঙ্গ : নারী পুরুষ

কথায় (খ্রী:) :

জন্মস্থান : গ্রাম : ইউনিয়ন :

উপজেলা : জেলা : দেশ : বাংলাদেশ।

পিতার নাম : জাতীয়তা : বাংলাদেশী।

মাতার নাম : জাতীয়তা : বাংলাদেশী।

ওয়ার্ড নং : বাড়ী :

স্থায়ী ঠিকানা :

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

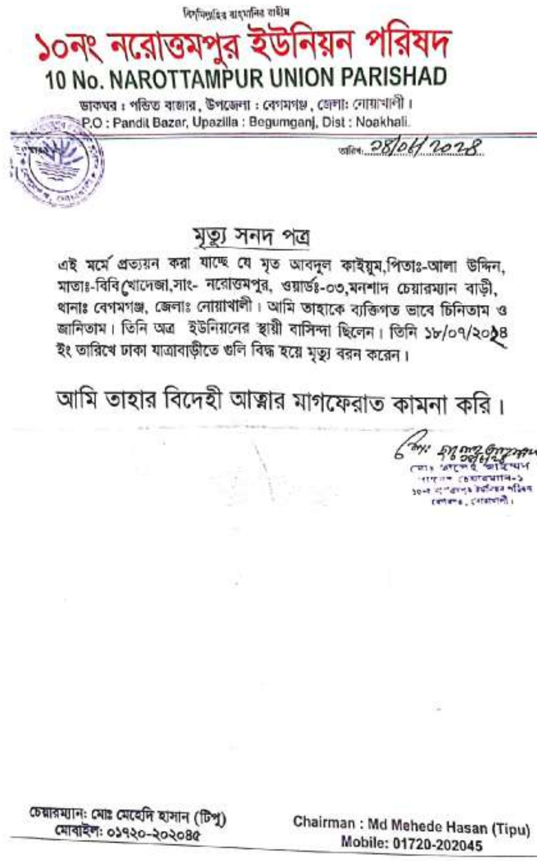

১০নং নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ

10 No. NAROTTAMPUR UNION PARISHAD

ডাকঘর : পন্ডিত বাজার, উপজেলা : বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী।

P.O : Pandit Bazar, Upazilla : Begumganj, Dist : Noakhali.

তারিখ: ২৪/০৮/২০২৪

মৃত্যু সনদ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মৃত আবদুল কাইয়ুম,পিতাঃ-আলা উদ্দিন, মাতাঃ-বিবি খোদেজা,সাং- নরোত্তমপুর, ওয়ার্ডঃ-০৩,মনশাদ চেয়ারম্যান বাড়ী, থানাঃ বেগমগঞ্জ, জেলাঃ নোয়াখালী। আমি তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনিতাম ও জানিতাম। তিনি অত্র ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৮/০৭/২০২৪ ইং তারিখে ঢাকা যাত্রাবাড়ীতে গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরন করেন।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

চেয়ারম্যান: মোঃ মেহেদি হাসান (টিপু)
মোবাইল: ০১৭২০-২০২০৪৫

Chairman : Md Mehede Hasan (Tipu)
Mobile: 01720-202045

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

পুরো নাম	: আবদুল কাইয়ুম
জন্ম তারিখ	: ১৯/০৪/২০০৭
পিতার নাম	: আলা উদ্দিন
বয়স	: ৬০
মাতার নাম	: বিবি খোদেজা
বয়স	: ৫২
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: কাজলা,ঢাকা, ১৮ জুলাই ২০২৪
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: কাজলা, ঢাকা ১৮ জুলাই ২০২৪
ঠিকানা	: গ্রাম: নরোত্তমপুর, ইউনিয়ন: ১০ নং নরোত্তমপুর, থানা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ পরিবারকে যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১. শহীদের বাবা মায়ের চিকিৎসায় সহযোগিতা করে দেওয়া যেতে পারে

২. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

৩. মেঝো ভাইকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া যেতে পারে

শহীদ মো: আসিফ হোসেন

ক্রমিক : ৫২৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৬

শহীদ পরিচিতি

মো: আসিফ হোসেন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার মীর আলীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: মোরশেদ আলম এবং মাতার নাম মৃত আয়েশা খাতুন। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার এই দেশের মানুষের ওপর অন্যায়ের যে স্টিমরোলার চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল আপামর ছাত্র-জনতা। সেই আন্দোলনকারীদের একজন ছিলেন শহীদ আসিফ হোসেন। মানুষের মুক্তির আন্দোলনে এই বীর আমাদের প্রেরণা যোগাবে অনন্তকাল।

সহজ-সরল শহীদ আসিফ

সহজ সরল একজন দিনমজুর জনাব মো. আসিফ হোসেন। পেটের ক্ষুধা, মনের ব্যথা ঢেকে রাখা সদা হাস্যোজ্জ্বল বোকা-সোকা এই ব্যক্তিকে সবাই ভালবাসতো কেবলমাত্র তার সরলতা আর সততার জন্য। এমনকি এলাকার ছোট বড় অনেকেই শহীদ আসিফের সাথে দুষ্টামি করতো। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথায় তাঁকে খোঁচাতো, মজা

করতো। উদার মনা আসিফও প্রাণ ঢেলে তাদের ভালোবাসা দিতেন। জীবনের না পাওয়া দুঃখটুকু ভোলার চেষ্টা করতেন। অন্যদের দুঃখও ভুলিয়ে দিতে চাইতেন। তাই কখনো কারো সাথে রাগ করতেন না। আর রাগ কেন করবেন? তিনি তো একজন দিনমজুর। আপামর জনতার নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, অলি-গলিতে এক কথায় ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী। তাই তিনিই তো ভালো বুঝেন আমজনতার পালস; তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, রাজপথে বিভিন্ন রকম শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ, মিছিল মিটিং, শোডাউন করে যাচ্ছে। ১৬ জুলাই স্বৈরাচার সরকার শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে চালায় গুলি। রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারাদেশে অন্তত ৬ জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়। আহত হয় শত শত শিক্ষার্থী। মৌচাকে ঢিল মারার মত বোকামি করল মাথামোটা আওয়ামী সরকার। একবার দুইবার নয়, বারবার বহুবার। গুলি খেয়ে ফুঁসে উঠে সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয় তাদের সাথে। দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবে না। চার বছর আগে ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে স্কুল কলেজের ছোট ছোট বাচ্চারা তখন ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেছিল সুশৃংখলভাবে। তারা গাড়ির কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় আটকিয়ে দিয়েছিল পুলিশ আর র‍্যাবের গাড়িও! এক প্রকার নাকানিচুবানি দিয়ে ছেড়েছিল স্বৈরাচারী হাসিনার প্রশাসনকে। সেই চার বছর পর আজ আরো পরিপক্ক হয়েছে তারা। সিনিয়রদের সাথে মিলে গড়ে তুলেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেমন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে খুনি হাসিনার পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, সোয়াট, আনসারবাহিনী তেমনি শিক্ষার্থীদের রক্তে

হলি খেলায় মেতে উঠেছে। ১৬ জুলাইয়ের পর প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, হোস্টেল, বাসা-বাড়ি সবকিছু। ১৮ জুলাই শিক্ষার্থীদের উপর ম্যাসাকার করে কারফিউ জারি করে আর

ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় খুনি হাসিনা। তারপর জায়গায় জায়গায় চালায় গোপন গণহত্যা, গণকবর আর রাতের আধারে ২৫ মার্চের কাল রাতের মত গণ গ্রেপ্তার। একদিকে কারফিউর কারণে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনতা স্বৈরাচার সরকারের গোপন অপকর্মের

কোন কিছুই জানতে পারলনা। এক সময় কারফিউ তুলে নিলে ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীরা আবারও রাজপথে নামে। আবারও শুরু হয় খুনি হাসিনার ম্যাসাকার। বিশ্ব বেইমান হাসিনার ইশারায় চলে আদালতে দাবি মেনে নেওয়ার নাটক।

অবশেষে জনতার রোষানলে এবং আন্তর্জাতিক চাপে ইন্টারনেট চালু করে দেয় আওয়ামী সরকার। অতঃপর বাংলাদেশের মানুষের সাথে সারা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে যে, কারফিউ দিয়ে আর ইন্টারনেট বন্ধ করে কিভাবে শিক্ষার্থীদের গণহত্যা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসব ছবি আর ভিডিও পৌঁছে যায় মানুষের হাতে হাতে। সাধারণ জনতা আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। জনস্রোত হয়ে নেমে আসে রাস্তায়। এবার শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, মুটে-মজুর, শ্রমজীবীসহ বাংলার আপামর জনতা। শুরু হয় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন। স্বৈরাচার খুনি হাসিনা রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন কোন অস্ত্র বাকি রাখেনি যা আন্দোলনকারীদের উপর প্রয়োগ করেনি। কেবলমাত্র স্বৈরাচারীর সীল মারা তাদের নিজস্ব কিছু পাপাচারীদের বাদে যেখানে যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে তাকে সেই অবস্থায় গুলি করে, পিটিয়ে, কুপিয়ে খুন করেছে রক্তপিপাসু হাসিনার প্রশাসন এবং তাদের চরিত্রহীন লম্পট গুন্ডা পেটোয়া ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর আওয়ামী লীগ। শাহবাগী নাস্তিক আর ওলামালীগদেরও নামিয়েছে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে। হেলিকপ্টার দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করে মেরেছে সাধারণ মানুষ। রক্ষা পায়নি ঘরের ভিতরে খেলতে থাকা ছোট ছোট শিশু বাচ্চারাও। খুনি হাসিনার গুলি খেয়ে নিজের পুতুলের সামনে লুটিয়ে পড়েছে নাবালক শিশুরা। দেশের এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নড়ে ওঠে দেশের অতি সাধারণ নাগরিক দিনমজুর আসিফের হৃদয়। শত সহস্র প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে।

আন্দোলনে যোগদান

এই লাশের নগরী; এই মৃত্যু বিভীষিকাময় দেশ; এই আস্থাহীন অবিশ্বাসের রাষ্ট্র; এই রক্ষকরুপী ভক্ষকদের উল্লাসমঞ্চ; রক্তে রঞ্জিত রাজপথ; মজলুমের আহাজারিতে পরিপূর্ণ আকাশ; হতাশা,অভিশাপ মিশ্রিত বাতাস; এই গজবের মহাদেশ কি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি? তার বাংলাদেশ? প্রতিনিয়ত এমন রাক্ষসের কামড় খাওয়া আর কত? রক্ত পানি করা উপার্জনের ভাগ ঘুষখোর হারামখোর ট্রাফিক পুলিশকে দিতে হবে আর কতকাল? রাস্তা ঘাটে অলিতে-গলিতে সারাদিনের কামাই ছাত্রলীগ যুবলীগ ছিনতাইকারীদের, চাঁদাবাজিদের হাতে তুলে দিতে হবে আর কত?

বৃদ্ধ বাবা-মা টাকার অভাবে চিকিৎসাহীনতায় ভুগবে আর কত দিন? ভাই-বোনদের সামনে ব্যর্থতার লজ্জিত মুখ আর কত দিন? বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরনের এই সংগ্রাম আর কতদিন? আর কতকাল?

সরল সহজ আসিফ হোসেনের মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু উত্তর কোথায়?

উত্তর আসে রাজপথ থেকে! উত্তর আসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন থেকে! উত্তর আসে একের পর এক মৃত্যু থেকে! উত্তর আসে শহীদি মিছিল থেকে! উত্তর আসে দেশব্যাপী বৈষম্যের অরাজকতা থেকে।

একদিকে ঘরে খাবার নেই। অপরদিকে রাস্তায় বের হওয়া যাবে না। বের হলেই গুলি! পাখির মতো গুলি করে ওরা মানুষ মারে! সাপের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে ওরা মানুষ মারে! কসাইয়ের মত কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা মানুষ মারে!

হয় ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে না খেয়ে মরতে হবে নাহয় রাস্তায় গিয়ে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

বেঁচে থাকার আর কোন উপায়-ই যেন ওরা খোলা রাখলো না সাধারণ মানুষের জন্য।

এই যখন দেশের অবস্থা; এটাই যখন নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তবতা তখন আসিফ হোসেনের মত এক সাধারণ দিনমজুরের জেগে ওঠাও অবান্তর নয়; অবাস্তব, অকল্পনীয়, অযৌক্তিক নয়। এটা সময়ের অপরিহার্য দাবি; যৌক্তিক বাস্তবতা। অতঃপর শহীদ আসিফ হোসেন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে, সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে।

যেভাবে শহিদ হন মোহাম্মদ আসিফ

মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত নারী শাসক খুনি শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি বাংলাদেশে চালিয়ে যান ইতিহাসের ঘৃণিত বর্বরোচিত গণহত্যা। সে-ই গণহত্যার ধারাবাহিকতায় সোনাইমুড়ি থানা পুলিশের গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত হন আসিফ হোসেন। পুলিশ খুনি হাসিনার নির্দেশে এই দেশের গণমানুষের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে গিয়ে যে শত শত মানুষ হত্যা করে তারই একজন আসিফ হোসেন। আসিফদের তাজা রক্তেই আমরা পেয়েছি নব স্বাধীনতা। নব্য স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা আসিফদের রক্তের ঘ্রাণ অনুভব করি। দীর্ঘ দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বেডে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ১৫ আগস্ট আসিফ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

কেমন আছেন শহিদ আসিফের হোসেনের পরিবার

যে আসিফ অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সেই আসিফের পরিবার এখন অর্থনৈতিক দৈন্য দশায় দিন কাটাচ্ছেন। তাদের নুন আনতে পানতা ফুরায়। নিষ্ঠুর অভাব আসিফদের পরিবারের পিছু ছাড়ে না। ভোর হয়, সূর্য ওঠে, পৃথিবী তার আপন গতিতে চলে কিন্তু দারিদ্রতা তাদের পিছু হটে না। আমাদের উচিৎ আসিফদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য

প্রতিবেশি ঔষধ ব্যবসায়ী আবদুল হালিম জানান, আসিফের বাড়ি আমার ফার্মেসির পাশেই। সে ও তার বাবা দিনমজুর। আসিফ কেন্দুরবাগ বাজারে রডমিস্ত্রীর কাজ করতো। সে অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিলো। সে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতো। কারো সাথে খারাপ আচরণ করতো না।

স্থানীয় ইউনিয়ন ৫ নং ওয়াডের মেম্বার ও প্যানেল চেয়ারম্যান ফয়েজ আহম্মদ জানান, আসিফ অনেক ভালো ছেলে। তাঁর জানাজায় বন্যার মধ্যেও অনেক মানুষ হয়েছে।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

অর্থনৈতিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল। শহীদের পিতা ডেকোরেটরের হেলপার হিসাবে কাজ করেন। দুই ভাই ব্যাগ কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করে সংসার চালায়।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবারটি খুবই অস্বচ্ছল এবং দরিদ্র, কোনও সংগঠন বা সংস্থা থেকে এখনও কোনো সহযোগিতা পাননি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম
মোঃ আসিফ হোসেন
Name
MD. ASHIF HOSSAIN
পিতা
মোঃ মোরশেদ আলম
মাতা
মৃত আয়েশা খাতুন
Date of Birth 01 Feb 2001
NID No. 151 185 5163

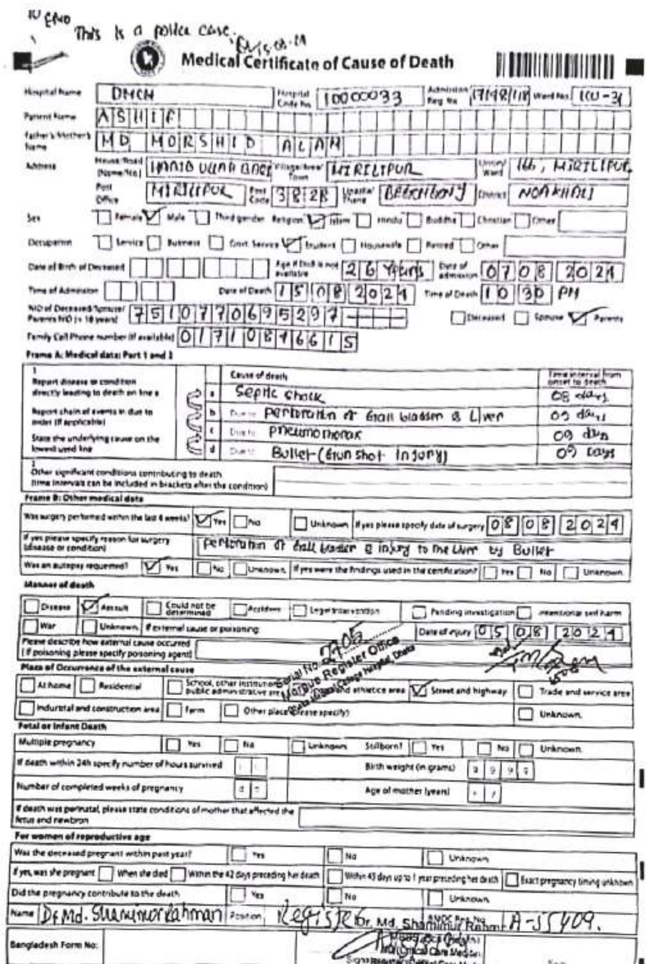

This is a police case.

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No: 10000033 | Admission Reg No: 71498/118 | Ward No: ICU-31

Patient Name: ASHIF

Father's/Mother's Name: MD MORSHID ALAM

Address: Village/Area/Town: MIRILIPUR | Union/Ward: 06, MIRILIPUR | Post Office: MIRILIPUR | Post Code: 3828 | Upazila/Thana: BEGUMGONJ | District: NOAKHALI

Sex: Male ✓ | Religion: Islam ✓

Occupation: Student ✓

Age if DoB is not available: 26 Years | Date of admission: 07 08 2024

Date of Death: 15 08 2024 | Time of Death: 10 30 PM

NID of Deceased/Spouse/Parents NID: 7510770695297 | Parents ✓

Family Cell Phone number: 01710876615

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

	Cause of death	Time interval from onset to death
a	Septic shock	08 days
b	Due to: Perforation of Gall bladder & Liver	08 days
c	Due to: Pneumothorax	09 days
d	Due to: Bullet-(Gun shot Injury)	09 days

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes ✓ | If yes please specify date of surgery: 08 08 2024

If yes please specify reason for surgery: Perforation of Gall bladder & injury to the Liver by Bullet

Was an autopsy requested? Yes ✓

Manner of death: Assault ✓ | Date of injury: 05 08 2024

Place of Occurrence of the external cause: Street and highway ✓

Morgue Register Office, Dhaka Medical College Hospital, Dhaka

Name: Dr. Md. Shamimur Rahman | Position: Register | BMDC Reg No: A-55409

Dr. Md. Shamimur Rahman
Registrar, Critical Care Medicine
Dhaka Medical College & Hospital

এক নজরে শহীদ মো: আসিফ হোসেন

নাম	: মো: আসিফ হোসেন
পেশা	: দিনমজুর
জন্ম তারিখ	: ০১/০২/২০০১
আহত ও শহিদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৭ টা, ১৫ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহিদ হওয়ার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: নোয়াখালী
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/3m8iZ28hvwefppVh9
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মীর আলীপুর, উপজেলা, বেগমগঞ্জ, জেলা, নোয়াখালী
পিতা	: মো: মোরশেদ আলম
মাতা	: মৃত আয়েশা খাতুন
ঘরবাড়ি ও অর্থনৈতিক অবস্থা	: অসচ্ছল
ভাই-বোনদের বিবরণ	: ভাইয়েরা শ্রমিক

প্রস্তাবনা-১

১. বাসস্থান প্রয়োজন

২. মা (সৎ মা) অসুস্থ থাকায় চিকিৎস্যার ব্যবস্থা করা

প্রস্তাবনা-২

১. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

২. ঘর তৈরীতে সহযোগিতা করা

৩. ছোট ভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সগযোগীতা করা যেতে পারে। ভাইদের ব্যবসায় সহযোগিতা করা যেতে পারে।

“তোমরা তাকে না মেরে আমাকে মারোনি কেন, আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো”

শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ

ক্রমিক : ৫২৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার হোসেনপুর গ্রামে ৩০ মার্চ ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন এবং মাতার নাম নার্গিস আক্তার। তার পিতা বেশ কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন এবং মা একজন গৃহিণী। ছোটবেলা থেকে অভাবের সংসারে কষ্ট করে বড় হন হোসেন মাহমুদ। দিনমজুর বাবা সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় যে টাকা পেতো তা দিয়ে চলত তাদের সংসার। অর্থ কষ্টের কারণে বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেননি তিনি। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অনেক কায়ক্লেশের ভিতরে বড় করেন তাকে। স্থানীয় হোসেনপুর রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা নেন। তানভীর পড়াশুনায় বেশ মেধাবী ও মনোযোগী থাকলেও পরিবারের অভাবের কারণে তার পড়াশুনার ইতি টানতে হয় অষ্টম শ্রেণিতে থাকতেই।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ

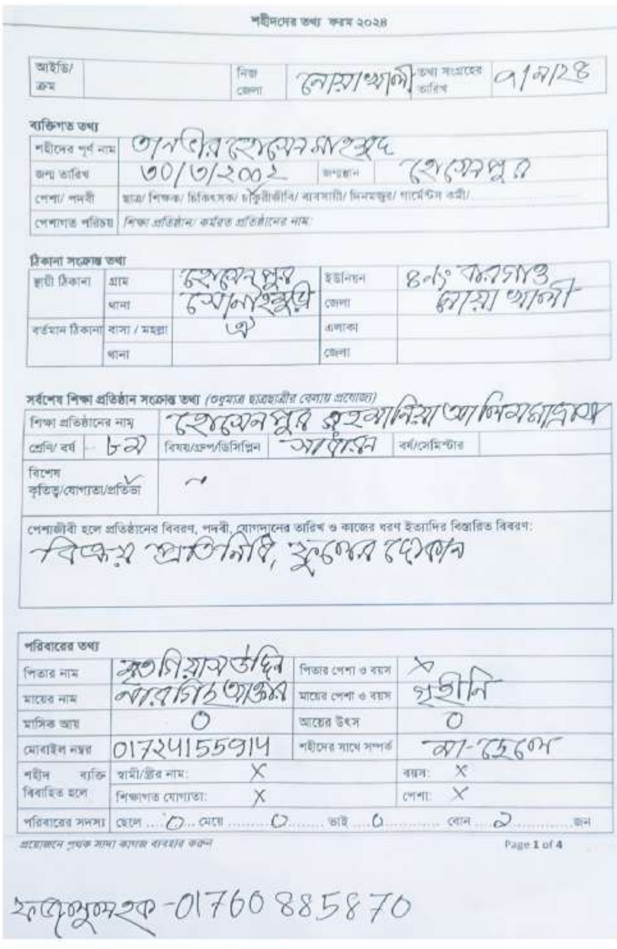

শহীদদের তথ্য ফরম ২০২৪

আইডি/ক্রম		নিজ জেলা	নোয়াখালী	তথ্য সংগ্রহের তারিখ	৭/৯/২৪

ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	তানভীর হোসেন মাহমুদ		
জন্ম তারিখ	30/3/2002	জন্মস্থান	হোসেনপুর
পেশা/ পদবী	ছাত্র/ শিক্ষক/ চিকিৎসক/ চাকুরীজীবি/ ব্যবসায়ী/ দিনমজুর/ গার্মেন্টস কর্মী/		
পেশাগত পরিচয়	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নাম:		

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা	গ্রাম	হোসেনপুর	ইউনিয়ন	৪নং বরগাঁও
	থানা	সোনাইমুড়ী	জেলা	নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	বাসা / মহল্লা	ঐ	এলাকা	
	থানা		জেলা	

সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য (শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীর বেলায় প্রযোজ্য)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	হোসেনপুর রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসা				
শ্রেণি/ বর্ষ	৮ম	বিষয়/গ্রুপ/ডিসিপ্লিন	সাধারণ	বর্ষ/সেমিস্টার	
বিশেষ কৃতিত্ব/যোগ্যতা/প্রতিভা					

পেশাজীবী হলে প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, পদবী, যোগদানের তারিখ ও কাজের ধরণ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ:
বিক্রয় প্রতিনিধি, ফুলের দোকান

পরিবারের তথ্য

পিতার নাম	মৃত সিরাজউদ্দিন	পিতার পেশা ও বয়স	
মায়ের নাম	নারগিস আক্তার	মায়ের পেশা ও বয়স	গৃহিনী
মাসিক আয়	0	আয়ের উৎস	0
মোবাইল নম্বর	01724155914	শহীদের সাথে সম্পর্ক	মা-ছেলে
শহীদ ব্যক্তি বিবাহিত হলে	স্বামী/স্ত্রীর নাম: X	বয়স: X	
	শিক্ষাগত যোগ্যতা: X	পেশা: X	
পরিবারের সদস্য	ছেলে 0 মেয়ে 0 ভাই 0 বোন 2 জন		

প্রয়োজনে পৃথক সাদা কাগজ ব্যবহার করুন

Page 1 of 4

ফজলুল হক-01760885870

আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি।

যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। দিনটি ছিল সোমবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম বিজয়ের দিন।এদিন বাংলাদেশের জনগণ ১৫ বছরের স্বৈরাচারী হাসিনার স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায়। শেখ হাসিনা এদিন জনগণকে জুলুম নির্যাতনের ভিতরে রেখে হেলিকপ্টার যোগে ভারত পালিয়ে যায়। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ রাস্তায় বিজয় মিছিল করার জন্য নেমে পড়ল। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অলিগলিতে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। উৎসুক জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে জনসাধারণের উপর গুলি ছুড়ে। এই মিছিলে জনসাধারণের সাথে যুক্ত ছিলো শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ। পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে নিজ গ্রামে শহীদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে এখানেই তাকে দাফন করা হয়।

গগণবিদারী আহাজারি পরিবারের

শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ শাহাদাত বরণের মাধ্যমে তার পরিবারেই অন্ধকারের শামিয়ানা নেমে আসে। তারা এক ভাই এক বোন; একমাত্র বোনটি বিবাহিত। বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা একমাত্র সন্তানকে নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে থাকতেন। মায়ের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন শহীদ তানভীর হোসেন। মা তার সন্তানের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিয়েতে বসেনি। আজ তার সকল স্বপ্ন ঘাতক পুলিশের গুলিতে তছনছ হয়ে গেল। তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন বাকি থাকলো না। বাড়িতে থাকার মত একজন সঙ্গীও রইল না। সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে গিয়েছেন তিনি। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তিনি গগন বিদারী আহাজারি করছেন আর বলছেন, আমার কি দোষ ছিল, তোমরা তাকে না মেরে আমাকে মারোনি কেন, আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো? একমাত্র বোনের একমাত্র ভাইকে হারিয়ে বোনটি এখন দিশেহারা অবস্থায়। ভাইয়ের কথা মনে পড়লেই কান্না করেন আর বলেন, আমার মায়ের বেঁচে থাকার স্বপ্ন

আমার ভাইকে ঘিরেই ছিল। কিন্তু খুনি পুলিশ আমার মায়ের স্বপ্ন ভেঙে দিল। আমরা আল্লাহর কাছে বিচার দিলাম।

শহীদ তানভীন হোসেন মাহমুদের বাবা মৃত । একমাত্র ছেলে তানভীন হোসেন মাহমুদ শহীদ হলেন। এখন মা ও বোন ছাড়া পরিবারটিতে আর কোন পুরুষ মানুষ নেই।

অভিশাপ আসমান কাঁপে

একটি পরিবার কিভাবে ক্ষত বিক্ষত হতে পারে শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ এর পরিবারকে দেখলেই বুঝা যায়। তিনি শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তার পরিবার কত বিক্ষত হয়ে পড়ে। এমনিতেই অভাবের সংসার। সেখানে আবার একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির তিরধান। যারা শহীদ করেছে তাদের উপর যে অভিশাপ, সেই অভিশাপে আসমান কাপে। পৃথিবীতে মজলুম দুনিয়াবাসির উদাহরণ হয়ে থাকবে শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: তানভীর হোসেন মাহমুদ
Name: TANVIR HOSSAIN MOHAMUD
পিতা: মৃত মাওলানা গিয়াস উদ্দিন
মাতা: নারগিস ফাতেমা
Date of Birth: 30 Mar 2002
ID NO: 6462241719

প্রতিবেশীর বক্তব্য

প্রতিবেশী মো: আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এরকম অসহায় পরিবার আর দেখিনি। অসহায় অসহায়ত্বের সর্বনিম্ন স্তরে এই পরিবারটি।

এক নজরে শহীদ তানভীর হোসেন মাহমুদ

নাম	: তানভীর হোসেন মাহমুদ
জন্ম তারিখ	: ৩০ মার্চ ২০০২, ২২ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪ , সন্ধ্যা ৫.৩০ টা, সোনাইমুড়ী থানার সামনে
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
বাবা	: মৃত মাওলানা গিয়াস উদ্দীন
মা	: নারগিস ফাতেমা
বাড়িঘর ও সম্পদের বিবরণ	: একটি পাকা বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে
ভাই বোনের বিবরণ	: একমাত্র বোন বিবাহিত

প্রস্তাবনা

১. পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। পরিবারটিকে দেখার মত কেউ নেই। তাই নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা করা

২. পরিবারটির জন্য স্থায়ী একটি আয়ের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয় মা ও বোনের নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতে হবে

জান্নাতের পাখি শহীদ ইয়াছিন

শহীদ ইয়াছিন
ক্রমিক : ৫২৯
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৮

শহীদ পরিচিতি

শিশু শহীদ ইয়াছিন ৩ ডিসেম্বর ২০১০ সালে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবার নাম মোহাম্মদ হানিফ। তিনি একজন খেটে খাওয়া দিনমজুর। মায়ের নাম লাকি বেগম। তিনি একজন গৃহিণী। তিনজন মেয়ে জন্মগ্রহণ করবার পরে ইয়াছিন একমাত্র ছেলে জন্মগ্রহণ করায় মা বাবা অনেক খুশি হন। পাশাপাশি খুশি হন তার আগে পৃথিবীতে আসা তিন বোন। কিন্তু খুব অল্প বয়সেই সবাইকে রেখে পরপারে পাড়ি জমায় সে।

ছোটবেলা থেকে অভাব অনটনের সংসারে বড় হন ইয়াছিন। বাবা তাদের চার মেয়ে এবং এক ছেলেকে নিয়ে নিদারুণ কষ্টে সংসার চালায়। ইয়াসিন অর্থাভাবের কারণে পড়াশোনা করতে পারেনি। স্থানীয় সোনাইমুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করে নেমে পড়ে সংসারের ঘানি টানার কাজে বাবাকে সহযোগিতা করতে। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে দিনশেষে বাবাকে নগদ টাকা দিতো সে। দিনমজুর হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারের হাল ধরার চেষ্টা করছিল ছোটবেলায়।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। দিনটি ছিল সোমবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম বিজয়ের দিন। এদিন বাংলাদেশের জনগণ ১৫ বছরের স্বৈরাচারী হাসিনার স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায়। খুনি শেখ হাসিনা এদিন জনগণকে জুলুম নির্যাতনের ভিতরে রেখে হেলিকপ্টার যোগে ভারত পালিয়ে যায়। ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ রাস্তায় বিজয় মিছিল করার জন্য নেমে পড়ল। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো, শেখ হাসিনা পালিয়ে

গেছে, পালিয়ে গেছে। উৎসুক জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ঘাতক পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে জনসাধারণের উপর গুলি ছুঁড়ে। এই মিছিলে জনসাধারণের সাথে যুক্ত ছিলো শহীদ ইয়াছিন। ঘাতক পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শহীদ ইয়াছিন।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ ইয়াছিনকে হারিয়ে তার পরিবার এখন বিপর্যস্ত। চার বোনের এক ভাই ছিলো শহীদ ইয়াছিন। ছোটবেলায় পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাবার সংসার পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য দিনমজুরের কাজ করতো। একটি পরিবার কতটুকু অভাব অনটনের মধ্যে থাকলে একটি চৌদ্দ বছরের শিশুকে দিনমজুরের কাজ করতে পাঠায়। এই পরিবার তার জ্বলন্ত নমুনা।

শহীদের মা লাকি বেগমের গগণ বিদারী আহাজারি সবাইকে আবেগাপ্লুত করছে। তিনি বলেন, "আমার ছোট যাদু, সে কার কি দোষ করেছে, কেন তাকে মারতে হলো, কেন আমার বুক খালি করল? তোমরা আমার ছেলেরে এনে দাও "

শহীদের বাবা ছেলের মৃত্যু শোকে কোন কথাই বলতে চায়না। অপলক চেয়ে থাকে আর কান্না করে।

জান্নাতের পাখি শহীদ ইয়াছিন

নিঃসন্দেহে শহীদ ইয়াছিন জান্নাতের পাখি। সে জান্নাতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবে। তার কোন দোষ ছিল না। সে একজন নিষ্পাপ নাবালক ছেলে ছিল। আওয়ামী পুলিশ তাকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। অকালে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। শহীদ ইয়াছিন এই জাতির মুক্তির জন্য ছোট বয়সে তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এদেশের মুক্তিকামী মানুষের ইতিহাস যেখানে লেখা থাকবে, সেখানে শহীদ ইয়াছিন এর নাম জ্বল জ্বল করবে।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

শহীদ ইয়াছিনের বাবা একজন দিনমজুর। শহীদ ইয়াছিনও দিনমজুরি করে তার বাবাকে সহযোগিতা করতো। পরিবারটি একটি নিম্নবিত্ত পরিবার। একটি ছোট টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটা জমি আছে।

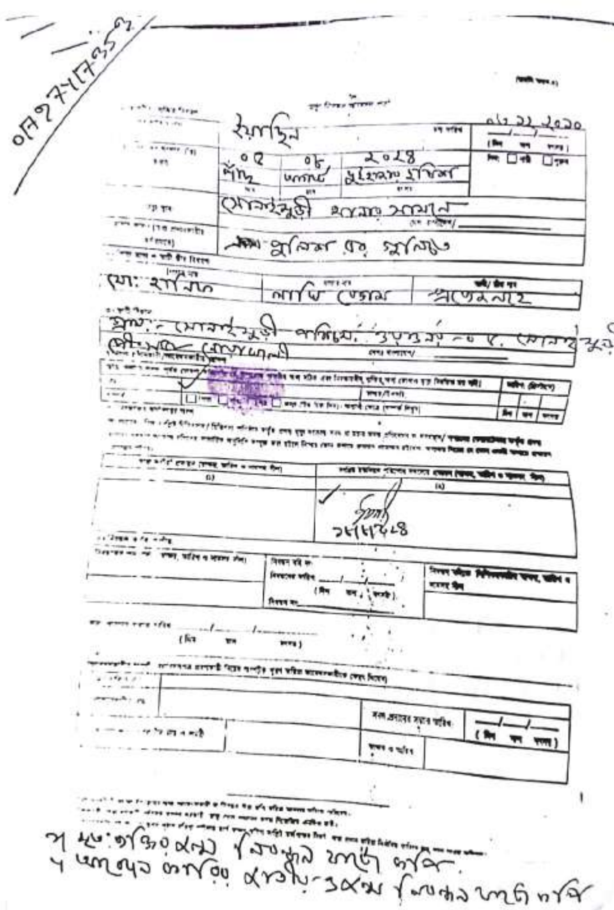

এক নজরে শহীদ ইয়াছিন

নাম	: ইয়াছিন
পেশা	: দিনমজুর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০৩ ডিসেম্বর ২০১০ সাল, ১৩ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪ সাল, সোমবার, সন্ধ্যা ৫.৩০ টা
শহীদ হওয়ার তারিখ সময় ও স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪ সাল, সোমবার, সন্ধ্যা ৫.৩০ টা, সোনাইমুড়ী থানার সামনে
দাফন করা হয়	: নিজগ্রাম
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/W9viGMh63UVZ4BNS7
স্থায়ী ঠিকানা	: সোনাইমুড়ি পৌরসভা, ৫নং ওয়ার্ড, নোয়াখালী
পিতা	: মো : হানিফ
মাতা	: লাখি বেগম
ভাইবোনের বিবরণ	: ৪ বোন। এখন কোন ভাই নেই। বোনদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই বিবাহিত
প্রস্তাবনা-১	: বাসস্থান প্রয়োজন।
প্রস্তাবনা-২	: পরিবার চালানোর জন্য নিয়মিত অনুদান এর ব্যবস্থা করলে ভালো হয় অথবা শহীদের বাবাকে একটা অটো গাড়ি কিনে দেওয়া যেতে পারে।

শহীদ মাঈন উদ্দিন

ক্রমিক: ৫৩০

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৮৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মাঈন উদ্দিন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী পৌরসভার ফুলিয়া গ্রামে ১৯৯০ সালের ২৫ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মৃত আবদুল রাজ্জাক। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে মৃত্যুবরণ করেন। তার মায়ের নাম আলেয়া বেগম। মাঈন উদ্দিন বেড়ে ওঠেন তার গ্রামেই। গ্রামের সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশ তার আচার আচরণে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। তিনি স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন। পরে পরিবারের হাল ধরার জন্য গাড়ি চালানোর দক্ষতা অর্জন করেন। শাহাদাত বরণের আগ পর্যন্ত তিনি গাড়ি চালানো পেশায় যুক্ত ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। দিনটি ছিল সোমবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম বিজয়ের দিন। এদিন বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ দেড় যুগেরো বেশী সময় ধরে চলতে থাকা স্বৈরাচারী হাসিনার দুঃশাসন থেকে মুক্তি পায়। ধূর্ত শেখ হাসিনা এদিন জনগণকে জুলুম নির্যাতনের ভিতরে রেখে হেলিকপ্টার যোগে ভারত পালিয়ে যায়।

খুনি হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ রাস্তায় বিজয় মিছিল করার জন্য নেমে পড়ে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার বারংবার বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'খুনি হাসিনা দেইখা যা, ছাত্র-জনতার ক্ষমতা', 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার', 'চাইলাম অধিকার হয়ে, হয়ে গেলাম রাজাকার'; 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ', 'আমার খায়, আমার পরে, আমার বুকেই গুলি করে', 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাই ফিরিয়ে দে', 'বন্দুকের নলের সাথে ঝাঁজালো বুকের সংলাপ হয় না' এবং 'লাশের ভেতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে', 'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার'; 'যে হাত গুলি করে, সে হাত ভেঙে দাও' এবং 'অ্যাকশন অ্যাকশন, ছাত্র-জনতার অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো' এবং 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত', 'রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়', 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না', 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর' এর মত বিপ্লবী স্লোগান সমূহ। যা রাজপথকে করে তুলেছিলো আরও মুখরিত। উৎসুক জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে জনসাধারণের উপর নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ে। এই মিছিলে জনসাধারণের সাথে যুক্ত ছিলো শহীদ মাঈন উদ্দিন। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শহীদ মাঈন উদ্দিন।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে নিজ গ্রামে শহীদ মাঈন উদ্দিনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে এখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

পরিবারে শোকের মাতম

শহীদ মাঈন উদ্দিনের এক ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে সিফাত উদ্দিন এর বয়স এগার বছর। ছোট মেয়ে ইসপিয়া আক্তার এর বয়স পাঁচ বছর। তারা দুজনেই পড়াশোনা করে। বাবার মৃত্যুতে তাদের পরিবারে অচল অবস্থা বিরাজ করছে। শহীদের স্ত্রী পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় জীবন পার করছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি এখন সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীর কী দোষ ছিল, আমার স্বামীকে কেন মারা হলো, এখন আমি আমার দুই সন্তানকে নিয়ে কোথায় যাব? আমার স্বামীকে যারা মেরেছে আমি তাদের ফাঁসি চাই। বাবার অনুপস্থিতিতে তার ছেলেমেয়েগুলো বাবাকে খুঁজে চলেছে প্রতিদিন।

নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ মাঈন উদ্দিনের নিকট আত্মীয় বলেন, সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল মাঈন উদ্দিনের। সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই ছিল এবং ৫ তারিখ বিকেল ৫ টায় সোনাইমুড়ী থানার গেটে গুলিবিদ্ধ হন এবং সোনাইমুড়ী হাসপাতালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সত্যপন্থী শহীদ মাইন উদ্দীন

শহীদ মাঈন উদ্দিন ছিলেন আন্দোলন সংগ্রামের অগ্র সেনানী। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মসূচিতে শহীদ মাইনুদ্দিন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সাহসিকতার সাথে। বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত তিনি জীবন বাজি রেখে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়েছেন। অবশেষে বিজয় অর্জনের দিনেই ঘাতকের বুলেটে শাহাদাতের সুধা পান করে পরকালে পাড়ি দেন তিনি।

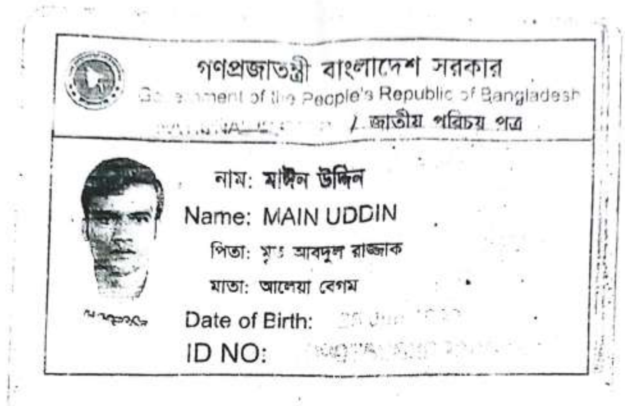

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মাঈন উদ্দিন
Name: MAIN UDDIN
পিতা: মৃত আবদুল রাজ্জাক
মাতা: আলেয়া বেগম
Date of Birth:
ID NO:

এক নজরে শহীদ মাঈন উদ্দিন

নাম	: মাঈন উদ্দিন
জন্ম তারিখ	: ২৫ জুন ১৯৯০ সাল
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪ , সন্ধ্যা ৫:৩০ টা, সোনাইমুড়ী থানার সামনে
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রাম
কবরের লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/rYne9ynU3wZ5n6cc9
বাবা	: মৃত আব্দুর রাজ্জাক
মা	: আলেয়া বেগম
বাড়িঘর ও সম্পদের বিবরণ	: একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে
সন্তানাদির বিবরণ	: এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের বয়স এগারো। মেয়ের বয়স পাঁচ বছর। দুজনেই পড়াশোনা করে

প্রস্তাবনা

১.শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা
২. সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিতকরণ
৩. পরিবারের সব রকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শহীদ মোঃ হাসান

ক্রমিক: ৫৩১

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯০

শহীদ পরিচিতি

২০১২ সালের ১ জুন, নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী পৌরসভার কাঁশারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শিশু শহীদ মো: হাসান হাসানের বাবার নাম মামুন উদ্দিন তিনি পেশায় একজন হকার। মায়ের নাম শাহিন আক্তার তিনি পেশায় একজন গৃহিণী। শহীদ হাসান পরিবারের অভাবের কারণে পড়াশোনা করতে পারেনি। সোনাইমুড়ি সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অক্ষর জ্ঞান অর্জন করে বাবার সাথে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করে। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত সে বাবাকে পেশাগত কাজের সহযোগিতা করতো আর দিনমজুর হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতো।

গ্রামবাংলার সহজ সরল শিশু হাসান

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ। বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী পৌরসভার এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের গ্রাম কাঁশারপাড়। এ গ্রামে জন্ম নিয়েছিলো হাসান নামের একটি শিশু।

গ্রামের কাদা-মাটি-পানি আর আলো-বাতাস গায়ে মেখে হাটি-হাটি পা-পা করে বেড়ে উঠা তার।

গ্রামের আর দশটি শিশুর মতো মেঠোপথে খালি পায়ে হাটা। পাহাড়-টিলায় চড়েবেড়ানো। বন-বাগানে লুকোচুরি খেলা। কখনো একাকী বসে দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠের দিকে উদাস মনে তাকিয়ে থাকা। বাবার সাথে মসজিদে যাওয়া। সহপাঠীদের সাথে মক্তবে ও স্কুলে যাওয়া। বিকেলে মাঠে ছোট বড়ো সকলের সাথে মিলেমিশে খেলা। দলবেঁধে পুকুরে, খালে, নদীতে ঝাপ দেয়া। ডুবিয়ে ডুবিয়ে দুচোখ লাল করে ফেলা। বাড়িতে ফিরে মায়ের আদুরে বকা খাওয়া। সব বকা, সব শাসন ভুলে পরের দিন আবার একই কাজে মনোযোগী হওয়া। এইসব ছিলো তার প্রতিদিনকার জীবনের অংশ।

এতকিছুর পরেও এক দিকে বাবার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া। জমিতে কাজ করা। কাঁচা সবজি বিক্রিতে সাহায্য করা। অপর দিকে বাড়িতে মাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করা। সাধ্যমতো তাদের পড়ালেখায়সাহায্য করা। এসব কাজে কখনো কোনো অবহেলা ছিলো না শিশু হাসানের। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দচিত্তে এসব কাজ সম্পাদন করতো সদাহাস্যজ্বল এই শিশুটি।

তাইতো সে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে যেমন আদরের ছিলো তেমনি প্রিয়পাত্র ছিলো সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব আর শিক্ষকদের কাছে। কচি চাঁদের মতো হাসি দিয়ে সবার হৃদয় জয় করে নিতো শহীদ হাসান। গ্রামবাসীরাও যেন প্রশান্তি পেতো তার নির্মল সহচার্যে।

যেভাবে শহীদ হন হাসান

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল। দিনটি ছিল সোমবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম বিজয়ের দিন। এদিন বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশী সময় ধরে চলতে থাকা স্বৈরাচারী হাসিনার স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায়। ধূর্ত হাসিনা এদিন জনগণকে জুলুম নির্যাতনের ভিতরে রেখে হেলিকপ্টার যোগে ভারত পালিয়ে যায়। খুনি শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে এদেশের আপামর জনসাধারণ রাস্তায় বিজয় মিছিল করার জন্য নেমে পড়ল। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অলিগলিতে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো, শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার বজ্রকণ্ঠে বারংবার ধ্বনিত হয় বিভিন্ন বিপ্লবী স্লোগান'। যা রাজপথকে করে তুলেছিলো আরও মুখরিত। উৎসুক জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে সোনাইমুড়ি থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ আতঙ্কিত হয়ে জনসাধারণের উপর নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ে। এই মিছিলে জনসাধারণের সাথে যুক্ত ছিলো মো. হাসান। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন শিশু শহীদ মো. হাসান।

জানাজাও দাফন

পরবর্তীতে শহীদ মো: হাসানের জানাজার নামায নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে কাঁশারপাড়য় তাকে সমাহিত করা হয়।

জান্নাতের পাখি শহীদ হাসান

নিঃসন্দেহে শহীদ মোঃ হাসান জান্নাতের পাখি। সে জান্নাতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াবে। তার কোন দোষ ছিল না। সে একজন নিষ্পাপ নাবালক ছেলে ছিল। নরপিশাচ আওয়ামী পুলিশ তাকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। অকালে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। শহীদ হাসান এই জাতির মুক্তির জন্য অল্পকালে তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এদেশের মুক্তিকামী মানুষের ইতিহাস যেখানে লেখা থাকবে, সেখানে শহীদ মোঃ হাসান এর নাম চিরকাল জ্বল জ্বল করবে।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

শহীদ হাসানের বাবা একজন হকার। তারা ছিলো দুই ভাই দুই বোন। ভাইবোনদের মধ্যে সে সবার বড় ছিল। ছোট বোন জিনিয়া আক্তার সোনাইমুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। ভাই হোসেনের বয়স তিন বছর এবং ফাতেমা আক্তার নামে তার ছয় মাস বয়সী আরো একটি বোন রয়েছে। একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটা জমি আছে।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ হাসানের বাবা একজন হকার। তারা ছিলো দুই ভাই দুই বোন। সে ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় ছিল। ছোট বোন জিনিয়া আক্তার সোনাইমুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। ভাই হোসেনের বয়স তিন বছর এবং ফাতেমা আক্তার নামে তার ছয় মাস বয়সী আরো একটি বোন রয়েছে। শহীদ হাসানকে হারিয়ে তার পরিবারে এখন দুঃখের মাতম চলছে। পরিবারের স্বপ্ন ছিল শহীদ হাসান বড় হয়ে সবার দায়িত্ব নিবে। কিন্তু দায়িত্ব নেয়ার আগেই শিশু অবস্থায় শাহাদাতের সুধা পান করে সে। ছেলেকে হারিয়ে মায়ের অবস্থা এখন পাগল প্রায়। ছোট ছোট ভাই বোন গুলোর এখনো বুঝে ওঠার বয়স হয়নি যে তাদের বড় ভাই দুনিয়াতে আর নেই। মা শাহীন আক্তার বলেন, আমার নিষ্পাপ শিশু শহীদ হাসানের কি দোষ ছিল, কি অপরাধ ছিল, আমার জানতে ইচ্ছে করে খুব। কেন আমার বুক খালি করল, কারা করল? আমি সবার ফাঁসি চাই!

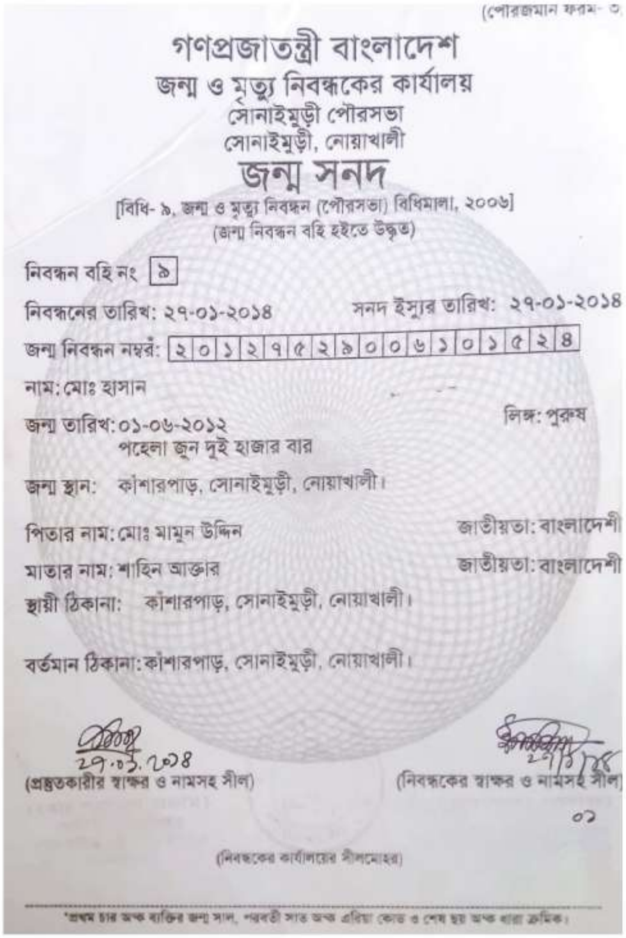

(পৌরজমান ফরম- ৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

সোনাইমুড়ী পৌরসভা

সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

জন্ম সনদ

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (পৌরসভা) বিধিমালা, ২০০৬]

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৯

নিবন্ধনের তারিখ: ২৭-০১-২০১৪ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৭-০১-২০১৪

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০১২৭৫২৯০০৬১০১৫২৪

নাম: মোঃ হাসান

জন্ম তারিখ: ০১-০৬-২০১২ লিঙ্গ: পুরুষ

পহেলা জুন দুই হাজার বার

জন্ম স্থান: কাঁশারপাড়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

পিতার নাম: মোঃ মামুন উদ্দিন জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: শাহিন আক্তার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: কাঁশারপাড়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

বর্তমান ঠিকানা: কাঁশারপাড়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

*প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক দ্বারা ক্রমিক।

এক নজরে শহীদ মো: হাসান

নাম	: মো : হাসান
জন্ম তারিখ	: ১ জুন ২০১২ সাল
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা ৫:৩০ টা, সোনাইমুড়ী থানার সামনে
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
বাবা	: মো. মামুন উদ্দীন
মা	: শাহিন আক্তার
বাড়িঘর ও সম্পদের বিবরণ	: একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে
ভাই বোনের বিবরণ	: একজন ভাই ও দুজন বোন রয়েছে। একজন বোন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। বাকি দুজন এখনো ছোট

প্রস্তাবনা

১. পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। তাই এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা

২. পরিবারটির জন্য স্থায়ী একটি আয়ের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়

৩. ছোট ভাই বোনদের ভবিষ্যতের পড়াশুনাসহ আনুষাঙ্গিক সকল খরচের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়

শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী

ক্রমিক : ৫৩২

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ৯১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী ৩ জুন ২০০৪ সালে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার চর কৈলাশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন তিনি পেশায় একজন চাকরিজীবী। মায়ের নাম মুসা: ফরিদা ইয়াসমিন তিনি একজন গৃহিণী। পরিবারের বড় ছেলে রিজভী ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তার পড়াশুনার হাতে খড়ি হয় নিজ গ্রামেই। শিক্ষিত বাবা-মায়ের কাছে শিখেছেন অক্ষর জ্ঞান। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক স্তর পাশের পর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার এক বুক স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হন লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। শাহাদাতের আগ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির অষ্টম পর্বের ছাত্র ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে গেলো

শহীদ মাহমুদুল হাসান রিজভীর স্বপ্ন ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের সেবা করা। পাশাপাশি বড় ছেলে হিসেবে পরিবারের হাল ধরা। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। কিন্তু জালিমের বুলেট তার স্বপ্ন থামিয়ে দিল। তাকে পাঠিয়ে দিল জান্নাত গাহে। তার বাবা মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন বলেন, আমার বড় ছেলে, তাকে আমরা ছোটবেলা থেকে বড় করেছি। স্বপ্ন ছিল ছেলে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। দেশের সেবা করবে। আমাদের সেবা করবে। কিন্তু অকালেই প্রাণ দিতে হলো আমার ছেলেটাকে।

যেভাবে শহীদ হলেন তিনি

১৮ জুলাই ২০২৪ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বর্বরতম দিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আগের দিন রাতে সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঢাকা নিকুঞ্জ এলাকায় বাসায় থাকতেন শহীদ মাহমুদুল হাসান রিজভী। সকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উত্তরা বিএনএস সেন্টারে আসেন তিনি। সহপাঠীদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দুপুরে খাবার খেতে যান বাসায়। খাবার খেয়ে আবারও আন্দোলনে যোগ দেন তিনি এবং তার বন্ধুরা। সেদিন সারাদেশে পুলিশ হায়েনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নির্বিচারে গুলি চালানো হয় নিরপরাধ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর। ঢাকার উত্তরা আজমপুর এলাকায় ছাত্ররা অবস্থান গ্রহণ করলে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ তাদের উপর নির্বিচারে হামলা চালায়। পুলিশের সাথে যোগ দেয় বিভিন্ন স্তরের সন্ত্রাসী বাহিনী। অসংখ্য ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান অনেকে। একটি বুলেট এসে শহীদ মাহমুদুল হাসান রিজভীর শরীর বিদ্ধ করে। সহপাঠীরা তাকে ধরাধরি করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে দীর্ঘ ছয়

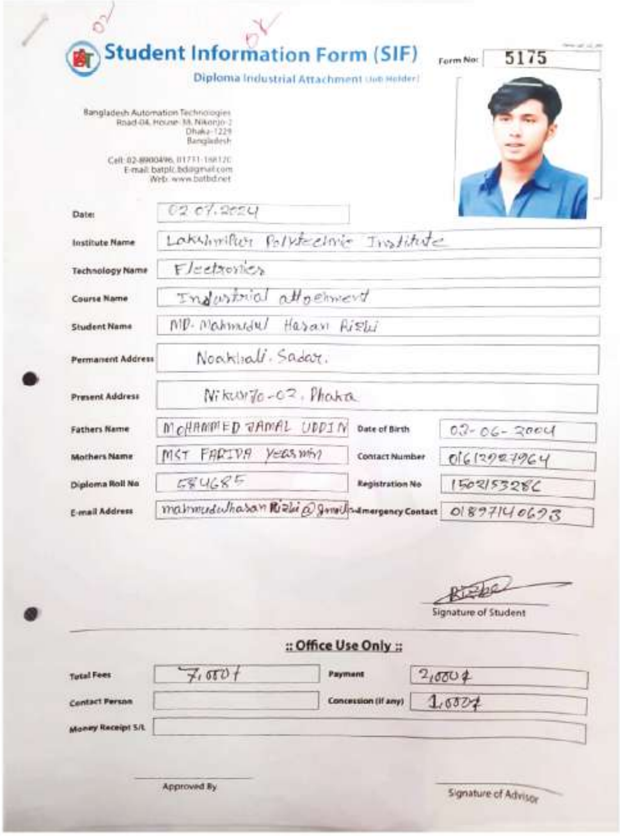

Student Information Form (SIF)

Form No: 5175

Diploma Industrial Attachment (Job Holder)

Bangladesh Automation Technologies
Road-04, House-18, Nikonjo-2
Dhaka-1229
Bangladesh

Cell: 02-8900496, 01771-168120
E-mail: batplc.bd@gmail.com
Web: www.batbd.net

Date:	02.07.2024
Institute Name	Lakshmipur Polytechnic Institute
Technology Name	Electronics
Course Name	Industrial attachment
Student Name	MD. Mahmudul Hasan Rizbi
Permanent Address	Noakhali. Sadar.
Present Address	Nikunjo-02, Dhaka

Fathers Name	MOHAMMED JAMAL UDDIN	Date of Birth	03-06-2004
Mothers Name	MST FARIDA YEASMIN	Contact Number	01612927964
Diploma Roll No	584685	Registration No	1502153286
E-mail Address	mahmudulhasan Rizbi @gmail	Emergency Contact	01897140673

Signature of Student

:: Office Use Only ::

Total Fees	7,000/-	Payment	2,000/-
Contact Person		Concession (if any)	1,000/-
Money Receipt S/L			

Approved By

Signature of Advisor

ঘন্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পর রাত ১১ টায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের সুধা পান করেন তিনি।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে শহীদ মাহমুদুল হাসানের মরদেহ নিজ গ্রাম হাতিয়া পৌরসভার চর কৈলাশে নিয়ে আসা হয়। এখানে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে এখানেই তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

পরিবারে যিনি বড় ছেলে সন্তান থাকে তাকে নিয়ে পরিবারের অনেক স্বপ্ন থাকে। ঠিক তেমনি রিজভীকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন বুনে ছিলেন তার পরিবার। একজন প্রকৌশলী হয়ে দেশের সেবা করবেন এবং পরিবারের হাল ধরবেন। সেই স্বপ্ন লালন করতেন তিনি এবং তার পরিবার। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই বাতিলের বুলেট সেই স্বপ্ন তছনছ করে দিল। শহীদের পরিবারে এখন হতাশার বন্যা বয়ে চলছে। মা তার বড় ছেলেকে হারিয়ে শোকে মূহ্যমান হয়ে রয়েছে। বাবা তার সন্তানের জন্য হাহাকার করছে। একমাত্র বোন ফাইজা তার বড় ভাইয়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। ফাইজা বলেন, আমার ভাইয়া আমাকে খুব আদর করতেন। আমার সকল আবদার পূরণ করতেন। আমার বন্ধুর মত ছিলেন। আমি ভাইয়াকে হারিয়ে খুবই শোকাহত। আমার ভাইয়াকে যারা মেরেছে আমি তাদের বিচার চাই।

লড়াকু শহীদ মাহমুদুল হাসান

রাজপথের লড়াকু সৈনিক ছিলেন শহীদ মাহমুদুল হাসান। ১৮ তারিখ বন্ধুদেরকে আন্দোলনে যাওয়ার জন্য সে নিজেই উদ্বুদ্ধ করে। সাহসিকতার সাথে উত্তরা এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জালিমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে স্লোগান দিয়ে আন্দোলিত করে আকাশ বাতাস সহ রাজপথ; কম্পন ধরায় হায়েনার মনে, কাঁপুনি ধরায় ঘাতকের বিষাক্ত হৃদয়। মাঝখানে দুপুরে শুধুমাত্র খাবারের বিরতির পর আবারো অবিরত ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই বাতিলের বুলেট তাকে টার্গেট করে হত্যা করে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা যতদিন বেঁচে থাকবে শহীদ মাহমুদুল হাসানদেরকে স্মরণ করবে ততদিন ।

শহীদ সম্পর্কে স্বজনদের অনুভূতি

শহীদের ছোট ভাই রিমন জানায়, ছোট ভাই কখনও কিছু চাইলে না করতো না, সাথে সাথে দিয়ে দিতো।

শহীদের বাবা নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, কখনও বকা দিলে কোন উত্তর দিতোনা; শুধু হাসতো।

শহীদের মামাতো ভাই আসিফ বলেন, হাসান সবার সাথে মিশতো। সবাইকে সম্মান করতো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মাহমুদুল হাসান রিজভী
Name: MD MAHMUDUL HASAN RIZBI
পিতা: মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন
মাতা: মুসাঃ ফরিদা ইয়াসমিন
Date of Birth: 03 Jun 2004
ID NO: 9586729478

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

শহীদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস তার পিতার চাকুরী। বেতনের টাকায় কোনরকম চলে সংসার। কোনো সঞ্চয় করা সম্ভব হয়না বিধায় নিজে ঘর করতে পারেনি। শ্বশুর বাড়িতে থাকেন পরিবার নিয়ে।

LAKSHMIPUR POLYTECHNIC INSTITUTE
STUDENT ID CARD

MD. MAHMUDUL HASAN RIZBI

ID No : 682021273
Roll : 584685
Rag No : 1502153286
Technology : Electronics
Shift : 2nd
Session : 2021-22

Principal

Valid Up To July 2024

এক নজরে শহীদ মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী

নাম	: মো: মাহমুদুল হাসান রিজভী
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৩ জুন ২০০৪, ২০ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ সময় ও স্থান	: ১৮ জুলাই ২০২৪, রাত ১১ টা, উত্তরা ক্রিসেন্ট হসপিটাল
শাহাদাত বরণের স্থান	: উত্তরা ক্রিসেন্ট হসপিটাল
দাফন করা হয়	: নিজগ্রামে
কবরের জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/SaPAg4QnD4kw4rCEA
স্থায়ী ঠিকানা	: চর কৈলাশ, হাতিয়া পৌরসভা, নেয়াখালী
পিতা	: মো: জামাল উদ্দীন
মাতা	: ফরিদা ইয়াসমিন
ভাইবোনের বিবরণ	: এক ভাই ও একবোন (শহীদ ছাড়া) । দুজনই পড়াশোনা করেন

প্রস্তাবনা

১. বসবাসের জন্য একটি ঘর করে দিলে ভালো হয়

২. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা

৩. শহীদের ছোট ভাই-বোনের পড়াশুনা সহ ভবিষ্যতের সকল খরচ যোগানোর ব্যবস্থা করা

শহীদ মো: রিটন উদ্দিন

ক্রমিক : ৫৩৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯২

শহীদ পরিচিতি

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নলচিরা ইউনিয়নের লামচরি গ্রাম। এই সবুজ শ্যামল গ্রামে ১৯৯১ সালের ১২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শহীদ রিটন উদ্দিন। তিনি এই গ্রামে বেড়ে ওঠেন। এই গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ নেন। পরিবারের হাল ধরার জন্য তিনি পড়াশোনায় বেশিদূর আগাতে পারেননি। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে সমস্ত দায়ভার নেয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই বড় হয়েছেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ২০২৪। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয় দিবস। দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের ও অবসান হয় এই দিনে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে গেলে শত শত জনতাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।শহীদ রিটন উদ্দিন এই দিন সকাল দশটায় বাসা থেকে বের হয়ে ছাত্র-জনতার সাথে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে যাত্রাবাড়ী থানা পার হওয়ার সময় ঘাতক পুলিশ এতে সরাসরি গুলি চালায়। গুলিতে অসংখ্য সাধারণ মানুষের সাথে সাথে প্রাণ হারায় রিটন। রিটন উদ্দিনের গায়ে ও গুলি লাগে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় রক্ত দেওয়া হয় দুই ব্যাগ। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসক রিটনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কেমন আছেন শহীদ পরিবার

শহীদ রিটন উদ্দিনকে হারিয়ে তার পরিবার খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে। পরিবারের একমাত্র আয়ের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিটি শাহাদাত বরণ করাতে পরিবারটি সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট বাচ্চারা তার বাবার জন্য কান্না করছে। পাঁচ মাস বয়সী তার একটা ছোট মেয়েও রয়েছে। সে এখনো বুঝে উঠতে পারেনি যে,তার বাবা আর দুনিয়াতে নাই। হয়তোবা একটু একটু বড় হতে লোকমুখে শুনবে যে,তার বাবা পুলিশের গুলিতে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ রিটন উদ্দিন
Name: MD. RITON UDDIN
পিতা: মোঃ আবুল কালাম
মাতা: নাছিমা বেগম
Date of Birth: 12 Mar 1991
ID NO: 19917513666000148

শাহাদাত বরণ করেছেন। ২৬ বছর বয়সী তার স্ত্রী আফসানা বেগম বলেন, আমার স্বামী কি দোষ করেছে? কেন তাকে মারা হল? আমি এই তিনজন সন্তান নিয়ে কোথায় যাব এখন? আমার স্বামীকে যারা মেরেছে আমি তাদের ফাঁসি চাই।

চাচাতো ভাই এর বক্তব্য

শহীদ রিটন উদ্দিন এর চাচাতো ভাই ইসমাইল হোসেন রাজিব জানায়, শহীদ রিটন উদ্দিন খুবই সৎ ব্যক্তি ছিলেন। উনি একজন দেশ প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্বৈরাচার সরকারের পতনের আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিলেন। দেশ সম্পর্কে খুবই সৎ আগ্রহ ছিল রিটনের। তিনি সবসময় সৎ ভাবে থাকতেন এবং সকলকে সততার সাথে থাকার পরামর্শ দিতেন। তিনি সবসময় নামাজ পড়তেন।

প্রেরণায় শহীদ রিটন উদ্দিন

শহীদ রিটন উদ্দিন আমাদের প্রেরণার উৎস। নিজের জীবনকে বাজি রেখে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এদেশের জালিম কে হটানোর আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এ জাতিকে মুক্ত করার কঠিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তাই এই জাতি শহীদ রিটন উদ্দীনদের কাছে চিরঋণী হয়ে রইবে।

পারিবারিক অবস্থা

রিটন উদ্দিনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। বিকাশের দোকানে কাজ করতেন তিনি। মাসিক আয় ছিল মাত্র ৮০০০ টাকা। বর্তমানে পরিবারের কোন আয় নেই। শহীদের ছোট ভাই টিউশনি করে নিজে চলে।

এক নজরে শহীদ মো: রিটন উদ্দীন

নাম	: মো: রিটন উদ্দীন
জন্ম তারিখ	: ১২ মার্চ ১৯৯১ সাল, ৩৫ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ , যাত্রবাড়ী থানার সামনে
শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪ , আনুমানিক বিকাল ৪ টা
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
বাবা	: মো: আবুল কালাম
মা	: নাছিমা বেগম
বাড়িঘর ও সম্পদের বিবরণ	: একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটাজমি আছে
সন্তানাদির বিবরণ	: ২ ছেলে ১ মেয়ে। বড় ছেলের বয়স দশ বছর। সবাই এখন পড়াশোনা করে

প্রস্তাবনা

১. পরিবারকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা জরুরী কারণ দুই ছেলে এক মেয়ে ছোট এবং কর্মক্ষম কেউ নেই

২. তার সন্তানদের লেখা-পড়ার খরচ বহন করা যেতে পারে

৩. শহীদ রিটন উদ্দিন এর ভাই মাস্টার্স পাস তাই তার চাকুরীর ব্যবস্থা করা দরকার

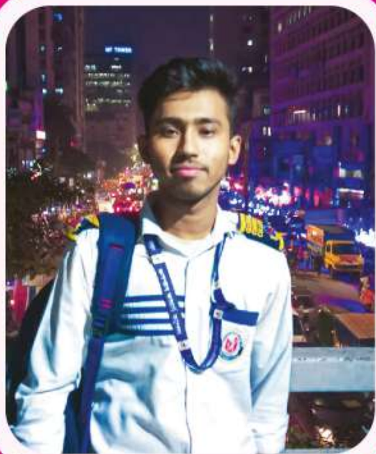

এইচএসসি পরীক্ষার চেয়ে দেশপ্রেমের পরীক্ষাকে প্রাধান্য প্রদান

শহীদ মো: রায়হান

ক্রমিক : ৫৩৪

আইডি : ঢাকা সিটি ০৯৩

শহীদ পরিচিতি

জনাব মোজাম্মল হোসেনের পরিবারের একমাত্র প্রদ্বীপ শহীদ মো: রায়হান। শহীদ রায়হান নিম্নবিত্ত আয়ের পরিবারের সন্তান। শহীদ মোহাম্মদ রায়হান নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ গ্রামেই শৈশব কাটান। তিনি নোয়াখালীতেই জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মোজাম্মল হোসেন মাত্র সাত বছর বয়সে নোয়াখালী থেকে ঢাকায় পাড়ি জমান। তিনি একটি বাসার কেয়ার টেকার হিসেবে কাজ করেন। তার মা আমেনা খাতুন একজন গৃহিণী। জনাব মোফাজ্জল হোসেনের এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে শহীদ রায়হানই বড় ছেলে। শহীদ মো: রায়হান দরিদ্র পরিবারের এক সংগ্রামী যুবক। তিনি দারিদ্রতা ও প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন দেখতেন। তার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তার গ্রামের এক সিনিয়র পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মো: রায়হান ঢাকা শহরে এসে গুলশান কমার্স কলেজে ভর্তি হন। তিনি তখন এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পিতা মাতা তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন যে, আমার ছেলে বড় হয়ে আমাদের পরিবারের দুঃখ কষ্ট লাঘব করবে। আমার ছেলে অনেক বড় মানুষ হবে। একটি ভালো চাকরির পর পরিবারের হাল ধরবে। কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ রায়হান তার এইচএসসি ২০২৪ এর পরীক্ষাটাই শেষ করতে পারেননি। তাঁকে হায়নাদের আঘাতে জীবন দিতে হয়েছে। স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা জনাব মোজাম্মল হোসেন পরিবারের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। শহীদ রায়হান ছিলেন খুবই সৎ, সাহসী এবং দায়িত্বশীল যুবক। তিনি পরিবার ও স্বজনদের প্রতি ছিলেন খুবই যত্নবান ও শ্রদ্ধাশীল। তিনি সকলের কাছে বিশ্বস্ত ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন।

শাহাদাতের ঘটনার বর্ণনা

জুলাই মাসে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলন। ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবিতে আন্দলোন করেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ছাত্রলীগের গুন্ডা বাহিনী, হেলমেট বাহিনী, যুবলীগের সন্ত্রাসীবাহিনী, আওয়ামী পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে আক্রমণ করে। ১৬ জুলাই ২০২৪ থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ছাত্র জনতার উপরে এই নৃশংস আক্রমন চালায়। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালানো, গলিতে ঢুকে গুলি করা, আকাশপথে হেলিকপ্টারের সাহায্য নির্মমভাবে ফায়ার করা ইত্যাদী মানবাধিকার লঙ্ঘন এর মত জঘন্যতম অপরাধ করেন। সারাদেশে অসংখ ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক, লেগুনার ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, কার ড্রাইভার,হকার ইত্যাদির ওপরে নির্বিচারে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, বুলেট ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। সারাদেশে প্রায় ১ হাজার ছাত্র জনতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে এক দফা আন্দোলনের রূপ লাভ করে অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকারের পতনের আন্দোলন। ৫ তারিখের "ঢাকা টু মার্চ" কর্মসূচি দেওয়া হয়। ঢাকা শহরসহ সারা দেশের লক্ষ কোটি জনতা রাস্তায় নেমে যায়। স্বৈরাচার হাসিনার নির্দেশে পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাব সহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা সেদিনও গুলি চালায়। তবে দেশ প্রেমিক নাগরিকের কাছে পরাজয় বরণ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় হাসিনা। দুপুরে পালিয়ে গেলেও রাত পর্যন্ত ঢাকার অনেক জায়গায় পুলিশ গুলি চালায় ছাত্র-জনতার উপর। যার ফরে বিজয়ের পরেও ঝরে যায় অসংখ্য প্রাণ।

এইচ এস সি পরীক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও শহীদ মো: রায়হান দুপুরের খাবার শেষে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। ছাত্র-জনতার যৌক্তিক আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। অবৈধ হাসিনার পুলিশ লীগ সেখানে ছাত্রজনতাকে সম্মুখ থেকে গুলি চালায়। অবৈধ খুনি হাসিনা পালালেও তার পুলিশ লীগ বাহিনী ছাত্র জনতার উপরে গুলি বর্ষণ করতেই থাকে। তিনিও সেখানেই ছাত্র জনতার কাতারে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুপুর ৩ টা ৪৫ মিনিটে পুলিশের একটি গুলি তার মাথায় লাগে। শহীদ রায়হানকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রথমে তিনি অজ্ঞাতনামা হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। পরে তার পরিবারের এবং পরিচিতদের মাধ্যমে তার সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় বা প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ রায়হান ছিলেন একজন সৎ, সাহসী এবং দায়িত্বশীল যুবক। তিনি সবসময় পরিবারের সবাইকে খুব ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। তার পিতা-মাতা ছেলের উপর অনেক আশা রেখেছিলেন। বিশেষ করে তার লেখাপড়া শেষে চাকরির মাধ্যমে পরিবারের হাল ধরার বিষয়ে কিন্তু সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো না ...
(তোফাজ্জল হোসেন, প্রতিবেশী।)

শহীদ পরিবারের বর্তমান অবস্থা

শহীদ মোহাম্মদ রায়হানের পিতা একটি বাসার কেয়ার হিসেবে কাজ করেন। তার মাসিক আয় মাত্র বারো হাজার টাকা। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাদের নিজ গ্রামে মাত্র ২ শতক জমি আছে। যা পরিবারের একমাত্র সম্পদ। শহীদের পিতার পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তারপর শহীদের পিতা হাঁপানি, শ্বাসকষ্টসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত। যা তার পরিবারকে আরো অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে। এর ওপর সন্তানের বিদায় দুঃখ কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ।

সংশোধিত/Corrected

IMDT

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Noannoi Union Parishad
Noakhali Sadar, Noakhali
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 06/12/2007 | Birth Registration Number 20047518785033176 | Date of Issuance 08/12/2021

Date of Birth	: 15/09/2004	Sex : Male	
In Word	: Fifteenth of September Two Thousand Four		
নাম	: মোঃ রায়হান	Name	: Md Raihan
মাতা	: আমেনা খাতুন	Mother	: Amena Khatun
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোহাম্মাদ মোজাম্মল হোসেন	Father	: Mohammad Mozammal Hossan
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: নোয়াখালী, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Noakhali, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: আমজাদ হাজী বাড়ী দুর্গানগর রাজগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	Permanent Address	: Amzad Hazi Bari Durganagar Rajgonj, Noakhali, Noakhali Sadar, Noakhali

Abu Taher
Secretary
3 No. Noannoi Union Parishad
Noakhali Sadar, Noakhali
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

No-3 Noannoi Union Parishad
Noakhali Sadar, Noakhali

Md. Dilder Hossain
Chairman
No-3 Noannoi Union Parishad
Noakhali Sadar, Noakhali
Seal & Signature
Registrar

মৃত্যু সাটিফিকেট

প্রত্যয়ন করা যায়তেছে যে, মৃত মোঃ রায়হান, পিতা- মোহাম্মদ মোজাম্মল হোসেন, গ্রাম- দূর্গানগর, ডাকঘর- রাজগঞ্জ- ৩৮৩৪, ওয়ার্ড নং- ০১, উপজেলা- সদর, জেলা- নোয়াখালী।

তিনি অত্র ইউনিয়নের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বিগত ০৫/০৮/২০২৪ ইং তারিখে ঢাকা বাড্ডা থানা সংলগ্ন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরন করিয়াছেন, মর্মে অত্র কার্যালয়ে রক্ষিত মৃত্যু নিবন্ধন রেজিষ্টার এর ২০২৪ ইং সনের। তাঁহার বয়স ছিল ২০(বিশ) বছর, ১নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য জনাব সহিদ উদ্দিন রিপন এর তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জানা যায়।

আমি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

মোঃ দিদার হোসেন
চেয়ারম্যান
নোয়ান্নই ইউনিয়ন পরিষদ
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

গুলশান কমার্স কলেজ
GULSHAN COMMERCE COLLEGE

স্মারক নং : জিসিসি/686/২৪
EIIN : 131904

তারিখ : ১২/০৮/২০২৪
Institute Code : 1099

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ রায়হান, পিতাঃ মোহাম্মদ মোজাম্মল হোসেন, মাতাঃ আমেনা খাতুন, ঢাকা মহানগরীর অন্তর্গত গুলশান কমার্স কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির নিয়মিত ছাত্র এবং ২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তার ক্লাস রোল-২২০৬১২, সেকশন-২০২২-২৩, বোর্ড রোল-৪৬০৪৩২, রেজিঃ নম্বর-১৯১১৩৩৮৪১৭, ধর্ম ঃ ইসলাম। উক্ত শিক্ষার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বাড্ডা থানা সংলগ্ন এলাকায় পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করে।

আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

(এম এ কালাম)
অধ্যক্ষ
গুলশান কমার্স কলেজ
M. A. KALAM
Principal
Gulshan Commerce College

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ মো: রায়হান
জন্ম তারিখ	: ৬ ডিসেম্বর ২০০৭
পিতার নাম, বয়স, পেশা	: মো: মোজাম্মল হোসেন (৫০) , কেয়ার টেকার
মায়ের নাম, বয়স, পেশা	: আমেনা খাতুন,৪১, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: তিনজন
ভাই বোন সংখ্যা	: এক ভাই এক বোন

১. ছোট বোন: উর্মি আক্তার, বয়স: ১৪, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: গোরাপুর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রেণী: সপ্তম
২. শহীদ মুহাম্মদ রায়হান, পেশা: শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান: গুলশান কমার্স কলেজ, ক্লাস: এইচএসসি পরীক্ষা চলমান

স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দুর্গানগর, ইউনিয়ন: রাজগঞ্জ -৩৮৩৪, ওয়ার্ড নং- ১, থানা: নোয়াখালী সদর, জেলা: নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: মধ্য বাড্ডা, এলাকা: বাজার রোড পাটোয়ারী, থানা: বাড্ডা, জেলা: ঢাকা
ঘটনার স্থান	: উত্তরা ইউনিভার্সিটি সামনে।
আঘাতকারী	: ফ্যাসিস্ট হাসিনার প্রশাসন বাহিনী
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩:৪৫ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: স্পট ডেথ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিশ্চিত করেন
জানাযা	: নিজ গ্রামের মসজিদে
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: নোয়াখালী নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: ফারুক

ক্রমিক: ৫৩৫

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯৪

শহীদ পরিচিতি

সারাদেশে চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। কোটা বিরোধী থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ৮ দফা, ৯ দফা শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকে দফা একে। দফা একটাই, হাসিনার পদত্যাগ। আন্দোলনটি ছিল অহিংস। খালি হাতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। নিরস্ত্রই ছিল তারা। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের দমন করতে সরকার লেলিয়ে দেয় আওয়ামী লীগের সকল সন্ত্রাসীদের। রাজপথে নামায় পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সেনাবাহিনী।

সরকার মসনদ টিকিয়ে রাখতে মরিয়া। দেশে জারি করে অঘোষিত যুদ্ধ। নিজের দেশের মানুষ মারতে প্রয়োগ করে সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্র। হেলিকপ্টারে গুলি করে খুন করে নাগরিকদের। আহত নিহতদের চিকিৎসা কাজে বাঁধা দেয় দলীয় সন্ত্রাসীরা। লাশ দাফনেও বাঁধাগ্রস্থ হয় পরিবার। কোটা বিরোধী আন্দোলন হয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনটি শুরু থেকেই ছিল একটি অহিংস আন্দোলন। নিরস্ত্র ছাত্র জনতা স্লোগান মুখর ছিল রাজপথে। সরকার এই আন্দোলনকে করলেন রক্তাক্ত। রাজপথ নিরীহ ছাত্রদের তরতাজা রক্তে রঞ্জিত হল। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করল শত ছাত্রকে। মানুষ নেমে গেলেন রাস্তায়। বুকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঢাললেন মিছিলে।

পারিবারিক অবস্থা

অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল। গ্রামের বাড়িতে মাত্র ৮ শতাংশ জমি আছে। আর কোন জায়গাজমি বা সঞ্চয় নেই। আছে ঋণ। থাকার কোন ঘর নেই। ঢাকাতেই তিনি শ্রমজীবন যাপন করতেন। তার স্ত্রীও একজন পোষাক শ্রমিক।তার তিনি মেয়ে। তারা নিত্য সংগ্রামে কাটাতেন জীবন। একটি দরিদ্র পরিবারের উপার্জন করার মতো পুরুষ মারা গেলে তাদের দুঃখের আর শেষ থাকে না।শহীদের স্ত্রী তার কন্যাদের নিয়ে চরম অর্থ সংকটে কালাতিপাত করছেন। মেয়েরা মাদ্রাসায় পড়তো। জীবন বাঁচানোই যেখানে কঠিন সেখানে পড়ালেখা তো দিবাস্বপ্ন। শহীদের স্ত্রী এখন দিশেহারা। খাবার,বাসা ভাড়া,মেয়েদের পড়াশোনা সব ভাবনায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ভাইদের অনুভূতি

চতুর্থ ভাই মোহাম্মদ রাকিব হোসেনের মতে তার ভাই ছিলেন ধার্মীক। ইবাদত বন্দেগিতে ছিলেন মনোযোগী। নিয়মিত নামাজ পড়তেন। তার ভাইয়ের মৃত্যুতে তারা শোকাহত। দেশের জন্য তিনি শহীদ হয়েছেন এ বিষয়টি তাদের গর্বিতও করে।

শহীদের বড় ভাইয়ের বক্তব্য মতে, তার ভাই ভদ্র ও ভালো মানুষ ছিলেন। তার তিনটি কন্যা। তারা অর্থনৈতিক কষ্টে দিন অতিক্রম করছে। সরকার বা কোন সংস্থা তাদের সহায়তা করলে তার পরিবারটির জন্য জীবন সহজ হত।

মিছিলে আসলেন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কবি, সাংবাদিক সব শ্রেণী পেশার মানুষ। ৪ আগস্ট দেশ মৃত্যুর নগরী হয়ে যায়। ছেলে, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ এখন একস্রোতে। ঢাকা ঘেরাও। সরকার প্রমাদ গুনলেন। কোথাও অবশিষ্ট রইল না সরকারের শক্তি। কেউ ভাবতেই পারেনি একটু পরই পালাবেন সরকার। সরকারের পালিত বাহিনী রাজনীতি, বা জনতার পালস বুঝতে ব্যর্থ হলেন। তারা তখনও খুনি ও স্বৈরাচারের আজ্ঞাবহ হয়ে রইল ।

৪ আগস্ট ফারুক শরিক হন আন্দোলনে। মিরপুর ১০ এ তিনি অবস্থান নেন। আনুমানিক ২:৩০ টায় পুলিশের গুলিতে তার বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি লুটিয়ে পড়েন। জালেমের বিষাক্ত বুলেটে প্রাণ হারান। বুলেটের ক্রিয়ায় তার শরীর নীলচে হয়ে যায়। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় লাশ। নিজ গ্রামের কবরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Birth Registration Certificate
Sex : Male
Name
Mother
Nationality Bangladesh
Father Abdul Hay
Nationality Bangladesh
Place of Birth
Permanent Address

এক নজরে শহীদ ফারুক

নাম	: মো: ফারুক
জন্ম	: ০১-০১-১৯৮৮ সাল। জুলাই বিপ্লবের শহীদ
পিতা	: আব্দুল হাই
মাতা	: নুরজাহান
পেশা	: নির্মাণ শ্রমিক, মিরপুর ১০.
স্থায়ী ঠিকানা	
গ্রাম	: বামানন্দী: ইউনিয়ন: ১নং চরমটুয়া
থানা	: নোয়াখালী সদর, জেলা নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	
বাসা	: শিয়ালকাটা রোড, মহল্লা: রূপনগর আবাসিক এলাকা
থানা	: মিরপুর জেলা: ঢাকা উত্তর সিটি
ভাই বোন সংখ্যা	: ৮ ভাই বোন। তিনি মেঝো
পারিবারিক সদস্য	: স্ত্রী ও ৩ কন্যা
নিহত হওয়ার সময়কাল, আঘাতকারী	: ৪ আগস্ট ২.৩০ টায় পুলিশের গুলি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০ নং পয়েন্টে তিনি শহীদ হন
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: নিজ এলাকায় দাফন করা হয় এই শহীদকে

প্রস্তাবনা

১. তাদের জন্য এককালীন অনুদান প্রয়োজন মাসিক ভাতাও প্রয়োজন
২. স্থায়ী বাসস্থান করে দেওয়া
৩. মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা
৪. তার স্ত্রীকে সেলাইমেশিন কিনে দেওয়া
৫. বিবাহযোগ্য মেয়েকে বিয়ের যাবতীয় খরচ যোগান দেওয়া

‘আমার ভাই তো রাজনীতি করত না, আন্দোলনেও যায় নাই, তাহলে মরল কেন’

শহীদ মো: আরাফাত হোসেন আকাশ

ক্রমিক : ৫৩৬

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯৫

শহীদ পরিচিতি

গ্রামের বাকি কিশোরের মতোই প্রাণবন্ত ছিল মো: আরাফাত হোসেন আকাশ (১৬)। স্কুল শেষে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলা, পুকুরে ডুব সাঁতার, বাজারের দোকানে ওয়াইফাই সংযোগ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মোবাইল গেমস ছিল নিত্যদিনের রুটিন। জীবিকার তাগিদে ক'মাস আগে বাবার সঙ্গে নোয়াখালী থেকে নারায়ণগঞ্জে আসে। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে হাল ধরার যাত্রা শুরু করতেই শেষ হয়েছে আকাশের জীবনের পথচলা।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হন

২১ জুলাই বেলা ১১ টায় ছোট ভাই আদনান (৬) আবদার করে দোকান থেকে নাশতা এনে দিতে। ছোট ভাইয়ের আবদার পূরণে বাসা থেকে বের হয় আকাশ। নাশতার সন্ধানে মহাসড়কের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ মুহুর্মুহু গুলির মাঝখানে পরে সে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুটি গুলি বিদ্ধ হয় আকাশের শরীরে। চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আহত আকাশকে আশপাশের লোকজনের সহায়তায় উদ্ধার করে বাবা আকরাম ছুটে যান এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আকাশ।

আকাশ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল মোড় এলাকায় বাবার সঙ্গে ফলের ব্যবসা করত। গুলিবিদ্ধও হয়েছে একই স্থানে।

জানাযা ও দাফন

ঘটনার দিনই লাশ নিয়ে যাওয়া হয় নিজ গ্রাম নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার ওয়াসিতপুর এলাকায়। দাফন করা হয় পারিবারিক কবরস্থানে।

নিকট আত্মীয়ের বক্তব্য

নিহতের চাচাতো ভাই পাভেল পুরো ঘটনার বর্ণনা, পারিবারিক অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন।

আকাশ এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ওয়াসিতপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে। টেস্ট পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো না হওয়ায় স্কুল থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা দিলে অনুমতি মিলবে পরীক্ষার। কিন্তু আর্থিক অনটন থাকায় টাকা জোগাড় করা যায়নি। পরের বছর ফের পরীক্ষা দেবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে আসে সিদ্ধিরগঞ্জের নয়ায়াটি মুক্তিনগর এলাকায়। এখানে বাবার সঙ্গে থেকে ফলের ব্যবসা করত ফুটপাতে।

পাভেল বলেন, 'দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে আকাশ সবার বড়। ৫-৬ মাস আগে সিদ্ধিরগঞ্জ চলে আসে। আমার চাচা আকরাম হোসেন একটি গোডাউন ভাড়া নিয়ে সেখানে ফল রাখেন এবং গোডাউনেই বসবাস করেন। এক সপ্তাহ আগে আকাশের ছোট ভাই আদনানকে ডাক্তার দেখানোর জন্য গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ভাইকে ডাক্তার দেখাতে পারছিল না কেউ।'

ঘটনার দিন সকালে ছোট ভাইয়ের জন্য নাশতা আনতে বের হতেই চিটাগাং রোডের খানকা মসজিদের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর তাকে সাইন বোর্ড প্রো-একটিভ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন তার বাম উরু ও মূত্রথলিতে গুলি লেগেছে। তারা সিরিয়াস রোগী রাখতে পারবে না বলে ঢাকা মেডিকেলে নিতে বলে। পথিমধ্যে চিরতরে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যায় আকাশ। রাতেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে লাশ নোয়াখালীতে এনে দাফন করা হয়।

আক্ষেপ করে পাভেল বলেন, 'আমি আর আকাশ এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব কল্পনাতেও ভাবি নাই। আকাশের মৃত্যুতে আমার চাচা-চাচি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আকাশ তো কোনো রাজনীতি করত না। কোনো আন্দোলনেও যায় নাই তাহলে মরতে হইলো কেন? কোন অপরাধ না কইরা গুলি খাইতে হইসে আকাশের। এলাকায় খোঁজ নিয়া দেখেন কারও সঙ্গে কখনো মারামারি করে নাই। অনেক ভালো ছিল আমার ভাইটা। এই বয়সে পরিবারের কথা চিন্তা কয়জনে করে?'

আরাফাত হোসেন আকাশ এর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি ফুটপাতে ব্যবসা করেন। শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে আকাশ বাবার সাথে ফুটপাতে ফল বিক্রি শুরু করেন। তার মাসিক আয় অত্যন্ত কম ছিল।

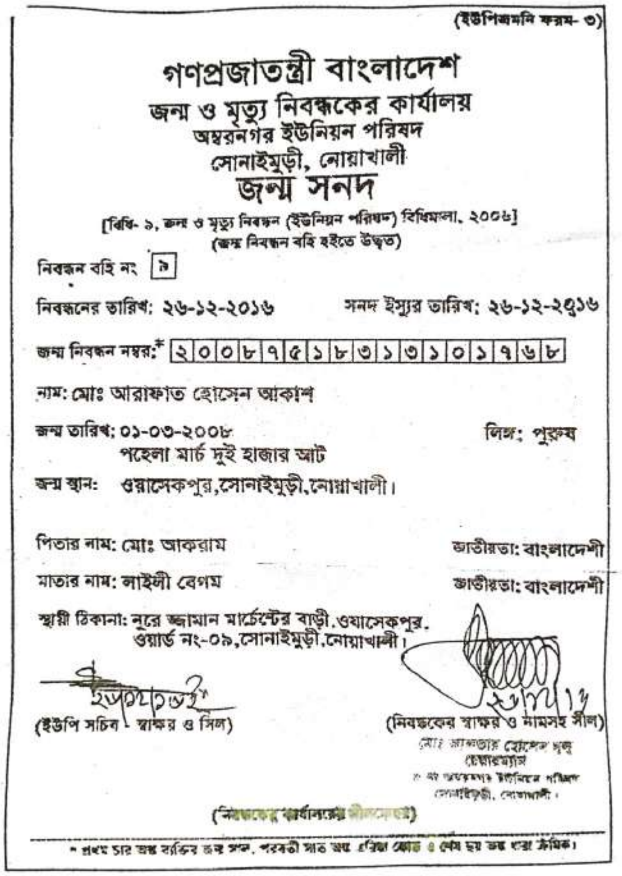

(ইউপিজন্মনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদ
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৯

নিবন্ধনের তারিখ: ২৬-১২-২০১৬ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৬-১২-২০১৬

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৮৭৫১৮৩১৩১০১৭৬৮

নাম: মোঃ আরাফাত হোসেন আকাশ

জন্ম তারিখ: ০১-০৩-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ
পহেলা মার্চ দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: ওয়াসেকপুর,সোনাইমুড়ী,নোয়াখালী।

পিতার নাম: মোঃ আকরাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: লাইলী বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: নুরে জ্জামান মার্চেন্টের বাড়ী,ওয়াসেকপুর,
ওয়ার্ড নং-০৯,সোনাইমুড়ী,নোয়াখালী।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

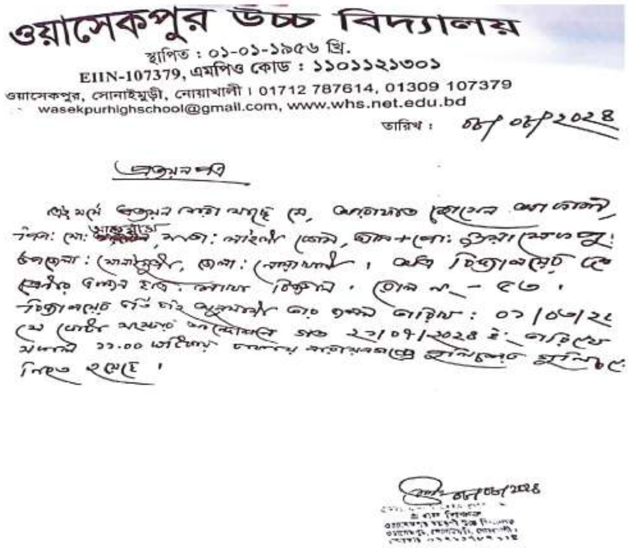

ওয়াসেকপুর উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিত : ০১-০১-১৯৫৬ খ্রি.
EIIN-107379, এমপিও কোড : ১১০১১১২১৩০১
ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। 01712 787614, 01309 107379
wasekpurhighschool@gmail.com, www.whs.net.edu.bd
তারিখ : ০৮/০৮/২০২৪

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরাফাত হোসেন আকাশ, পিতা: মো: আকরাম, মাতা: লাইলী বেগম, গ্রাম+পো: ওয়াসেকপুর, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী। অত্র বিদ্যালয়ের ... রোল নং - ৫৩। বিদ্যালয়ের ... জন্ম তারিখ: ০১/০৩/২০০৮। সে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ২১/০৭/২০২৪ ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ... নিহত হয়েছে।

একনজরে শহীদ মো: আরাফাত হোসেন আকাশ

নাম	: মো: আরাফাত হোসেন আকাশ
বাবা	: মো: আকরাম
মা	: লাইলী বেগম
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১ মার্চ ২০০৮ সাল, ১৬ বছর
আহত হওয়ার তারিখ	: ২১ জুলাই ২০২৪ সাল, চিটাগাং রোড,বেলা ১১.৩০ টা
শাহাদাত বরণের তারিখ, সময় ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪ সাল, প্রো-একটিভ মেডিক্যাল হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: নিজ গ্রামে
কবরের লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/GyBvotnxZxVzaoVB6
বাড়িঘর ও সম্পদের বিবরণ	: একটি টিনের বাড়ি ও অল্প ভিটা জমি আছে
ভাই বোনের বিবরণ	: তার একজন বোন ও একজন ভাই আছে। দুজনই শিক্ষার্থী

প্রস্তাবনা

১. পরিবারকে এককালিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা জরুরী কারণ দরিদ্র পরিবার
২. বাবার ব্যবসায় আর্থিক সহযোগীতা দেওয়া প্রয়োজন
৩. যেহেতু সরাসরি কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগদান করেন তাই সকল সময়ে শহীদের পরিবারের সথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা দরকার
৪. ছোট ভাই বোনের পড়াশুনার সমস্ত খরচ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন

“তোমরা তাকে না মেরে আমাকে মারোনি কেন, আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচবো”

শহীদ শাহাদাত হোসেন শাওন

ক্রমিক : ৫৩৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাহাদাত হোসেন শাওন ঢাকার পশ্চিম ধোলাইপাড় এলাকার বাসিন্দা মো: বাছির আলম ও সামছুন নাহার বেগমের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি নূরে মদিনা আল আরাবিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তিনি কোরআনে হাফেজ হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে নাজেরা ক্লাসে পড়তেন।

‘আমার ছেলে শাওন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। আমার পাঁচ সন্তান। চার ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে শুধু শাওনই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিল’।

ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপুত পিতা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘শাওনের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে তার মাধ্যমে আমাদের ভাগ্য পাল্টে যাবে।

রাজপথে নেমে আসে

জনগণ বাঁধভাঙা উল্লাসে। বিজয় মিছিল বের হয় সারাদেশে। তখনও দেশের কোন কোন অংশে বর্বরতা চালায় খুনি হাসিনার পরাজিত শক্তি। ৫ আগস্টের বিজয় মিছিলে নির্মম গুলি চালায় দেশের বিভিন্ন স্থানে। উত্তরা আজমপুর বিএনএস সেন্টার, সাভার থানা, আশুলিয়ায় অনেক মানুষ নিহত হয়। যাত্রাবাড়ির পুলিশেরা এই দিন ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারতে থাকে।

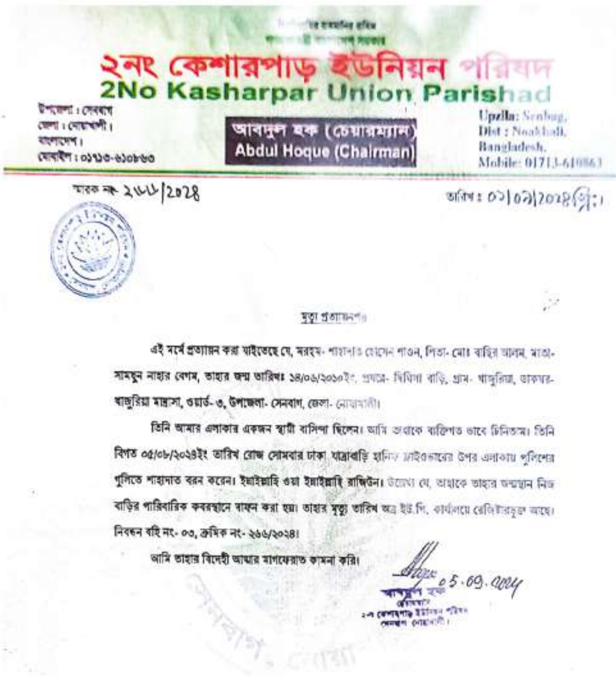

২নং কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
2No Kasharpar Union Parishad

উপজেলা : সেনবাগ
জেলা : নোয়াখালী।
বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১৩-৬১০৮৬৩

আবদুল হক (চেয়ারম্যান)
Abdul Hoque (Chairman)

Upzila: Senbag,
Dist : Noakhali,
Bangladesh,
Mobile: 01713-610863

স্মারক নং- ২৬৬/২০২৪ তারিখ : ০১/০৯/২০২৪খ্রিঃ।

মৃত্যু প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, মরহুম- শাহাদাত হোসেন শাওন, পিতা- মোঃ বাছির আলম, মাতা- মামুন নাহার বেগম, তাহার জন্ম তারিখঃ ১৪/০৬/২০১০ইং, প্রযত্নে- [illegible] বাড়ি, গ্রাম- খাজুরিয়া, ডাকঘর- খাজুরিয়া মাদ্রাসা, ওয়ার্ড-৩, উপজেলা- সেনবাগ, জেলা- নোয়াখালী।

তিনি আমার এলাকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আমি তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনিতাম। তিনি বিগত ০৫/০৮/২০২৪ইং তারিখ রোজ সোমবার ঢাকা যাত্রাবাড়ি হানিফ ফ্লাইওভারের উপর এলাকায় পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। উল্লেখ্য যে, তাহাকে তাহার জন্মস্থান নিজ বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাহার মৃত্যু তারিখ অত্র ইউ.পি. কার্যালয়ে রেজিষ্টারভুক্ত আছে। নিবন্ধন বহি নং- ০৩, ক্রমিক নং- ২৬৬/২০২৪।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

[illegible] 05.09.2024
আবদুল হক
চেয়ারম্যান
২নং কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
সেনবাগ, নোয়াখালী।

৫ আগস্টে প্রায় দুইটার সময়

লাখে লাখে জনতা খুনি হাসিনার গণভবন ঘেরাও করে ফেলে। হাসিনা তার আগেই পালিয়ে যায়। বাছির আলম বের হন বিজয় মিছিলের সাথে। তার সঙ্গে তার পুত্র শাহাদাত হোসেন শাওন। মিছিল যাত্রাবাড়ি পৌঁছে। যাত্রাবাড়ি আসতেই পড়ে যান পুলিশের গুলির মুখে। সেদিন পুলিশের নির্মমতায় যাত্রাবাড়িতে অসংখ্য মানুষের প্রাণ ঝরে। শহীদ হন শাহাদাত হোসেন শাওন। শাওন ছাড়াও বহু মানুষ খুন করেন যাত্রাবাড়ির পুলিশবাহিনী। শাওনদের মিছিল যাত্রাবাড়ি থানার সামনে আসতেই পুলিশ গুলি ছুঁড়তে থাকে। সময় তখন বেলা ২.৩০ টা। বুলেটবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন শাওন। গুলিবিদ্ধ হন আরও অনেকে। যাত্রাবাড়ি ছিল সেদিন মৃত্যুপুরি। পরে ওখান থেকে লাশ আনেন পরিবারের সদস্যরা। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নিজ গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শাহাদাত হোসেন শাওনের পরিবার খুবই অসচ্ছল। একটি নিম্নবিত্ত পরিবার। তার বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ফুটপাতে হালিম, ফুচকা এসব বিক্রি করে কোন মতে সংসার চালায়। ৭ সদস্যের সংসার চালানো খুবই কষ্টের। শাওন তার বাবার সাথে ব্যবসায় সময় দিত। ঢাকায় একটি গিঞ্জি বাসায় ভাড়া থাকতেন। পরিবারের ছোট সন্তানকে হারিয়ে তারা মানসিক যাতনায় আছেন। শাওনের শোকে তার মা বারবার মূর্ছা যান। বাবা কাজে মন বসাতে পারছেন না। দুঃখ, দারিদ্রতার ভিতর সুখের সংসারে তার পুত্র শোক দুঃখকে দ্বিগুণ করে দিল।

অনুভূতি

শাওনের ভাই হানিফ। তার মতে শাওন ছোট বয়সেই সবার সাথে মিশে যাওয়ার স্বভাব গড়ে তুলেছিল। খুব ভালো ছেলে ছিল। কারও সাথে কটু কথা বলতো না।

জাবেদ প্রতিবেশী। তার মতে খুব ভাল ছেলে ছিল শাওন। ভদ্র, নম্র, শান্তশিষ্ট ছেলে। তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

কিশোরের তালিকা

নাম	পেশা	ঘটনাস্থল
রিয়া গোপ (৬)	শিক্ষার্থী	নারায়ণগঞ্জ
ইয়াসিন শেখ (১৭)	দোকানকর্মী	যাত্রাবাড়ী
জামান মিয়া (১৭)	পোশাককর্মী	নরসিংদী
গোলাম নাফিজ (১৭)	শিক্ষার্থী	ফার্মগেট
আহাদ আলী বিশ্বাস (১৭)	শিক্ষার্থী	মাগুরা
মাহবুব ইসলাম (১৫)	শিক্ষার্থী	পাবনা
শাওন (১৩)	-	ঢাকা মেডিকেল
সাফওয়ান আকতার (১৫)	শিক্ষার্থী	সাভার
সবুজ ইসলাম (১৭)	রিকশাচালক	সাভার
আলিফ আহমেদ (১৬)	শিক্ষার্থী	সাভার
হাসিবুর রহমান (১৬)	শিক্ষার্থী	সাভার
সাজ্জাদ হোসেন (১৭)	শিক্ষার্থী	আশুলিয়া
মো. ইমরান (১৭)	দোকানকর্মী	যাত্রাবাড়ী
মিঠু বিশ্বাস মারুফ (১৭)	শিক্ষার্থী	সাভার
হাসান মিয়া (১২)	শিক্ষার্থী	হবিগঞ্জ
আশরাফুল ইসলাম (১৭)	-	হবিগঞ্জ
আনাস আহমেদ (১৭)	শিক্ষার্থী	হবিগঞ্জ
আনাজ বিল্লাহ (১৭)	শিক্ষার্থী	সাতক্ষীরা
ইয়াসির আরাফাত (১৪)	মেকানিক	নোয়াখালী
আবদুল্লাহ (১৬)	-	কুষ্টিয়া
উসামা (১৭)	-	কুষ্টিয়া
মারুফ মিয়া (১৫)	শিক্ষার্থী	টাঙ্গাইল
সাজু মিয়া (১০)	শিক্ষার্থী	গাজীপুর
আশিক (১৪)	-	কুমিল্লা
শাকিল (১৪)	-	কুমিল্লা
শাওন (১২)	-	কুমিল্লা
রনি (১৬)	-	কুমিল্লা
মহিন (১৭)	-	কুমিল্লা
মো. শাহান (১৪)	শিক্ষার্থী	ঠাকুরগাঁও
মিকদাদ হোসাইন খান (১৭)	শিক্ষার্থী	নাটোর
ইউসুফ হোসেন (১৭)	শিক্ষার্থী	ধানমন্ডি
অজ্ঞাতনামা (১২-১৩)	-	ধানমন্ডি
শাহরিয়ার খান আনাস (১৬)	শিক্ষার্থী	চানখাঁরপুল

এক নজরে শহীদ শাহাদাত হোসেন শাওন

নাম	: শাহাদাত হোসেন শাওন
জন্ম	: ১৪-০৬-২০১০
পিতা	: বাছির আলম
মাতা	: সামছুন নাহার বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	
গ্রাম	: খেজুরিয়া (সরদারবাড়ি), ইউনিয়নঃ খেজুরিয়া
থানা	: সেনবাগ, জেলাঃ নোয়াখালী
অস্থায়ী ঠিকানা	: ধোলাইপাড়, শ্যামপুর ঢাকা
পরিবারের সদস্য	: ৬ জন
নিহত হওয়ার সময়কাল, আঘাতকারী	: যাত্রাবাড়িতে পুলিশের গুলিতে ৫ আগস্ট শহীদ হন
কবর	: নিজ এলাকায়

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতাকে এককালীন অনুদান দিলে ব্যবসা করতে পারতো
২. মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করলে সংসার চালাতে সহজ হত
৩. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা
৪. ভাইদের চাকুরি, ব্যবসায় পুঁজি দিয়ে সহায়তা করা

শহীদ মো: আলমগীর হোসেন

ক্রমিক: ৫৩৮

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আলমগীর হোসেন ১৯৯০ সালে নোয়াখালীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহাজাহান এবং মাতার নাম আলেয়া বেগম। তিনি পেশায় ছিলেন একজন বাস ড্রাইভার ছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট স্বৈরাচার সরকারের ঘাতকদের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আলমগীর হোসেনের বয়স যখন অনেক কম তখন তার পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ঘটে। মৃত্যুকালে শহীদ দুই ছেলেকে রেখে গিয়েছে। বড় ছেলের বয়স ৭ বছর এবং ছোট ছেলের বয়স মাত্র ৩ বছর। তিনি ছিলেন একজন বাস চালক। ঢাকার রাস্তায় রাইদা কোম্পানির বাস চালাতেন। তাঁর সীমিত আয় দিয়েই তিন সদস্যের সংসার চলত। মৃত্যুকালে শহীদ স্ত্রী ৯ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পর কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। আলমগীরের ভীষণ ইচ্ছে ছিল একটি কন্যা সন্তানের। কন্যা ঠিকই হয়েছে তবে তিনি আর দেখে যেতে পারলেন না। স্বামীর এমন মৃত্যুতে শহীদ পত্নী খুবই মর্মাহত এবং দিশেহারা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে নিয়ে কি করবেন কোথায় যাবেন যেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Deoti Union Parishad
Sonaimuri, Noakhali
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration: 21/08/2024
Death Registration Number: 19907518335004068
Date of Issuance: 21/08/2024

Date of Birth : 03/07/1990 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: আলমগীর হোসেন	Name	: Alamgir Hosan
মাতা	: আলেয়া বেগম	Mother	: Aleya Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: শাহাজাহান	Father	: Shahajahan
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Nazrul Islam
Administrative Officer
03No Deoti Union Parishad
Sonaimuri, Noakhali

Seal & Signature
Registrar
Nurul Amin Shakil
Chairman
3No Deoti Union Parishad
Sonaimuri, Noakhali

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

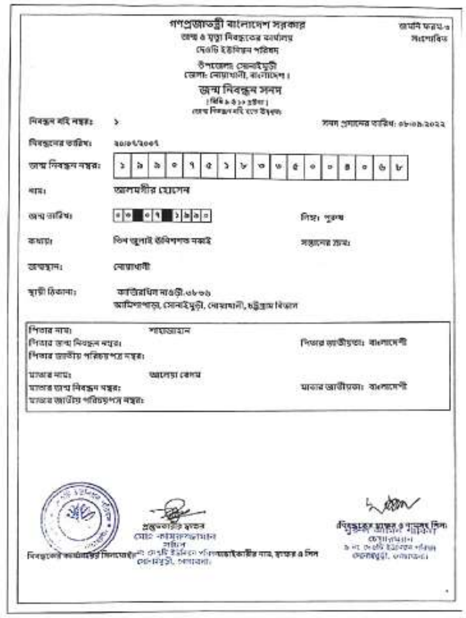

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
দেওটি ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: সোনাইমুড়ী
জেলা: নোয়াখালী, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ১ | সনদ প্রদানের তারিখ: ০৮-০৯-২০২২
নিবন্ধনের তারিখ: ২০/০৬/২০০৭
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১ ৯ ৯ ০ ৭ ৫ ১ ৮ ৩ ৩ ৫ ০ ০ ৪ ০ ৬ ৮
নাম: আলমগীর হোসেন
জন্ম তারিখ: ০৩ [redacted] ০৭ [redacted] ১৯৯০ | লিঙ্গ: পুরুষ
কথায়: তিন জুলাই উনিশশত নব্বই
জন্মস্থান: নোয়াখালী
স্থায়ী ঠিকানা: আমিশাপাড়া, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম বিভাগ

পিতার নাম: শাহাজাহান
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: আলেয়া বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর
প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও তারিখ সিল

প্রেক্ষাপট

২০০৮ সালে এক প্রহসণের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন আওয়ামীলীগ সরকার। এসেই দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে। এক তরফা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে। গুম, খুন, হত্যা, মিথ্যা মামলা দিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার মাধ্যমে বিরোধী দল মতকে দমনের ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নাম করে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। কালোবাজারি, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্য মূল্যের মাত্রাতিরিক্ত উর্দ্ধগতি জনগণের ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করে। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, কালোবাজারি, বিদেশে অর্থ পাচার, ব্যাংক লুট, উন্নয়নের নামে সরকারি আমলাদের পকেট ভারি, মাদক, চোরাচালান ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। দুঃশাসন চলতে থাকে টানা ১৬ বছর। দীর্ঘ দিনের দুঃশাসন জনমনে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি করে। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০২৪ সালে আন্দোলন শুরু হয়। জুলাই বিপ্লবের দীর্ঘ ৩৬ দিনের রক্ত ক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। অবসান ঘটে দীর্ঘ ১৬ বছরের দুঃশাসনের।

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতা লং মার্চ টু গণভবন কর্মসূচির ডাক দেয়। এ ডাকে সারা দিয়ে সারা দেশ থেকে সাধাণ মানুষ ও

ছাত্রজনতা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, সবাই একত্রিত হয়ে সারাদেশে জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করে শত শত মানুষ। আহত হয় সহস্র মানুষ। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালায়। খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে বিজয় মিছিল বের হয়। পুলিশ, র‍্যাব বিজয় মিছিলেও গুলি চালায়। শহীদ আলমগীর হোসেন বিজয় মিছিলের সাথে গণভবনের দিকে আসছিলেন। মিছিল একপর্যায়ে উত্তরাতে পৌছায়। চারিদিকে তখন তুমুল গুলাগুলি চলতে থাকে। গুলির মুখে পড়েন শহীদ আলমগীর। উত্তরার র‍্যাব ব্যাটেলিয়ন থেকে অনবরত গুলি চালানো হয়। হঠাৎ একটা গুলি এসে আলমগীরের মাথায় লাগে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলির মুখে কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারে না। গুলাগুলি কিছুটা কমলে লোকজন তাঁকে ধরে কুয়েত বাংলাদেশ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পের্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

শহীদের স্বজনরা বলেন, আলমগীর হোসেন অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর সাথে কারও কোন বিরোধ ছিল না। সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।

তাঁর স্ত্রী বলেন, "আমাদের কোন কন্যা সন্তান নেই। তাই পরিবারের সবার ইচ্ছে ছিল একটা কন্যা সন্তানের। এবার যখন আমার গর্ভে সন্তান আসে আমার স্বামী বলেছিল কন্যা সন্তান হবে। তাঁর মৃত্যুর পর ঠিকই আমার কন্যা সন্তান হয়েছে। তবে যে মানুষটি দেখতে চেয়েছিল আজ সে নেই। আমার মেয়ে মাতৃগর্ভে এতিম হয়েছে। আমি এর বিচার চাই।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
আলমগীর হোসেন
Name
ALAMGIR HOSAN
পিতা
শাহাজাহান
মাতা
আলেয়া বেগম
Date of Birth 03 Jul 1990
NID No. 331 455 8168

এক নজরে শহীদ আলমগীর হোসেন

নাম	: আলমগীর হোসেন
পিতা	: শাহাজাহান
মাতা	: আলেয়া বেগম
জন্ম তারিখ	: ০৩-০৭-১৯৯০
বয়স	: ৩৪
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, উত্তরা, রাজলক্ষ্মী
দাফন করার স্থান	: কাজিরখিল পারিবারিক কবরস্থান
দাফনের তারিখ	: ৬-০৮-২০২৪, সকাল: ১০টা
ঠিকানা	: নুরু মিয়া সর্দার বাড়ি, কাজিরখিল, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ সন্তানদেরকে এতিম প্রতিপালন প্রকল্পের আওতাধীন করা যেতে পারে
৩. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ মো: ইমতিয়াজ হোসেন

ক্রমিক : ৫৩৯

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ০৯৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ইমতিয়াজ হোসেন ৪ এপ্রিল ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। কুরিয়ার সার্ভিসে ছোট একটি চাকরী করতেন। সারা দিন পথেই থাকতেন। আন্দোলনের দৃশ্যগুলো তার চোখের সামনেই ঘটত। জুলাই মাসে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের বুকে পুলিশের গুলি, তরতাজা রক্ত দেখে ইমতিয়াজ হোসেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তার মতো অসংখ্য সচেতন নাগরিক হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনিও এক সময় আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ছাত্র জনতার আন্দোলনে ইমতিয়াজ হোসেন নিয়মিত শরীক হতেন।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৬ বছরের অত্যাচার, জুলুম, খুন, গুমের ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের আপামর জনতা জুলাই বিপ্লবে রাজপথে নেমে আসেন। সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণে আন্দোলন বেগবান হয়।

আন্দোলন ধাপে ধাপে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সরকার পতন আন্দোলনে পরিণত হয়। ৫ আগস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় শতাব্দীর সেরা ফ্যাসিস্ট। জনগণ উল্লসিত হয়। দাবীর মিছিল তখন বিজয় মিছিল।

হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের অলিতে গলিতে রয়ে যায় হাসিনার খুনি পুলিশ, লাঠিয়াল আওয়ামী বাহিনী।

ইমতিয়াজ হোসেনরা বিজয় মিছিল নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। ওঁৎপেতে থাকা খুনি হাসিনার বর্বর পুলিশ নির্বিচারে মিছিলে গুলি করে ইমতিয়াজদের বিজয় মিছিলে। মিছিল দশঘরিয়া বাজারে পৌছাতেই মুহুর্মুহু গুলি করে ঘাতক বাহিনী।

একটি গুলিতে ইমতিয়াজ আহত হন। তিনি লুটিয়ে পড়েন। মিছিলের সাথীরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। ৫ আগস্ট দিবাগত রাত প্রায় ৩:৩০ টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজয়ের দিনে নেমে আসে ইমতিয়াজের পরিবারে শোকের ছায়া। বিধবা হন সদ্য বিবাহিত স্ত্রী। বাবা মা হারান তার প্রিয় পুত্র, ভাই বোন হারান তার আদরের ভাইকে। দ্বিতীয় স্বাধীনতার আনন্দ উদ্‌যাপনের মিছিলকে খুনি হাসিনার খুনি পুলিশ, আওয়ামী গুন্ডারা বিষাদ মিছিলে পরিণত করে। শুধু নোয়াখালী না, দেশের আরও বিভিন্ন স্থানে বিজয়ের দিনে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বুলেটে বুলেটে শহীদ হন বিজয়ী জনতা। এই খুনি চক্রের বিচার হওয়া উচিত। হাসপাতাল থেকে শহীদের লাশ বাড়িতে আনা হয়। জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মো: ইমতিয়াজ হোসেনের পরিবার একটি নিম্নবিত্ত পরিবার। তার বাবা অন্যের জমিতে দিন মজুরির কাজ করেন। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক। ইমতিয়াজ হোসেন একটি কুরিয়ার সার্ভিসে চাকরি করতেন। তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নাই। অভাব অনটন নিত্য সঙ্গী। একদম নিঃস্ব একটি পরিবার। ছেলের মৃত্যুতে আরও বিপর্যস্ত তারা। ইমতিয়াজ অল্প কিছুদিন আগে বিবাহ করেন। নববধুর দু'চোখে ঘন আঁধার।

এলাকাবাসীর অনুভূতি

প্রতিবেশী মো: সোহেল বাপ্পি তার প্রতিক্রিয়ায় পেশ করেন। তিনি বলেন মো: ইমতিয়াজ হোসেন একজন সজ্জন মানুষ ছিলেন। সবার সাথে মিলে মিশে থাকতেন। কারও সাথে কটু কথা বলতেন না। তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন সবার সাথে। তার কণ্ঠে কোন রূঢ় কথা বলতে শোনা যায়নি। এলাকার সবার প্রিয় ছিল ইমতিয়াজ।

মাওঃ ওমর ফারুক বলেন, ইমতিয়াজ মানবিক লোক ছিলেন। আন্দোলনের প্রতি ছিলেন আন্তরিক। বড়দের সম্মান দিতেন তিনি।

এলাকাবাসী তাকে ভালো মানুষ হিসেবেই জানত। তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

এক নজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্য

নাম	: মো: ইমতিয়াজ হোসেন
পিতা	: মো: হাবিবুর রহমান
মাতা	: মনোয়ারা বেগম
জন্ম তারিখ	: ৪-০৪-২০০২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গোবিন্দপুর, ইউনিয়ন : হাটপুকুরিয়া ঘটেলবাগ, থানা: চাটখিল জেলা: নোয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ওয়ারী মিয়া ব্যাপারিবাড়ি ইউনিয়ন: গোবিন্দপুর, থানা: চাটখিল জেলা: নোয়াখালী
শহীদ হওয়া সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪
কবর	: দশঘরিয়া কবরস্থান নিজ এলাকায়

প্রস্তাবনা

১. তার পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে মাসিক ভাতা যোগ করা যায়

২. তাদের একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া শহীদের পিতাকে কান ব্যবসা কিংবা ফসলি জমি কিনে দেওয়া

৩. তার ভাইদের চাকরি অথবা ব্যবসার পুঁজি দেওয়া নববধুকে এককালীন অনুদান দেওয়া।

শহীদ মো: মামুন হোসেন

ক্রমিক : ৫৪০

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৯৯

শহীদ পরিচিতি

মো: মামুন হোসেন, জন্ম তারিখ ০৫-১২-১৯৯৬, একজন পেশাদার গাড়িচালক। তার পিতা মো: আব্দুল মতিন এবং মাতা ফাতেমা খাতুন। মামুনের স্থায়ী ঠিকানা নোয়াখালী জেলার সদর থানার জালিয়াল গ্রামে, যেখানে তার ইউনিয়ন বিনোদপুর। বর্তমানে তিনি হাবিবুল্লাহ বেপারীর বাড়ি মহল্লায় বসবাস করছেন, যা একই থানার জালিয়াল এলাকায় অবস্থিত। মামুনের জীবনযাত্রা তার পরিবার ও পেশার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তিনি এলাকার মানুষদের জন্য একটি পরিচিত মুখ।

ঘটনার বিবরণ

১৯ জুলাই শহীদ হন মামুন : মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে আজাদপাড়া এলাকায় আসরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হন। তখন মহাখালি এলাকায় রণক্ষেত্র। একটি অসম যুদ্ধ। একপক্ষে নিরস্ত্র ছাত্র জনতা। অন্যপক্ষে সশস্ত্র পুলিশ,আওয়ামী যুবলীগ,ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয় জুলাইয়ের প্রথম দিকে। কোটা বিরোধী আন্দোলন। যৌক্তিক দাবীকে উপেক্ষা করে স্বৈরশাসক হাসিনা। ১৪/১৫ জুলাইয়ে ভার্সিটিতে হামলা করে ছাত্রলীগ। রাজু ভাস্কর্যে, টিএসসিতে বেধড়ক মারপিঠ করে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। ছাত্রীদের হেনস্তা করে নির্মমভাবে।

প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই শিক্ষার্থীরা 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি দেয়।
শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

সমগ্র ঢাকা শহর আওয়ামী তাণ্ডবে তটস্থ হয়ে পড়ে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা চলতে থাকে।

পুলিশ ও বিজিবির নৃশংস গুলিতে ১১৯ জন শাহদাতবরণ করেন। এদিন আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। রাস্তায় ছাত্রদের চাইতেও বেশি ছিল নানান শ্রেণি পেশার মানুষ। বলাবাহুল্য সারাদেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকা ছিল বেশি অগ্নিগর্ভ।

ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, সায়েন্সল্যাব, মিরপুর ১ ও ১০, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, সাভার ছিল আন্দোলনের মূল হটস্পট কেন্দ্রবিন্দু।

রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন। সকল ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তথ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সারাদেশ।

১৯ জুলাইয়েই শহীদ হন মো: মামুন হোসেন

মহাখালীতে তখন পুলিশ গুলি ছুড়ছে আন্দোলনকারীদের দিকে। মামুন আসরের নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হন। একটি বুলেট তাকে বিদ্ধ করে। স্থানীয় জনতা তাকে ধরাধরি করে দ্রুত হাসপাতালে নেন। পরদিন রাত ৩ টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। শহীদ মো: মামুন হোসেনকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে নিজ গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মামুনের পরিবার একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। তিনি নিজে ড্রাইভিং করতেন। তার বাবা ও দুই ভাইও চালক। তাদের আয় দিয়েই চলত সংসার। তার ছোট ভাই মুদি দোকানদার। তারা যৌথ ফ্যামিলিতে আছেন। শহীদ মামুনের ছোট একটি পুত্র সন্তান আছে। শিশু সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী শ্বশুরের বাসাতেই আছেন।

আত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের বড় মামার মতে মামুন একজন ভালো মানুষ ছিলেন। কখনও কারও সাথে কোন রকম ঝগড়াঝাঁটি করতেন না। কোন বিষয়ে কথা কাটাকাটি হলে তিনি শান্তভাবে তা সামলে নিতেন। মামুনের সাথে কেউ সহজে কোন বিষয় নিয়ে বাজতে যেত না। কারণ মামুন কথা বলতে নম্র স্বরে। মামুন ছিল ভদ্র ছেলে। ধার্মীক ছিল। ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে চলত। রাজনৈতিক কোন দ্বন্দ্ব কারও সাথে ছিল না। পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন করত। তার হত্যার বিচার চাই।

জুলাই বিপ্লবের শহীদ মো: মামুন হোসেন

নাম	: শহীদ মো: মামুন হোসেন
জন্ম	: ০৫-১২-১৯৯৬ সাল
পিতা	: মো: আব্দুল মতিন
মাতা	: ফাতেমা খাতুন
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	গ্রাম : জালিয়াল, ইউনিয়ন: বিনোদপুর থানা : সদর, জেলা: নোয়াখালী
সদস্য	: যৌথ ফ্যামিলি
পরিবারের মোট সদস্য	: স্ত্রী ও এক ছেলে আছে
বয়স	: ৪ বছর
আহত হওয়ার তারিখ, স্থান ও আঘাতকারী	: মহাখালিতে পুলিশের গুলিতে আহত ১৯ জুলাই
নিহত হওয়ার স্থান ও সময়	: হাসপাতালে পরদিন রাত ৩ টায় মৃত্যু
কবর	: নিজ এলাকায়

প্রস্তাবনা

শহীদের স্ত্রীকে একটি চাকুরির ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

২. তার শিশুপুত্রের ভরণপোষণের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়া যেতে পারে।

৩. তাকে পড়াশোনা করার মতো ব্যবসার পদক্ষেপ নিয়ে রাখা।

৪. এককালীন অনুদান দেওয়া।

শহীদ ওমর বিন নুরুল আবছার

ক্রমিক: ৫৪১

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ১০০

শহীদ পরিচিতি

ওমর বিন নুরুল আবছার ২ জানুয়ারি ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নুরুল আবছার ও রুবী আকতারের বড় সন্তান। তার বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল, তাদের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি ছিলেন মেধাবী, দেশপ্রেমিক এবং চট্টগ্রামের সন্তান। পড়াশোনা করতে ঢাকায় থাকতেন। তার স্থায়ী ঠিকানা বোয়ালখালি থানার ৬ নং ইউনিয়নের পোপদিয়া গ্রামে, যা তার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি জুলাই বিপ্লবের গর্বিত শহীদ হিসেবে চিহ্নিত হন, যা তার পরিবারের জন্য এক গর্ব ও শোকের সংমিশ্রণ। ওমরের জীবন দেশের প্রতি তার অবদানের মাধ্যমে চিরকাল মনে রাখার যোগ্য।

শাহাদাত বরণ করেন যেভাবে

৫ আগস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার খুনি বাহিনী তখনও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত খুন করে নির্বিচারে। ঢাকার উত্তরা, সাভার, যাত্রাবাড়িতে অসংখ্য মানুষ খুন করে পতিত সরকারের খুনি বাহিনী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণ বিস্ফোরণের উপলক্ষ মাত্র।

জনতা দীর্ঘ পনের ষোল বছরের দুঃশাসনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। গুম, খুন, নির্যাতন করে স্তব্ধ করে রেখেছিল জনতার কণ্ঠ।

বাধ্য করে রেখেছিল চুপ থাকতে। মামলা, হামলা, হয়রানি করে চেপে রেখেছিল দ্রোহের আগুন। তবু চাপা থাকেনি। পনের বছরই

বিভিন্ন সময় আন্দোলনে ফুঁসে ওঠেছে সর্বসাধারণ। সরকার দমন করেছে রাজপথের অহিংস আন্দোলন পুলিশ আর দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা আন্দোলনের সফলতার আগেই আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়েছে ঘরে ফিরতে। ফিরেছে বটে থেমে যায়নি।

জুলাই চব্বিশে হয়েছে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের ফলেই রাস্তায় নেমেছে ছাত্র। তার সাথে তার অভিভাবক। হাতে হাত রেখে নেমেছে সকল পেশাজীবি। ছাত্রদের কোটা বিরোধী আন্দোলন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন থেকে হয়ে গেল সরকার পতন আন্দোলন। সরকার সহিংসতা চালায়। খালি হাতে আন্দোলনে সরব থাকেন আন্দোলনকারীরা।

দেশে চলে কারফিউ। বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বেসরকারি সব অফিস,কলকারখানা। দেশে চলে জরুরি অবস্থা। ছাত্রদের ক্যাম্পাস বন্ধ। অনেকেই চলে যান নিজ নিজ বাসায়।

ওমর বিন নুরুল আবছার পরিবারের আদেশ উপেক্ষা করে থেকে যান ঢাকায়। আন্দোলনে থাকেন সক্রিয়। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, সচেতন নাগরিক। নিয়মিত আন্দোলনে অংশ নিতেন। আন্দেলনে তাদের জয় হয়। পরাজিত ফ্যাসিস্ট পালিয়ে যায়। দেশ ব্যাপী বয়ে যায় আনন্দের ঢেউ। আন্দোলনের মিছিল বিজয় মিছিলে রূপ নেয়। ঢাকায় যারা ছিল তার ঘেরাও করে পতিত সরকারের গণভবন। উল্লাস করে ঢাকাবাসী। ওমররাও উল্লসিত হয়। তারা বিজয় মিছিল করে। সহসা বিজয় মিছিলে নেমে আসে বিষাদ অন্ধকার। মিছিলে অতর্কিতে হামলা করে পতিত সরকারের খুনি পুলিশ। লাশ পড়তে থাকে নিরস্ত্র জনতার। তখন বিকাল প্রায় ৪:৩০ মিনিট। তখনও লাইভ করতে থাকেন ওমর। হঠাৎ পুলিশের একটি গুলিতে তিনি আক্রান্ত হন। মূহুর্তে তিনি লুটিয়ে পড়েন। সাথীরা তাকে উদ্ধার করতে মরিয়া। সেখানেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। ধারণা করা হয় সময় তখন বিকাল ৫ টা। বিজয়ের দিনে বিজয়ের মিছিলে শাহাদাত বরণ করেন ওমর বিন নুরুল আবছার। তাকে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হলে নিজ গ্রামেই চির শায়িত হন ওমর বিন নুরুল আবছার।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ ওমর বিন নুরুল আবছার তার বাবার বড় সন্তান। প্রতিবন্ধী এক ভাই সহ তার আরো এক বোন ও এক ভাই আছে। তার বাবা প্রবাসী। ওমর বিন নুরুল আবছারের পরিবার সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার।

পিতা প্রবাসে থাকেন। তাদের স্বপ্ন ছিল বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ধূলায় মিশে গেছে। সচ্ছল হলেও বড় সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে আয়ের বেশিরভাগ অংশই তার পিছনে ব্যায় করেন। বড় সন্তান নিহত হওয়ায় স্বপ্ন ভেঙে গেছে। পরিবারটিও বিধ্বস্ত।

এলাকাবাসীর অনুভূতি

শহীদ ওমর বিন নুরুল আবছার একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাবা মার স্বপ্ন ছিল তাকে ইঞ্জিনায়ার বানাবেন। সে লক্ষে তাকে গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তার পরিবার। এলাকাবাসীও স্বপ্ন দেখতেন তাকে নিয়ে। ভালো ছাত্র ও ভালো মানুষ হিসেবে সকলের প্রিয় ছিলেন। স্বৈরশাসকের হাতে নিহত হওয়ায় সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। বাবা, মা ও এলাকাবাসী তার মৃত্যুতে শোকে কাতর।

ওমর বিন নুরুল আবছার ছিলেন মেধাবী ও দেশপ্রেমিক তরুণ। সহজ সরল ছিল জীবনাচার। এলাকাবাসী তার হত্যাকারীদের বিচারের দাবী জানান।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ওমর বিন নুরুল আবছার
জন্ম তারিখ	: ০২-০১-২০০২
পিতা	: নুরুল আবছার
মাতা	: রুবী আকতার
স্থায়ী ঠিকানা	
গ্রাম	: পোপাদিয়া ইউনিয়ন: ৬ নং
থানা	: বোয়ালখালী, জেলা চট্টগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	
গ্রাম	: পোপাদিয়া, ইউনিয়ন: ৬ নং
থানা	: বোয়ালখালী, জেলা চট্টগ্রাম
পরিবারের সদস্য	: ৭ জন
পেশা	: ছাত্র

প্রস্তাবনা

একককালীন বড় অনুদান দিয়ে পরিবারকে সহায়তা করা

২. ভাইবোনদের উচ্চশিক্ষার সমস্ত খরচ ফ্রি করে দেওয়া

শহীদ মো: মাহিন

ক্রমিক: ৫৪২

আইডি: চট্টগ্রাম বিভাগ ১০১

শহীদ পরিচিতি

মো: মাহিন, জুলাই বিপ্লবের গর্বিত শহীদ, ১০ আগস্ট ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মৃত আমিন রসুল এবং মাতা রহিমা বেগম। মাহিনের স্থায়ী ঠিকানা হলো হারামিয়া গ্রাম, হারামিয়া ইউনিয়ন, সন্দীপ থানা, চট্টগ্রাম জেলা। দেশের জন্য যিনি আত্মত্যাগ করেছেন ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি। মাহিনের সাহসিকতা এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে একটি আলাদা জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ঘটনার বিবরণ

১৮ জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি শুরু হয়।

সারাদেশ আন্দোলনে উত্তপ্ত। ছাত্রদের উপর আগের দিন নির্মম হামলা করে আওয়ামী হানাদার ছাত্রলীগ, যুবলীগ, পুলিশ বাহিনী। ছাত্ররাও রুখে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে বিতাড়িত হয় আওয়ামী গুণ্ডালীগ। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে রাস্তায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অগ্নিগর্ভ শ্লোগান। যে মানুষ নীরব ছিল সেও মনে মনে প্রস্তুতি নেয়।

ছাত্রদের বুকের রক্তে জেগে ওঠে বাংলাদেশ। অভিভাবক, নাগরিক, পেশাজীবি পাশে দাঁড়ায় ছাত্রদের। আওয়ামীলীগ কার্যত গর্তে চলে যায়। ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিভাগীয় শহরগুলোও ঢাকার মতো তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলন গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। আওয়ামী দলীয় ক্যাডাররা আত্মগোপনে চলে যায়।তারা আগের মতো সরাসরি সামনে আসতে ভয় পায়। পুলিশের সাথে মিশে যায়। পুলিশ প্রটেকশনে সশস্ত্র হামলা চালায়। এই দিনসারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে হানাদার আওয়ামী পুলিশ বাহিনীর হামলা হয়। শত শত মানুষ আহত হয়।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এদিন আন্দোলনের মূল হাল ধরে

১৮ জুলাইয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে মীর মুগ্ধের শাহাদাত। মুগ্ধসহ মোট ৪০ জন শাহদাতবরণ করেন। এদিন সংঘর্ষ বেশি হয় ঢাকায়।

চট্টগ্রামের মূল পয়েন্ট ছিল বহদ্দারহাট। সেখানেও তুমুল উত্তেজনা চলতে থাকে। বহদ্দারহাটেই মাহিন কাজ করে। সে মুদি দোকানের কর্মচারী। ছাত্রদের বয়সী। প্রতিদিন ছাত্রদের আন্দোলনে নানাভাবে অংশ নেয়। নির্যাতিত ছাত্রদের দেখে মাহিন আন্দোলনে নেমে পড়ে। আওয়ামীলীগ, পুলিশের বর্বরতা তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

শাহাদাত বরণ

১৮ জুলাই দিনভর মাহিন ছাত্রদের সাথে থাকে। বিকেলে পুলিশ মিছিলে হামলা করে। গুলি করে। সময় আনুমানিক ৪ টা। একটি বুলেট মাহিনকে এফোঁড় ওফোঁড় করে। লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিতে চায়। পথেই তার মৃত্যু হয়। দুঃখিনী মা দুঃখের সাগরে ডুবে যান। দেশ তার এক সন্তানের রক্তে রঞ্জিত হল। জানাজা শেষে প্রিয় গ্রামে স্থানীয় গোরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়। মাহিন হয়ে যান জুলাই বিপ্লবের গর্বিত যোদ্ধা।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদের পিতা মারা গেছেন। তার এক ভাই আছেন বেকার। তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। শহীদ মাহিন ছিলেন একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাদের থাকার ঘর নাই। পরিবারটি একেবারেই অসচ্ছল। তার মা বিধবা, পুত্রহারা, একজন দুঃস্থ, অসহায় নারী। পরিবারটি দেখার কেউ নাই।

অনুভূতি

মাহিন শৈশব কাটিয়ে উঠার আগেই তার বাবা মারা যান। শৈশবে যে চাঞ্চল্য থাকে তা আর রয়নি। অতি শৈশবেই ধরতে হয় সংসারের হাল। সে একটি মুদির দোকানে চাকরি করত। খুব শান্ত ও ভদ্র ছিল। মাত্র পনের বছরের কিশোর। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার মৃত্যুতে শহীদের মা নির্বাক। তিনি পুত্র হত্যার বিচার চান। বন্ধুরা বলেন, মাহিন খুব ভদ্র ছেলে। আমরা তার হত্যার বিচার চাই।

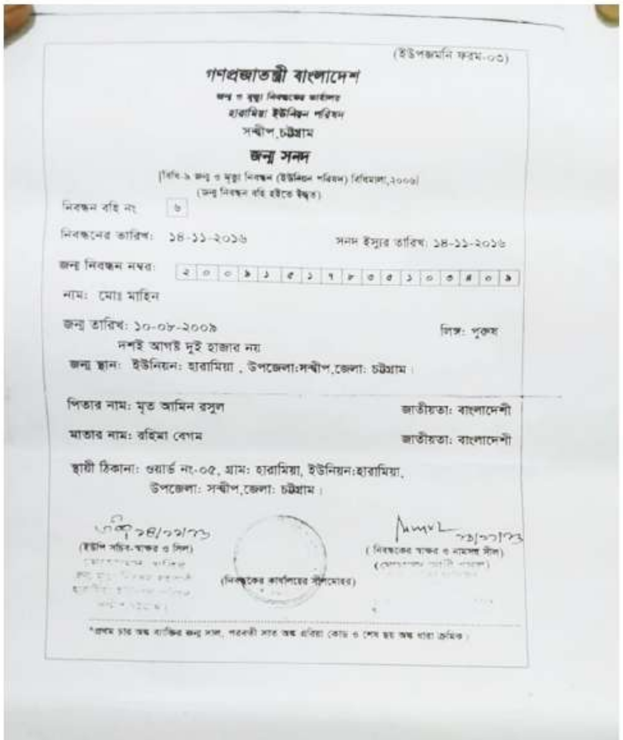

(ইউপজমনি ফরম-০৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
হারামিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
সন্দ্বীপ,চট্টগ্রাম

জন্ম সনদ

[বিধি-৯ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা,২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ৬

নিবন্ধনের তারিখ: ১৪-১১-২০১৬ সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৪-১১-২০১৬

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২ ০ ০ ৯ ১ ৫ ১ ৭ ৮ ৩ ৫ ১ ০ ৩ ৪ ০ ৯

নাম: মোঃ মাহিন

জন্ম তারিখ: ১০-০৮-২০০৯ লিঙ্গ: পুরুষ
দশই আগষ্ট দুই হাজার নয়

জন্ম স্থান: ইউনিয়ন: হারামিয়া, উপজেলা:সন্দ্বীপ,জেলা: চট্টগ্রাম।

পিতার নাম: মৃত আমিন রসুল জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: রহিমা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: ওয়ার্ড নং-০৫, গ্রাম: হারামিয়া, ইউনিয়ন:হারামিয়া,
উপজেলা: সন্দ্বীপ,জেলা: চট্টগ্রাম।

(ইউপি সচিব-স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

১৮নং হারামিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

হারামিয়া ইউপি ভবন, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

মৃত ব্যক্তির তথ্যঃ

১) নাম : মোঃ মাহিন

২) পিতা : মৃত আমিন রসুল

৩) মাতা : রহিমা বেগম

৪) স্বামী/স্ত্রী :

৫) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :

৬) মৃত্যু তারিখ : ১৮-০৭-২০২৪ খ্রিঃ

৭) মৃত্যুর কারন(তথ্য প্রদানকারীর বর্ণনামতে) : কোটা সংস্কার বিরোধী আন্দোলনে মৃত্যুবরন করেন

৮) মৃত্যুর স্থান : চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

৯) স্থায়ী ঠিকানা : ওয়ার্ড নং-৫, গ্রাম: হারামিয়া, ডাকঘর: বক্তারহাট-৪৩০০ : উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম।

জনাব, মোঃ মহিন, পিতা/স্বামী: মৃত আমিন রসুল, মাতা: রহিমা বেগম, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন সনদ নম্বর মোবাইল নম্বর: 01882498801, গ্রাম: হারামিয়া ডাকঘর: বক্তারহাট উপজেলা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম এর আবেদন এর প্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য/সদস্যার যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে মৃত্যুর প্রত্যয়ন প্রদান করা হলো।

আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সনদ যাচাই:

ক) ভিজিট করুন: https://haramiaup.chittagong.gov.bd , https://sonod.com.bd/verify

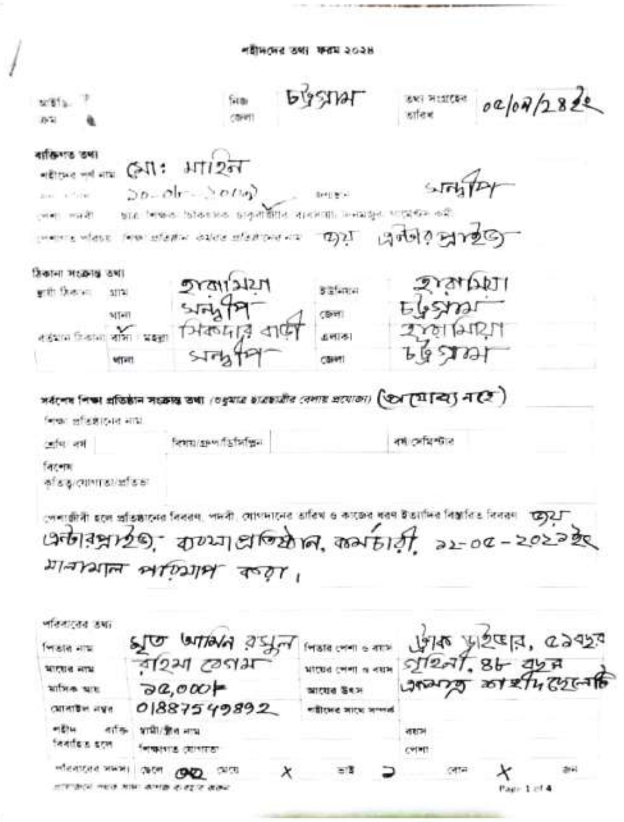

শহীদদের তথ্য ফরম ২০২৪

জেলা: চট্টগ্রাম — তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ০৫/০৭/২৪ইং

ব্যক্তিগত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম: মো: মাহিন

১০-০৮-২০০৯ — সন্দ্বীপ

পেশাগত পরিচয়: তায় এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: হারামিয়া, ইউনিয়ন: হারামিয়া, থানা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম

বর্তমান ঠিকানা: বাসা/মহল্লা: সিকদার বাড়ী, এলাকা: হারামিয়া, থানা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম

সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য (শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীর বেলায় প্রযোজ্য) (প্রযোজ্য নহে)

তায় এন্টারপ্রাইজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী, ১১-০৫-২০২৩ইং মালামাল পরিমাপ করা।

পরিবারের তথ্য

পিতার নাম: মৃত আমিন রসুল — পিতার পেশা ও বয়স: ট্রাক ড্রাইভার, ৫৭বছর

মায়ের নাম: রহিমা বেগম — মায়ের পেশা ও বয়স: গৃহিনী, ৪৮ বছর

মাসিক আয়: ৭৫,০০০/- — আয়ের উৎস: একমাত্র শহীদ ছেলেটি

মোবাইল নম্বর: 01887549892

পরিবারের সদস্য: ছেলে ০২, মেয়ে X, ভাই ১, বোন X

Page 1 of 4

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: মো: মাহিন
জন্ম	: ১০-০৮-২০০৯ সালে
পিতা	: মৃত আমিন রসুল
মাতা	: রহিমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হারামিয়া ইউনিয়ন: হারামিয়া। থানা: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: হারামিয়া, ইউনিয়ন: হারামিয়া
থানা	: সন্দ্বীপ, জেলা: চট্টগ্রাম
পরিবারের সদস্য	: ২ জন
পেশা	: চাকরি (মুদির দোকানে)
অর্থনৈতিক অবস্থা	: অসচ্ছল
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই, বহদ্দারহাট চাক্তাই থানার সামনে চট্টগ্রামে
কবর	: হারামিয়া কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

২. মায়ের জন্য মাসিক ভাতা দেওয়া।

৩. এককালীন অনুদান দেওয়া।

৪. ভাইকে চাকরি দেওয়া।

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ
ٱللَّهُ رِزۡقًا حَسَنٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ. لَيُدۡخِلَنَّهُم
مُّدۡخَلٗا يَرۡضَوۡنَهُۥۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٞ

আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিযকদাতা। তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে আর আল্লাহ তো নিশ্চয় মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল।

-সুরা হাজ্জ্ব আয়াত: ৫৮-৫৯

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

অষ্টম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী